পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 184 Tuesday, 4 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৮৪ সংখ্যা ❋ ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, মঙ্গলবার, ৪ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘অপেক্ষা করুন, উল্টে যাবে এক্সিট পোল’, প্রতিক্রিয়া সোনিয়া গান্ধির

নয়াদিল্লি, ৩ জুনঃ এক্সিট পোল নিয়ে মুখ খুললেন সোনিয়া গান্ধি। প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী তথা প্রাক্তন সভাপতি সোনিয়া এক লাইনের বিবৃতি দিয়েছেন। বলেছেন, ‘‘আশা করছি, বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল মিলবে না। ধৈর্য ধরুন। আসল ফল উল্টো হবে।’’ আজ সোমবার দিল্লিতে ডিএমকে-র অফিসে যান সোনিয়া গান্ধি। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম করুণানিধির শততম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হয়েছিলেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, সমাজবাদী পার্টির নেতা রাম গোপাল যাদব সহ ইন্ডিয়া জোটের একাধিক সদস্য। শনিবার রাতে বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল ঘোষণার আগেই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, এক্সিট পোল যাই বলুক, গুরুত্ব দেবেন না। গণনা কেন্দ্রে মাটি কামড়ে থাকার সংকল্প নিন। একই কথা বলেন, ইন্ডি জোটের শরিকেরাও। খাড়্গের বাড়িতেই বৈঠকে বসেছিলেন জোট নেতারা। রবিবার রাহুল গান্ধি ওই সমীক্ষাকে মোদি মিডিয়ার সৃষ্টি বলে কটাক্ষ করেছেন। বলেছেন, ‘‘বোগাস, একদম বিশ্বাস করবেন না। ইন্ডি জোট সরকার গড়তে চলেছে।’’ প্রায় সব ক’টি সংস্থাই তাদের বুথ ফেরত সমীক্ষায় ইন্ডি জোটের তুলনায় বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ-কে অনেক এগিয়ে রেখেছে। কোনও কোনও সংস্থা ইন্ডি জোটকে দেড়শোর কম আসন দিয়েছে। যা মিলে গেলে কংগ্রেসের আসন আগের বারের ৫২ থেকে কমে যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রচারে বলেছেন, কংগ্রেস ৪০টা আসনও পাবে না। শুধু কংগ্রেস হাইকমান্ড নয়, দলের রাজ্যের নেতারাও সমীক্ষার ফলকে অবিশ্বাস্য বলছেন। তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুরের বক্তব্য, ‘‘কোনওভাবেই বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল মেলাতে পারছি না। নিচুতলা থেকে যে তথ্য পেয়েছি তার সঙ্গে একেবারেই মিলছে না।’’ কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া, উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ, কেসি বেণুগোপাল, পবন খেরা, বহরমপুরের সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরী, প্রত্যেকেই একবাক্যে এক্সিট পোলের আভাসকে উড়িয়ে দিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য, কংগ্রেসের সব স্তরের নেতাদের এক সুরে বুথ ফেরত সমীক্ষার বিরোধিতার পিছনে একটি কৌশলও কাজ করে থাকতে পারে। তা হল, মঙ্গলবার এক্সিট পোল মিলে গেলে দল যাতে কারচুপির দাবি করতে পারে। একই সঙ্গে কংগ্রেস তুলে ধরতে পারবে, তারা মোদিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে যথেষ্ট লড়াই করেছে। সেই সূত্রেই দল ভাল ফলের প্রত্যাশা করেছিল।

গণনায় কোনও ত্রুটি হবে না

বাংলায় ফল পরবর্তী হিংসা রোধে ৪০০ কোম্পানি বাহিনী থাকবে, আশ্বাস দিলেন রাজীব কুমার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুনঃ ভোটগণনায় কোনও ত্রুটি হবে না, লোকসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের আগের দিন সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে আশ্বাস দিলেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার রাজীব কুমার। আমরা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী যে, ভোট ও ফল পরবর্তী হিংসা দেখতে পাব না। তিনি সকলকে আত্মবিশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘‘আমরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করেছি গণনা প্রক্রিয়া নিয়ে। আপনারা জানেন গণনার সময় ও গণনা কেন্দ্রে কয়েক লক্ষ লোক উপস্থিত থাকবেন। তাও আমাদের প্রক্রিয়া অত্যন্ত বলিষ্ঠ এই আশ্বাস দিতে পারি সকলকে।’’ ভোটের ফল প্রকাশের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে বসল ভারতের নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার সোমবার বলেন, ‘‘সফলভাবে এই নির্বাচন সমাধা করা গিয়েছে।’’ এর জন্য দেশবাসীকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান তিনি। রাজীব কুমার আরও বলেন, ‘‘এবার ৩১ কোটির বেশি মহিলা ভোট দিয়েছেন। মোট ৬৪ কোটি ভোট পড়েছে।’’ মজা করে তিনি বলেন, ‘‘লাপতা ভদ্রলোকরা এবার বুথমুখী হয়েছেন।’’ সামগ্রিকভাবে ভোটের ফল ঘোষণার আগের তিন নির্বাচন কমিশনার পাশাপাশি বসে জানিয়ে দিলেন সার্থকভাবে এই ভোটপর্ব মিটেছে। শায়েরি করেও রাজীব বলেন, ‘‘ফুলের সৌন্দর্য সবাই মনে রাখে, প্রশংসা করে। কিন্তু মালির খোঁজ কে রাখে?’’ গুজরাতের সুরাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি প্রার্থীর জয় নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে রাজীব কুমার বলেন, ‘‘মনোনয়নপত্র

প্রত্যাহার নিয়ে কোনও জবরদস্তি করা হলে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি। কিন্তু, স্বেচ্ছায় কেউ মনোনয়ন প্রত্যাহার করলে কিছু করার নেই।’’ পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর হিংসা রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। শুধু বাংলাই নয়, অন্ধ্রপ্রদেশ, মণিপুর, জম্মু-কাশ্মীরেও আমরা কঠোর হাতে ফল পরবর্তী হিংসার রুখতে সক্ষম হব বলে জানান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি আরও বলেন, ‘‘ভোট পড়ার হার নিয়ে নির্বাচন কমিশনের উপর যে আরোপ করা হয়েছে, তার সারবত্তা নেই।’’ অতীতে বাংলার বিভিন্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, ভোট পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের অশান্তি ও গোলামালের অভিযোগ উঠে এসেছে। তা গত বিধানসভা নির্বাচন হোক বা পঞ্চায়েত নির্বাচন বাংলায় ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ বার বার চর্চায় উঠে এসেছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে তাই আগেভাগে সতর্ক নির্বাচন কমিশন। বাংলায় যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে শুরু থেকেই পদক্ষেপ করেছে কমিশন। লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে থেকেই বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা শুরু হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যাও। বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তি ও গোলমালের ঘটনা ছাড়া, এবারের লোকসভা ভোট বাংলায় মোটের উপর শান্তিপূর্ণই হয়েছে। তবে এবার ভোট পরবর্তী পরিস্থিতি সামলাতেও বাড়তি সতর্ক কমিশন। ভোট গণনার পর বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার সময় সীমা আরও বাড়ানো হল কমিশনের তরফে। সূত্রের খবর, আগামী ১৯ জুন পর্যন্ত বাংলায় মোতায়েন থাকবে ৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

কমিশনকে হাইকোর্টের নির্দেশ

‘গণনা টেবিলের ধারে-কাছে যেতে পারবেন না অস্থায়ী কর্মীরা’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুনঃ ভোট গণনায় অস্থায়ী কর্মীদের যুক্ত করা হচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী। যদিও, কমিশনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ভোট গণনার টেবিলে কোনও চুক্তিভিত্তিক কর্মী থাকবে না। নির্দিষ্ট গাইড লাইন অনুযায়ী গণনার জায়গায় লোক নিয়োগ সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। জায়গা। হাওড়া ও বালি পুরসভার চুক্তি কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে আদালতে। এর উত্তরে কমিশন আদালতে জানায়, ভোট গণনা টেবিলে একজনও অস্থায়ী কর্মী থাকবেন না। দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে আদালতের নির্দেশ, অঙ্গন ওয়ারি কর্মী, প্যারা টিচার, সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা যাবে না। নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইন মেনে ভোটে কর্মী নিয়োগ করতে হবে। গাইড লাইন

অস্থায়ী চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের ভোট গণনায় যুক্ত করার কমিশনের প্রবণতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেন হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, যেখানে সব সরকারি কর্মীদের নিয়োগ করার কথা সেখানে বেআইনি ভাবে চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে কাজে লাগানো হচ্ছে ভোট গণনা কেন্দ্রে। এতে ভোট গণনা প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে বলেই মনে করছেন তিনি। তবে এদিন আদালতে কমিশন জানায়, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পোলিং অফিসারদের মধ্যে কাউকে চুক্তি ভিত্তিক কর্মী নেওয়া হয়নি। তাঁদের দাবি, মামলায় কোনও নথি দেওয়া হয়নি, যেখানে এটা প্রমাণ হয়, এমন কর্মী নেওয়া হয়েছে। পালটা মামলাকারীর আইনজীবী দাবি করেন, ডিসিআরসিতে পুরো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অস্থায়ী কর্মীদের। ওটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুযায়ী যে সব জায়গায় অস্থায়ী কর্মীদের কাজে লাগানো হবে, সেখান থেকে যারা যাতে ভোট গণনা টেবিলের কাছে না যেতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার এমন কোনও লোক নিয়োগ করতে পারবেন না। কমিশনকে নির্দেশ কঠোর ভাবে নিয়োগ নির্দেশ কার্যকর করতে হবে। উল্লেখ্য, একই দাবি নিয়ে এদিন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল সিপিএম। সিপিএমের দাবি ছিল, চুক্তিভিত্তিক, অস্থায়ী বা অবসরপ্রাপ্ত কোনও কর্মীকে গণনা কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। গণনা কেন্দ্রে বহিরাগতদের ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে এই কর্মীদের কাজে লাগালে। তাই গণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। কাউন্টিং এজেন্টদের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনে দাবি জানিয়েছে বামেরা।

শ্লীলতাহানির অভিযোগ!

ভোটের ডিউটি থেকে ফেরার পথে কলকাতায় আটক এক জওয়ান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুনঃ এবারের নির্বাচনের প্রথম থেকে অভিযোগটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আবারও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। চিৎপুরে মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে আটক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। অভিযোগ, ভোটের কাজ সেরে ফেরার পথে এক মহিলার বাড়িতে ঢুকে শ্লীলতাহানি করেন। চিৎপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মহিলা। জানা যাচ্ছে, অভিযুক্ত সিআরপিএফ জওয়ান শেষ দফার নির্বাচনে বারুইপুরে কর্তব্যরত ছিলেন। তিনি চিৎপুরে ডিউটি সেরে ফেলেন। অভিযোগ, রবিবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় পাইকপাড়া এলাকায় ঘুরছিলেন তিনি। পাইকপাড়া এলাকাতেই এক বাড়িতে দরজা খুলে অতর্কিতে ঢুকে পড়েন। সে সময়ে ঘরে সেই মহিলা বিছানায় ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন বলে অভিযোগ। মহিলার চিৎকারে আশপাশের প্রতিবেশীরা ছুটে চলে আসেন। ওই জওয়ানকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। ঘটনার একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, অভিযুক্ত জওয়ান হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছেন। ওই মহিলাকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘‘তোমাকে কীভাবে ক্ষমা করব। অপরাধ করেছো। আমার প্রাইভেট পার্টে হাত দিয়েছো।’’ (এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা) ওই জওয়ানকে পায়ে পড়ে ক্ষমা চাওয়ার আবেদন করতেও দেখা যায়। বলতে শোনা যায়, এটা তাঁর চাকরির ব্যাপার, যেন তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এরপর চিৎপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত জওয়ানকে আটক করে পুলিশ। এর আগেই ভোটের প্রথম দফাতেই এক জওয়ানের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। তাঁকে ভোটের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। উলুবেড়িয়াতেও একই অভিযোগ ওঠে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগ ওঠায় কটাক্ষ করেছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনায় তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, ‘‘অবাক হওয়ার নেই। আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছে। বিজেপিকে ভোট দিতে বলছে, গুলি করে মেরে দিচ্ছে, মেয়েদের শারীরিক নির্যাতন করছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা।’’

পুলিশের বিরুদ্ধে ‘অতিসক্রিয়তা’-র অভিযোগ, কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি প্রার্থীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুনঃ শনিবার চব্বিশের লোকসভার ভোট শেষ হয়েছে। মঙ্গলবার গণনার পালা। তার ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে পুলিশের বিরুদ্ধে ‘অতিসক্রিয়তা’-র অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি প্রার্থীরা। নির্বাচনের ফলাফলের মুখে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফাতার করা হতে পারেন, এই আশঙ্কায় সোমবার হাইকোর্টে মামলা করেছেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র এবং ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু। নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মামলাকারীরা। ষষ্ঠ দফার নির্বাচন চলাকালীন গড়বেতার মংলাপাতা এলাকায় আক্রান্ত হন প্রণত টুডু। তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। এছাড়া প্রার্থীর নিরাপত্তায় থাকা জওয়ানও আক্রান্ত হন।

এই ঘটনার পর প্রার্থীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়। মিথ্যা অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রণত টুডু। ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থীর আর্জি, অবিলম্বে এফআইআর খারিজ করা হোক। প্রয়োজনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিক আদালত। একইসঙ্গে ফের এফআইআর খারিজের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সন্দেশখালির বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। অন্যদিকে, রবিবার সন্দেশখালির বেশ কয়েকটি জায়গায় ফের নতুন করে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। সন্দেশখালি যেতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আর্জি জানিয়েছিলেন বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল। অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সন্দেশখালি যেতে বাধা নেই প্রিয়াঙ্কার। গণনা শেষের একদিন পর অর্থাৎ ৫ জুন সেখানে যেতে পারবেন তিনি। সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়। তিনি বসিরহাটের পুলিশসুপারকে নির্দেশ দেন, প্রিয়াঙ্কা সন্দেশখালি যাবেন। তাঁর উপর যেন কোনও আঘাতের ঘটনা না ঘটে। প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল এদিন জানান, সিবিআই ক্যাম্প করেছে সন্দেশখালিতে। তাই আইনজীবী হিসাবে সেখানে সপ্তাহে দু’ তিনদিন যেতে হয় তাঁকে। কিন্তু রবিবার থেকে গ্রামবাসী ফোন করছে তাঁকে। এদিকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি থাকার কারণে তিনি যেতে পারছেন না। প্রিয়াঙ্কার আবেদন, তারপরই তাঁকে যেতে দেওয়া হোক। একইসঙ্গে তিনি আদালতে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, তাঁর আবেদনের পর ১৪৪ ধারা বলবতের সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। রাজ্যের তরফে আইনজীবী সোনাল সিনহা এদিন বলেন, এই মামলায় বিরোধী দলনেতার যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। অথচ এটা কোনও জনস্বার্থ মামলা নয়। গণনার দিন কি প্রয়োজন সন্দেশখালি যাওয়ার? রাজ্যের তরফে আইনজীবীকে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘‘আপনি কী আশঙ্কা করছেন? একজন মহিলা একা কী সমস্যা করবেন?’’ এরপরই ফল ঘোষণার পরদিন সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালকে।

ব্যান করা হয়েছে ৭০ লক্ষ হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট

নিয়ম না মানলে বিপদে পড়বেন আপনিও

নয়াদিল্লি, ৩ জুনঃ ব্যক্তিগত আড্ডা হোক বা কাজের কথা, মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে ক্রমশ। তবে পলিসি ভাঙলেই কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করেছে ‘মেটা’। শুধুমাত্র ১ থেকে ৩০ এপ্রিল, এই এক মাসের মধ্যে ৭১ লক্ষ ব্যবহারকারীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। অর্থাৎ তাঁরা আর হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে পারছেন না। অ্যাপের অপব্যবহার যাতে না বাড়ে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপের তরফে জানা গিয়েছে, মোট ৭১ লক্ষ ৮২ হাজার ব্যবহারকারীকে ব্যান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩ লক্ষ এমন

অ্যাকাউন্ট আছে, যাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আসার আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারও সন্দেহজনক ব্যবহার দেখলেই সেই অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তার জন্য সংস্থা উন্নত প্রযুক্তিও ব্যবহার করছে। ২০২১ সালে হোয়াটসঅ্যাপ যে নিয়ম তৈরি করেছে, তার ওপর ভিত্তি করেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ব্যবহারকারীদের অভিযোগের পাশাপাশি, আরও কিছু বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই পদক্ষেপ করা হয়। মূলত যে সব বিষয়ে জোর দেওয়া হয়, সেগুলি হল- হিংসামূলক কনটেন্ট, ভুল তথ্য, বেআইনি কোনও কাজ, হেনস্থামূলক আচরণ ইত্যাদি। হোয়াটসঅ্যাপ-এ একাধিক অ্যানালিস্ট আছে, যারা এই বাছাইয়ের কাজ করছে। এই প্রক্রিয়া একটানা চলছে। ফলে নীতি ভাঙলে আবারও একাধিক অ্যাকাউন্ট ব্যান করা হতে পারে, এমনটাই জানানো হয়েছে সংস্থার তরফে।

‘মাঝপথে বিভ্রান্তি ছড়াবে, ওমুক এগোচ্ছে গুজবে কান দেবেন না’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুনঃ মঙ্গলবার গণনা। তার আগে বঙ্গে বড় ‘গুজবে’র থেকে সতর্ক করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। ভোটের আগে ভিডিয়ো বার্তা দিলেন কুণাল। তিনি বলেন, ‘‘এক্সিট পোলের নামে যে সমস্ত গল্প ছড়ানো হয়েছে, এগুলোতে কেউ কান দেবেন না। এগুলো বিজেপি পরিকল্পিতভাবে করছে। এইভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে, গুজবে কান দেবেন না।’’ কুণাল ঘোষ স্পষ্ট বললেন, বাংলায় ৪২টা আসনের মধ্যে তৃণমূল অন্তত ৩০-৩৫টা আসন পাবে। গণনার আগের দিন দলীয় কর্মী সমর্থক, সংগঠকদের দাঁতে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকার বার্তা দিয়েছেন কুণাল। তিনি বলেন, ‘‘সকাল থেকে দাঁতে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকুন। অন্য কিছুতে কান দেবেন না।’’ তিনি আশ্বস্ত করেন, ‘‘মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থীদেরই ভোট দিয়েছেন।’’ তবে গণনার দিন আরও একটা বিষয়ের আভাস দিয়ে রাখলেন কুণাল। তিনি বললেন, ‘‘এক একটা লোকসভায় গড়ে সাতটা বিধানসভা কেন্দ্র থাকে। ধরে দেখুন এমন খবর আসছে, যেখানে কিছু জায়গায় বিরোধীরা এগিয়ে, কিংবা বিরোধীরা লিড পাবে, সেগুলিকে কাউন্টিং করিয়ে আগে অন্য প্রচার করার চেষ্টা চলবে। এগুলো কান দেবেন না। কারণ তারপরই দেখবেন তৃণমূল সেগুলো মেকআপ করে লিড নিচ্ছে।’’ কুণাল স্পষ্ট করে দেন, ‘‘কে এগল, কে পিছল, তাতে কান দেবেন না।’’ কুণালের আতঙ্ক, ‘‘মাঝ পথে নানাভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলবে, শেষ অবধি নজর রাখুন।’’ নির্বাচনের দিনগুলোতে যে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলছিলেন বিরোধীরা, তা নস্যাৎ করে দিয়েছেন কুণাল। নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য টেনেই তিনি বলেন, ‘‘বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস আর যারা বিরোধী রয়েছে, তারা মুখের ওপর জবাব পেয়ে গেল। বিরোধীরা যে সন্ত্রাসের অভিযোগ করছিল, নির্বাচন কমিশন তা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছে। বাংলায় অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। ডায়মন্ডহারবার-সহ যেসব জায়গায় বিরোধীরা পুনর্নির্বাচনের দাবি তুলেছিল, কমিশন তা খারিজ করে দিয়েছে।’’

‘এক্সিট পোলে বিশ্বাস করি না’, সাফ কথা মহম্মদ সেলিমের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জুনঃ সপ্তম দফার নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পরেই প্রকাশ্যে এসেছে একের পর এক বুথ ফেরৎ সমীক্ষার রিপোর্ট। আর সেই এক্সিট পোলে কারও তরফে বাম-কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রাপ্ত আসনের সংখ্যা রাখা হয়েছে শূন্য। কোনও সমীক্ষায় আবার ৩ দেওয়া হয়েছে। কোনও সমীক্ষা আবার বাম-কংগ্রেসের আসন সমঝোতা ১-৩টি আসন পেতে পারে বলে মনে করছে। তবে সেই সমস্ত বুথ ফেরত সমীক্ষাকে একেবারেই গুরুত্ব দিচ্ছে না সিপিএম। সুষ্ঠু গণনার দাবিতে সোমবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয় সিপিএম-এর তরফে। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক তথা মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের প্রার্থী মহম্মদ

সেলিম, দমদম কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী, শ্রীরামপুরের সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর, তমলুকের সিপিএম প্রার্থী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডায়মন্ড হারবারের সিপিএম প্রার্থী প্রতীক উর রহমান, ব্যারাকপুরের সিপিএম প্রার্থী দেবদূত ঘোষ সহ আরও অনেকে। সেখানে মহম্মদ সেলিমকে বুথ ফেরত সমীক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘‘আমরা এক্সিট পোল করি না। আমরা এতে বিশ্বাস করি না। আমরা ভোটে লড়েছিলাম, যে সমস্ত অপদার্থরা সংসদে রয়েছেন, তাঁদের এক্সিট ডোর (বাইরের দরজা) দেখানোর জন্য।’’ এর আগে এক্সিট পোলের রিপোর্ট নিয়ে মুখ খুলতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। এক্সিট পোলের সমীক্ষা রিপোর্ট সামনে আসার পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা প্রশ্ন তোলেন, ‘‘সংবাদমাধ্যম কী করে বলে দিচ্ছে, ওই আসনে ও জিতবে, অমুক আসনে কে জিতবে, কত টাকার বিনিময়ে? আমি এই সংবাদমাধ্যমের হিসেব মানি না। কর্মীদের বলব শক্ত থাকতে। গণনা ভাল করে করতে। যা দেখিয়েছে সংবাদমাধ্যম, তার দ্বিগুণ পাব। প্রত্যেকটা আসন আমরা জিতব।’’ এই বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ‘‘আমি কোনও নম্বরে যাব না। কিন্তু একটা কথা বলতে পারি, আমরা যে ভাবে মাঠে নেমে কাজ করেছি, লোকের চোখ দেখেছি, তাতে কখনও মনে হয়নি যে, মানুষ আমাদের ভোট দেবে না।’’ মমতার আরও সংযোজন, ‘‘আমি আগে ফল দেখব, ফল দেখে হিসেব করব। আমাদেরও একটা অঙ্ক আছে। আমরা চেষ্টা করব, আরও আঞ্চলিক দল যেন আমাদের সঙ্গে আসে।’’ আর এবার কার্যত একই কথা শোনা গেল মহম্মদ সেলিমের মুখে। যদিও বাস্তবেই কটা আসন বাম-কংগ্রেসের ঝুলিতে আসে, তা জানা যাবে মঙ্গলবার।

সেই পুলওয়ামা, ফল ঘোষণার আগে কাঁপল ভারী অস্ত্রের শব্দে! নিকেশ ২ জঙ্গি

শ্রীনগর, ৩ জুনঃ মঙ্গলবারই লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর ফল প্রকাশ। ঠিক তার আগের দিন, সোমবার (৩ জুন), জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় জঙ্গি দমনে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই পুলওয়ামাতেই সিআরপিএফ বাহিনীর কনভয়ে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। নির্বাচনে বড় ইস্যু হয়ে উঠেছিল জাতীয় সুরক্ষা। এবার, ভোটের আগে এই ধরনের কোনও হামলা না হলেও, ফল প্রকাশের ঠিক আগের দিনই নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হল অন্তত দুই জঙ্গি। নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে নিহত জঙ্গিদের পরিচয় প্রকাশ না করা হলেও, সূত্রের খবর, দুজনেই লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি গোষ্ঠীর দুই বড় মাপের কমান্ডার। সারা দেশের সঙ্গে ভোট হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরেও। আগের সব রেকর্ড ভেঙে, জম্মু-কাশ্মীরের বিপুল

মানুষ ভোট দিয়েছেন। কিন্তু, ফল প্রকাশের ঠিক আগের দিনই দক্ষিণ কাশ্মীর জেলার নিহামা এলাকায় কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী জড়ো হয়েছে বলে, সুনির্দিষ্ট খবর পেয়েছিল নিরাপত্তা বাহিনী। এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, এরপরই ওই এলাকা ঘিরে ফেলে অনুসন্ধান অভিযান শুরু করেছিল বাহিনী। অনুসন্ধান দলটির উপর আচমকা গুলি চালাতে শুরু করেছিল জঙ্গিরা। পাল্টা গুলিতে জবাব দেয় বাহিনীর সদস্যরা। অনুসন্ধান অভিযান পরিণত হয় সংঘর্ষে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দফায় দফায় গুলি বিনিময় চলে। এরপর, জঙ্গিদের আস্তানাটি লক্ষ্য করে ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে নিরাপত্তা বাহিনী। যার জেরে দুটি বাড়িতে আগুন ধরে যায়। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে, কাশ্মীরের পুলিশ ইন্সপেক্টর ভি কে বিরধি বলেছেন, দুই পক্ষের গুলি বিনিময়ে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। নিহত জঙ্গিদের পরিচয় জানার চেষ্টা হচ্ছে। তারা কোন জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। সূত্রের খবর, নিহত দুই জঙ্গি হল, রিয়াজ আহমেদ দার এবং রইস আহমেদ। দুজনেই পুলওয়ামার কাকাপোরা গ্রামের বাসিন্দা এবং লস্কর-ই-তৈবার কমান্ডার। ২০১৫ সালে জঙ্গি দলে যোগ দিয়েছিল রিয়াজ। দীর্ঘদিন ধরেই তাকে ধরার চেষ্টা করছিল সেনা। অতীতে বেশ কয়েকবার নিরাপত্তার বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিল সে। অন্যদিকে, রইস আহমেদ জঙ্গি দলে যোগ দিয়েছিল ২০২১ সালে।

মধ্যপ্রদেশে দুর্ঘটনা, শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ৩ জুন ঃ মধ্যপ্রদেশের রাজগড়ে পথ দুর্ঘটনায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু ও আরও বেশ ক'জনের আহত হওয়ার প্রেক্ষিতে এক্স-বার্তায় শোকপ্রকাশ করলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।তিনি লিখেছেন, মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায়.বহু মানুষের মৃত্যুর খবর খুবই দু ঃখজনক। যারা তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।প্রসঙ্গত, রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে রাজগড় জেলার পিপলোড়ি গ্রামের কাছে। ট্র্যাক্টরে ৪০ থেকে ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁরা সকলেই রাজস্থানের মতিপুরা গ্রামের বাসিন্দা। কুলামপুর গ্রামে একটি বিয়েবাড়িতে যাচ্ছিলেন। আচমকা গাড়িটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় ১৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় ভোপালের এক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা স্থিতিশীল রয়েছেন।

দেশজুড়ে দুধের দাম বাড়ালো আমূল, কার্যকর সোমবার থেকেই

আনন্দ, ৩ জুন ঃদেশজুড়ে দাম বাড়লো দুধের। আমূলের তরফে দুধের দাম লিটার প্রতি দু' টাকা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার থেকেই দেশজুড়ে কার্যকর দুধের নতুন দাম।গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশনের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, দেশজুড়ে দুধের দাম লিটার প্রতি দু' টাকা করে বাড়ানো হচ্ছে। সোমবার থেকে এই নতুন দাম কার্যকর হবে। আমূল গোল্ড, আমূল শক্তি, আমূল টি স্পেশাল- সমস্ত দুধেরই দাম লিটার প্রতি দু' টাকা করে বাড়ছে এদিন থেকে।দুধ উপাদন সমবায়ের তরফে জানানো হয়েছে, ৩-৪ শতাংশ দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। দুধ উপাদন ও বন্টনের খরচের উপরে ভিত্তি করেই দুধের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বশেষ ২ টাকা করে দুধের দাম বাড়ানো হয়েছিল।

নির্বাচনী গণনা কেন্দ্রগুলিতে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়

কলকাতা, ৩ জুন ঃ মঙ্গলবার নির্বাচনী গণনা কেঃদ্রগুলিতে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়.থাকছে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ৪২ টি আসনের গণনা হবে রাজ্যের ৫৫টি গণনাকেন্দ্রে। নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ ভাবে গণনার কাজ সম্পন্ন করতে এবং গণনা কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তায়.একাধিক পদক্ষেপ করেছে নির্বাচন কমিশন।গণনা কেন্দ্রের বাইরে ২০০ মিটার পর্যন্ত জারি থাকছে ১৪৪ ধারা। প্রথম পর্যায়ে থাকবে সংশ্লিষ্ট লাঠিধারী ও এএসআই পদমর্যাদার পুলিশ। দ্বিতীয় পর্যায়ে সশস্ত্র রাজ্য পুলিশ এবং এরপর বাকি গণনা কেন্দ্র ঘিরে তৃতীয় পর্যায়ে থাকবে কেন্দ্রীয়. বাহিনী।রাজ্যের ৫৫ টি গণনা কেন্দ্রে নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয়েছে ৯২ কোম্পানি কেন্দ্রীয়, বাহিনী থাকবে ২৫২৫ জন রাজ্য পুলিশ।গণনা কেন্দ্রে প্রতি বিধানসভা পিছু একজন করে পর্যবেক্ষক থাকবেন অর্থাৎ ২৯৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ২৯৪ জন গণনা পর্যবেক্ষক থাকবেন।গণনা কেন্দ্রে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষকরাই মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন। এর পাশাপাশি সমগ্র গণনা কেন্দ্র সহ তার চারপাশ সিসিটিভিতে মো।। থাকবে। গণনা কেন্দ্রের ভিতর ওয়ের কাস্টিং হবে না, থাকবে সিসিটিভি। পোস্টাল ব্যালট গণনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একবারই নির্দিষ্ট ওটিপি দেখার জন্য মোবাইল ব্যবহার করবেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার।

'গণনায় যেন কারচুপি না হয়',আশঙ্কা কংগ্রেসের, কী বলল নির্বাচন কমিশন?

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনার দুদিন আগে কার্যত একই দাবি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ ইন্ডিয়া এবং বিজেপি (BJP) দুই শিবিরই। সেই আশঙ্কা খারিজ করে দিল নির্বাচন কমিশন।জয়রাম রমেশ দাবি করেছিলেন, গণনার দিন গণনা প্রভাবিত করতে প্রায় দেড়শো জেলাশাসককে ফোন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিষয়টি ঠেকাতে নির্বাচন কমিশনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদনও জানিয়েছিলেন জয়রাম।জয়রাম রমেশকে পাল্টা চিঠি লিখে ওই দেড়শো জেলাশাসকের সম্পর্কে তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। চিঠিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তাদের কাছে এ ধরনের কোনও অভিযোগ আসেনি। এমনকি কোনও জেলাশাসক কমিশনকে এ ধরনের কোনও কিছু জানাননি। কিন্তু যে হেতু জয়রামের মতো বর্ষীয়ান,

দায়িত্ববান একজন রাজনীতিক ওই অভিযোগ করেছেন, সেই কারণে বৃহত্তর স্বার্থে ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার লক্ষ্যে বিষয়টির সামনে আসা উচিত বলেই মনে করে কমিশন। তাই কোন কোন জেলাশাসককে অমিত শাহ ফোন করে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন, সেই জেলাশাসকদের তালিকা জয়রাম যেন সন্ধ্যার মধ্যে কমিশনকে জমা দেন, চিঠিতে সেই নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।জয়রামের পাশাপাশি কংগ্রেসের আর এক নেতা অজয় মাকেন অভিযোগ করেন যে, নির্বাচন কমিশন যে নতুন নিয়ম করেছে, তাতে গণনার সময়ে সহকারী রির্টানিং অফিসারের টেবিলে কোনও প্রার্থীর কাউন্টিং এজেন্ট বসতে পারবেন না। মাকেন তাঁর এক্স-হ্যান্ডলে লেখেন যে, তিনি লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন মিলিয়ে ন'বার লড়াই করেছেন। কিন্তু অতীতে এ ধরনের কোনও নিয়ম ছিল না। তাঁর দাবি, ' ফলে ভোট গণনার সময়ে কারচুপির সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। যা ইভিএম কারচুপির থেকেও বড় কারচুপি। আশা করব নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে।''মাকেনকে সমর্থন করে বিষয়টি নিয়ে সরব হন জয়রাম রমেশও। কংগ্রেসের পক্ষে প্রকাশ্যে ওই অভিযোগ আসার পরে বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলে দিল্লি নির্বাচন কমিশন। তাদের পক্ষ থেকে এক্স সমাজমাধ্যমে জানানো হয়, প্রার্থীর কাউন্টিং এজেন্ট রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রির্টানিং অফিসারের টেবিলে বসতে পারবেন। কমিশন এ নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করায় নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাকেন বলেন, ' স্পষ্ট করার জন্য ধন্যবাদ। কেন না নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ করা রিটার্নিং অফিসার সকাল পর্যন্ত এই নিয়ম মানতে রাজি ছিলেন না।''

কার্যকর হল দেশের সব জাতীয় সড়কের বর্ধিত টৌল

নয়াদিল্লি, ৩ জুনঃপ্রায় আড়াই মাস ধরে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলার পর গত শনিবার শেষ হয়েছে ভোটগ্রহণ পর্ব। আর তার পরেই বাড়ল জাতীয়. সড়কের ওপর চলাচলের খরচ।ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এনএইচএআই) সোমবার থেকে জাতীয় সড়কের

ওপর যানবাহনের যাতায়াতের টোল ট্যাক্স বৃদ্ধি করল। সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়ে গিয়েছে বলেই রাজ্য পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর।যদিও চলতি বছর ১ এপ্রিল থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় তা করা সম্ভব হয়নি। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, লোকসভা নির্বাচন শেষ হলেই বৃদ্ধি করা হবে জাতীয় সড়কের টোল। সেই সিদ্ধান্ত মেনেই সোমবার থেকে দেশের সব জাতীয়. সড়কের টোল বৃদ্ধি করা হল।

বিজেপি রাজ্যে কমপক্ষে ৩০ টি আসন পাবেঃদাবি শান্তনু ঠাকুরের

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ রাত পোহালেই সপ্তদশ লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণা । আর তার আগের দিনই রাজ্যের ফলাফল বড় ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর । লোকসভা ভোটে রাজ্যে কোন দল কতগুলি আসন পেতে চলেছে সোমবার তারও হিসাব দিলেন শান্তনু ঠাকুর । একই সঙ্গে, বিজেপি যে রাজ্যে নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকতে চলেছে, তাও দাবি করেছেন বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী ।সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি যে ফের একবার ক্ষমতায় আসতে চলেছে তা নিয়ে রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী শান্তনু ঠাকুর। বিজেপির জয় নিয়ে দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর

জানিয়েছেন, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ২২টি আসন জিতবে । তাঁর কথায়, তৃণমূল ১৯টি আসন জিতবে এবং কংগ্রেস একটি আসনে জিতবে। সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে তিনি বলেন, আমরা ২২টি আসন জিতবই।সাত দফায় প্রায় দুই মাসেরও বেশি সময় এবার দেশ জুড়ে ভোট হয়েছে । গত শনিবার ছিল শেষ দফার ভোট । এরপরই সামনে এসেছে একাধিক সংস্থার বুথ ফেরত সমীক্ষা । যেখানে প্রায় সবকটি সংস্থাই দেখিয়েছে রাজ্যে বিজেপির ভালো ফলের আশা রয়েছে । সেই সঙ্গে গতবারের তুলনায় গেরুয়া শিবিরের আসন এবং ভোটের শতাংশও বাড়বে বলেও মনে কা হচ্ছে। আর সেই বুথ ফেরত সমীক্ষা নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । বিজেপি-তৃণমূল একে অপরের দিকে কটাক্ষও ছুড়ে দিয়েছে । যেখানে বিজেপি স্পষ্টতই বলছে, রাজ্যে তারা কমপক্ষে ৩০টি আসন পাবে, সেখানে তৃণমূল এই এক্সিট পোলকে মান্যতা দিতেই নারাজ । তারপরও অবশ্য গণনার দিন তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সজাগ থাকতে বলেছেন খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এই টানাপোড়েনের মাঝেই এবার নয়া দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর । আসন নিয়ে দিলেন নয়া তথ্যও ।

পুরসভা ফাঁকা জমিই কাল! ডেঙ্গি রুখতে তৈরি বিশেষ টিম

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ জমা জল তো বটেই সঙ্গে ফাঁকা জমিও রয়েছে তালিকায়। ডেঙ্গি বৃদ্ধির নেপথ্যে ফাঁকা জমিকেই মূল ভিলেন বলল কলকাতা পুরসভা। ফাঁকা জমিতে বিশেষ সতর্কতা জারি করল স্বাস্থ্যভবন। সেখানে যাতে মশার লার্ভা না জন্মাতে পারে, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। ফাঁকা জমিতে কোনও ভাবেই জল জমতে দেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্যভবন।ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্তের জন্য মূলত ফাঁকা জমিই খলনায়ক বলে মনে করে কলকাতা পুরসভা। পুর দপ্তরের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে যে ক'টি কারণকে ডেঙ্গির জন্য দায়ী করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো পড়ে থাকা ফাঁকা জমি। পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এমন ফাঁকা জমিতে অভিযানে নেমে ৩,৯৭০টি ক্ষেত্রে এডিস ইজিপ্টাইয়ের লার্ভার হদিশ মিলেছিল।সে কথা মাথায় রেখে এ বার ফাঁকা জমিতে বাড়তি নজর রাখতে পুরসভাকে নির্দেশ পাঠাল স্বাস্থ্যভবন। এক কর্তা বলেন, 'মশার আতুঁড়ঘর হতে পারে, এমন জায়গায় বাড়তি নজর রাখার কথা আমরা বলেছি। কারণ বর্ষা নামনেই ওই সব জায়গায় লার্ভা জন্মানোর সুযোগ সবচেয়ে বেশি।' নজরদারি মজবুত হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে আশাবাদী স্বাস্থ্যকর্তারা।পতঙ্গবিদ গৌতম চন্দ্রের মতে, 'এই ফাঁকা জমিগুলিতে কোনও ভাবেই যাতে সাত দিনের বেশি জল না-জমে, তা খেয়াল হবে। কারণ তার বেশি জল থাকলেই মশার লার্ভা জন্মানোর সুযোগ বেশি পাবে।' তাঁর পরামর্শ, এই ধরনের জমিগুলিতে নিয়মিত কীটনাশক স্প্রে করা হোক। পাটুলির বাসিন্দা অরিন্দম চৌধুরী বলেন, 'আমাদের এলাকায় বেশ কিছু ফাঁকা জমি রয়েছে। যা মশার আঁতুরঘর। পরিস্কার করার ক্ষেত্রে মালিক কোনও পদক্ষেপ করেন না। পুরসভার কাউকে আসতে দেখি না। সে কারণে ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত হয় এই তল্লাটে।'পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তাদের যদিও দাবি, দক্ষিণ কলকাতা ও সংযোজিত এলাকায় ফাঁকা জমি বেশি। এই ধরনের ফাঁকা বা পরিত্যক্ত জমির সন্ধান পেলেই মালিককে আইনি নোটিস দেওয়া হচ্ছে ২৪ ঘণ্টার

ভোট মিটলেও অব্যাহত অশান্তি ভাঙড়, দুই তৃণমূল কর্মীকে মারধর, শাসকদলের হামলায় আহত আইএসএফ কর্মী

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ মঙ্গলবার ভোটগণনার আগেও অশান্তি ভাঙড়ে। সেখানে দুই তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে আইএসএফের বিরুদ্ধে। পাল্টা আইএসএফের দাবি, তাদেরও এক কর্মীকে মারধর করেছে শাসকদলের লোকেরা। রবিবার রাতে দু'পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার তপ্ত ভাঙড়।যদিও আক্রমণের অভিযোগ অস্বীকার করেছে আইএসএফ, বিজেপি সকলেই।ভাঙড়ে বোমাবাজি নতুন নয়। রবিবার রাতে উত্তর কাশীপুর থানার মাঝেরআইটে নতুন করে বোমাবাজি শুরু হয়। প্রায় গোটা রাতভরই চলে অশান্তি। দুই তৃণমূল কর্মীকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। কাঠগড়ায় আইএসএফ। যদিও আইএসএফ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তারা পালটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে বাইক বাহিনী দিয়ে এলাকায় অশান্তির অভিযোগ তুলেছে। স্থানীয় আইএসএফ কর্মী-সমর্থকদের দাবি, তৃণমূলের মদতে এলাকায় অন্তত ৩০০-৪০০ জনের বাইক বাহিনী ঢুকেছে। তারাই বোমাবাজি করেছে। বোমাবাজি করে ফেরার পথে পড়ে গিয়ে দুই তৃণমূল কর্মী-সমর্থক জখম হয়েছেন বলেই দাবি আইএসএফের।কুলতলিতেও মিলেছে অশান্তির খবর। বাড়িতে ঢুকে তৃণমূলের মহিলা সমর্থককে মারধরের অভিযোগ। মাকে মারধর করতে দেখে বাধা দিতে যান তাঁর মেয়ে। অভিযোগ, দুজনকেই বেধড়ক মারধর করা হয়। তাঁরা দুজনেই কুলতলির জামতলার ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি। এই ঘটনায় কাঠগড়ায় গেরুয়া শিবির। কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। অবশ্য পদ্মশিবির অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পারিবারিক অশান্তিকে রাজনীতির রং দেওয়া হচ্ছে বলেই দাবি গেরুয়া শিবিরের।নিউটাউনে আবার দলীয় কার্যালয়ের সামনেই আক্রান্ত হলেন এক তৃণমূল কর্মী। অনুপ বিশ্বাস নামে ওই ব্যক্তি নিউটাউনের শুলংগুঁড়ির দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা। রবিবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে এলাকারই বেশ কয়েকজন তাঁকে মারধর করে বলেই অভিযোগ। হামলাকারীরা এলাকার সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বলেই পরিচিত।

অনলাইন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে বেনিয়ম বাড়ছে উত্তরোত্তর, বিভ্রান্ত হচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত ক্রেতারা

প্রণব ভট্টাচার্য উলুবেড়িয়া, হাওড়া ঃ অনলাইন পণ্য কেনাবেচা বর্তমান সময়ে খুব পরিচিত একটা ট্রেন্ড । বহু উপভোক্তা বহুজাতিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে তাঁদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পণ্যের অর্ডার দেন। উপভোক্তার সেই অর্ডার অনুযায়ী সংস্থা পণ্যটি ডেলিভারি দেয়।অর্থপ্রদানের পর ক্রেতা তাঁর জিনিসটি বুঝে নিলে এ বিষয়ে আর কিছু প্রশ্নপত্রের অবকাশ থাকে না ।কিন্তু ইদানিং এই অনলাইন লেনদেনে ঘটছে বেশ কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা ।সেখানে ক্রেতাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঠকানো হচ্ছে । এবং ক্রেতাও তার সেই ঠকে যাওয়াকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না।নানা ঘটনার পাশাপাশি সম্প্রতি উলুবেড়িয়া শহরে এমনই একটি উদাহরণ সামনে এসেছে ।এখানে উপভোক্তা তাঁর নিজের মোবাইলে সমস্যা থাকায় স্থানীয় সাইবার ক্যাফে থেকে একটি পণ্যের অর্ডার দেন।এর বেশ কিছু দিন পর (কয়েকদিনের মধ্যে নয়) পণ্যটি তাঁকে ডেলিভারি করা হয়। পণ্যটি ছিল কাঁচের। টাকা দেবার পর তাই উপভোক্তা ডেলিভারি ব্যক্তিটিকে বলেন একটু অপেক্ষা করার কথা যাতে তিনি পণ্যটি যাচাই করে নিতে পারেন ।কিন্তু তাঁর সেই প্রস্তাব নাকচ করে ডেলিভারি ব্যক্তিটি জানান, এখন দেখার দরকার নেই । পন্যে সমস্যা থাকলে আপনি অনলাইনে রিটার্ন করে দেবেন। টাকা ফেরত অথবা পণ্য রিপ্লেস যে কোন একটা হয়ে যাবে।অগত্যা!ক্রেতা ঘরে প্রবেশ করেই পণ্যটির প্যাকিং খোলেন। দেখেন পণ্যটি শুধু ভাঙ্গাই নয় ,ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে গেছে। ডেলিভারি ম্যানকে ফোন করে টাকা ফেরত চাওয়া হলে উনি তা আর সম্ভব নয় বলে জানান। বাধ্য হয়ে অনলাইনে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে রিটার্নের কথা লেখা হল। রিটার্ন হতে দেরি হচ্ছে কেন এই প্রশ্নের উত্তরে ডেলিভারি ম্যানটি কম্পিউটারে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উপায়ের নতুন একটি প্রোফরমা দেন। সেই প্রোফরমা এপ্লাই করতে সংশ্লিষ্ট সাইবার ক্যাফে কর্মী ৩০০ টাকা পারিশ্রমিক চান ।কর্মীটি বলেন, অর্ডারে যা লেখা হয়েছে সেটা দেখেই পণ্য রিটার্নের ব্যবস্থা করে থাকে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি। উপভোক্তা তাঁর কথা শুনে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ থেকে নিরস্ত হন। কিছুদিন পরে কোম্পানির তরফে রিটার্নের ডেট দেয়া হল।সেই ডেটে এসে ওই ডেলিভারি ম্যানটি পণ্যের একটি ছবি তুলে নিয়ে গেলেন। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু তারপর সব চুপচাপ। নতুন পণ্যেরও দেখা নেই আর কোন মেসেজও নেই। ঘটনাচক্রের অব্যাহিত পরে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষার হেল্পলাইনে ফোন করে বিষয়টি জানানো হয়। কিন্তু তাঁরা এই ইস্যুটি ন্যাশনাল বলে কেন্দ্রের দিকে ঠেলে দেয়। বেচারা উপভোক্তা অনেক চেষ্টা করেও কেন্দ্রাবিমুখী আর হতে পারেননি। তবে তিনি দাবি করেছেন এই ধরনের প্রতারণার ঘটনার দায় স্থানীয় প্রশাসন সহমর্মিতার সঙ্গে গ্রহণ করুক।অনলাইনে পণ্য ডেলিভারি করা কোম্পানিগুলো রাজ্যভিত্তিক হেল্পলাইন নম্বর চালু করুক। আর যে কোন প্রবঞ্চনা হলে তার যথাযথ নিষ্পত্তি হবার ব্যবস্থা থাকুক সময় মত ।এমন না হলে উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকবে ক্রেতাদের প্রবঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা।

দিল্লির জলসঙ্কট মেটাতে আসরে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩ জুন ঃ দিল্লির জলসঙ্কট মেটাতে এবার আসরে নামলো সুপ্রিম কোর্ট। ৫ জুনের মধ্যে যমুনা রিভার বোর্ডের বৈঠক ডেকে দিল্লিবাসীর জলসঙ্কটের সুরাহা করার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। সেই বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টকে জানাতে হবে ৬ জুনের মধ্যে।প্রবল গরমে রাজধানীর পরিস্থিতি চরম আকার নিয়েছে। গরমে নাজেহাল অবস্থা আমজনতার। স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে জলের চাহিদা। এই

পরিস্থিতিতে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় দিল্লি সরকার। আবেদন জানানো হয়, রাজধানীর জলসঙ্কট মেটানো সকলের দায়িত্ব। ফলে অন্তত এক মাসের জন্য যেন দিল্লিকে বাড়তি জল সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ওবং হিমাচল প্রদেশ সরকারকে।

বিজেপি আসার ইঙ্গিত মিলতেই চাঙ্গা বাজার, সোমবার উত্থান শেয়ার সূচকের

মুম্বই, ৩ জুন ঃ তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। এক্সিট পোলে সেরকম ইঙ্গিত মিলতেই বিশাল লাফ দিল শেয়ার বাজার। সোমবার বাজার খোলার পরেই একলাফে ২ হাজার পয়েন্ট বাড়ল সূচক। সেনসেক্স এবং নিফটি- দুই সূচকই চড়চড়িয়ে বেড়েছে বাজার খোলার পরে।সোমবার সকালে শেয়ার বাজার খুলতেই ২৬০০ পয়েন্ট চড়ল সেনসেক্স। সাতসকালেই ৭৬ হাজারে পৌঁছল সেনসেক্সের সূচক। নিফটিও ২৩ হাজারের উপরে। বাজার বিশেষজ্ঞদের অনুমান, মজবুত সরকার গঠনের ইঙ্গিত মিলতেই চনমনে শেয়ার বাজার।এদিন সকালে শেয়ার বাজার খুলতেই ৭৬ হাজারে পৌঁছে যায় সেনসেক্সের সূচক। অন্যদিকে, নিফটি ৫০-র সূচকও বিগত চার বছরের সবথেকে বড় লাফ দিয়েছে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ- দুই বাজারই রেকর্ড উচ্চতা ছুঁয়েছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮২ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৩ জুন ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৮২ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রায়.৭৭ ডলার প্রতি ব্যারেল। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি সোমবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।এই সপ্তাহের প্রথম দিনে প্রাথমিক বাণিজ্যে, ব্রান্ড ক্রুড ০.০৬ ডলার বা ০.০৭ শতাংশ পতনের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮১.০৫ ডলারে রয়েছে। ওয়েস্ট টেক্সাস হন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.০২ ডলার বা ০.০৩ শতাংশ কমে ৭৬.৯৭ ডলারে রয়েছে ।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায.১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

৪ জুন ছত্তিশগড়ে বন্ধ থাকবে মদের দোকান

রাযপুর, ৩ জুন ঃ ছত্তিশগড়-সহ সারা দেশে লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং ভোট গণনা হবে ৪ জুন। আর ৪ জুন ছত্তিশগড়ের সব দেশি-বিদেশি মদের দোকান বন্ধ থাকবে। এছাড়া রাজ্যের সব ক্লাব ও বারে মদ পরিবেশন নিষিদ্ধ থাকবে।উল্লেখ্য, ছত্তিশগড়ে মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। এই সময়ের মধ্যে,

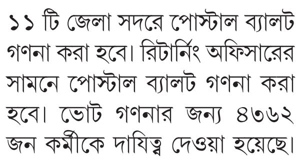

১১ টি জেলা সদরে পোস্টাল ব্যালট গণনা করা হবে। রিটার্নিং অফিসারের সামনে পোস্টাল ব্যালট গণনা করা হবে। ভোট গণনার জন্য ৪৩৬২ জন কর্মীকে দাযিত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতার ৭ দশক পর প্রথম ভোট দিয়েছেন নিকোবরের শম্পেনরাঃরাজীব কুমার

নয়াদিল্লি, ৩ জুন ঃ এবারের লোকসভা নির্বাচনে ইতিহাস গড়ল কমিশন। তাদের উদ্যোগে স্বাধীনতার ৭ দশক পর প্রথম দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিল নিকোবরের শম্পেন জনজাতিরা। কমিশনের সাফল্য তুলে ধরে সাংবাদিক বৈঠক করেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। সেখানেই এই তথ্য প্রকাশ্যে আনেন তিনি।এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেন, ' চাকচিক্যে নজরে আসে না দেশের জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষরা। কিন্তু এই গণতন্ত্রের উৎসবে

অংশ নিয়েছেন বিপুল সংখ্যায় আদিবাসী জনজাতির মানুষ। এই প্রথমবার ভোটদান করেছেন নিকোবরেরশম্পেন জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষরা। ভোট উসবে তাঁদের অংশগ্রহণের ছবি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে তুলে ধরেছি।

গণনায় স্বচ্ছতা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা অর্জুন, শ্রীরূপার

কলকাতা, ৩ জুন ঃ গণনায় স্বচ্ছতা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন বারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং এবং শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী।অর্জুনবাবু সোমবার এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, তৃণমূলের রাজনৈতিক সংস্থা ' আইপ্যাক তার কর্মীদের গণনা আধিকারিকদের ছদ্মবেশে, সাধারণ পোশাকে পুলিশ কর্মীদের প্রবেশের ব্যবস্থা করতে পারে। তারা টিএমসি-র পক্ষে ভোটের তথ্যের অমিল করে গণনা কারচুপি করার পরিকল্পনা করেছে। আমি নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করছি পরিচয় যাচাই করতে এবং গণনা আধিকারিকদের

ভাতাড়ে নিলডাঙ্গা গ্রামে মহাপ্রভু মন্দিরের উদ্বোধনে বস্ত্র বিতরণ

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়,ভাতারঃ ভাতারের বনপাস অঞ্চলের নীলডাঙ্গা গ্রামে মহাপ্রভু মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করলেনমহ উদ্দেশ্য সাফল্যমন্ডিত করার জন্য নীলডাঙ্গা গ্রামে হাজির হয় এলাকার স্বনামধন্য সমাজসেবী নয়ন সামন্ত ।উল্লেখ্য দীর্ঘ ১০০ বছরের আগে ঘোষ পরিবারের সদস্যরা স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করে । সময়ের পরিবর্তনে পারিবারিক পুজো সার্বজনীন রূপ নেয় । তৎকালীন সময় টিনের চালাতে মহাপ্রভুর সেবা করা হতো। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মহাপ্রভুর পূর্ণ মন্দির না থাকায়, সেই খবর সমাজসেবী নয়ন সামন্তের কানে পৌঁছাতেই তার পূর্ণ সহযোগিতা এবং গ্রামের সকলে মিলে এই মঃিদর তৈরি করে । পূর্ণ তিথিতে এলাকার সাধারণ দু ঃস্থ ও গরিব মানুষেরা মহাপ্রভুর আরাধনায় তারা যাতে নতুন বস্ত্র পরিধান করতে পারে সেই লক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণের মতো এক মহ উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয় মন্দির চত্বরে ।ভ্ভঘোষ পরিবারের সদস্য সঞ্জয় ঘোষ জানান, মন্দির তৈরি হওয়া.শুরু থেকে খোঁজ খবর নেওয়া এবং নয়ন বাবুর হাত দিয়ে ফিতে কেটে শুভ উদ্বোধন করা হয় । নয়ন বাবু শুধুমাত্র মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন বা বস্ত্রদান করেছেন তা নয় পাশাপাশি এলাকার দু ঃস্থ ও গরিব মানুষেরা যদি কোন সমস্যা নিয়ে নয়ন বাবুর কাছে যান তিনি দুহাত বাড়িয়ে দেন । সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে, এরকম মহ ব্যক্তির সংস্পর্শে আমাদের আশাটা সত্যিই এক মহ কাজ বলে বিবেচনা করি ।দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফল সাফল্যমন্ডিতে পাওয়ায় খুশি এলাকার সাধারণ মানুষেরা। গ্রামের মোড় থেকে মন্দির পর্যন্ত সমাজসেবী নয়ন সমন্তকে ফুল ছিটিয়ে অভ্যর্থনা জানান গ্রামের মা ও বোনেরা । প্রত্যেক দু ঃস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি আগামী দিন শুধুমাত্র নীলডাঙ্গা গ্রাম নয় ভাতারের যেকোনো প্রান্তে মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন নয়ন সামন্ত বলে জানালেন উদ্যোক্তারা ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৪ জুন মার্ট ঃমঙ্গলবার, ২১ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ২১ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতঃনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২১ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২১ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০৩ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং ৭০শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল -৭টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৪ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃস্বাস্থ্যের ব্যাপারে অবহেলা করবেন না, বিশেষ করে মদ্যপান এড়িয়ে চলুন। জমি এবং আর্থিক লেনদেনের জন্য ভালো দিন। সংসারে শান্তি হতে পারে। **বৃষভ রাশিঃ**বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।। **মিথুন রাশিঃ**যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। এই রাশিচক্রের বিবাহিত স্থানীয়রা আজ তাদের শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাবে বলে মনে হচ্ছে। । **কর্কট রাশিঃ**আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি ছাত্র হন এবং বিদেশে পড়াশোনা করতে চান তবে ঘরে বসে আর্থিক সঙ্কট আপনাকে আজ বিরক্ত করতে পারে।। **সিংহ রাশিঃ**আপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। **কন্যা রাশিঃ**সামান্য জিনিসে মন দেবেন না। এই রাশিচক্রের লোকেরা যারা বিদেশ থেকে ব্যবসা করে থাকে তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাহের যোগ। **তুলারাশিঃ**বয়স্ক ব্যাক্তিরা তাঁদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। কাজের সুযোগ আছে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। । **ধনু রাশিঃ**আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুভদিন **মকর রাশিঃ**আপনি আপনার শখ পূরণে অথবা আপনি সবচেয়ে. বেশি উপভোগ করেন এমন জিনিসে আপনার অতিরিক্ত সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে। **কুম্ভ রাশিঃ**আজ আপনার উচ্চ প্রত্যয় সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। এক ধকলসাধ্য দিন হওয়া সত্ত্বেও আপনি আপনার প্রাণশক্তি সঞ্চয় সমর্থ হবেন। । **মীন রাশিঃ** বাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জ্বল করবে। নিষ্প্রাণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায় জানাতে একটি সুন্দর ডিনারের পরিকল্পনা করুন।আপনার যত্নের প্রয়োজনে

৬৭০ পিস বড় গাছ বোম উদ্ধার করল ধনিয়াখালি থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩ জুনঃ নির্বাচনের ফলাফলের আগের দিন ধনেখালি থেকে প্রায় ৬৭০ পিস বড় সাইজের নিষিদ্ধ শব্দবাজি অর্থাৎ চলতি কথায় গাছ বোম উদ্ধার করল ধনিয়াখালি থানার পুলিশ। ধনিয়াখালি থানার মির্জাপুর গ্রামে বাঁশ ঝাড় থেকে এই বাজি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধনেখালি থানার মির্জাপুর গ্রামে অবৈধ আতশবাজি মজুত করা হয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। সেই মতো গ্রামে তল্লাশি চালিয়ে একটি বাঁশের ঝোঁপ থেকে ৬৭০ পিস গাছ বোমা বা নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। কে বা কারা বোমগুলি মজুত করল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য হুগলি জেলার ধনেখালি থানার একাধিক জায়গায় মঙ্গলবার সকাল ৬ টা থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সোমবার বিকাল থেকেই সেই সমস্ত জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ করবে।

৪ জুন গণনা, রাজনৈতিক দলের প্রতীকে বানানো বিক্রি হচ্ছে মিষ্টি

কলকাতা,৩ জুনঃ সমাপ্ত ১৮ তম লোকসভা নির্বাচন। গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব। গণনা ৪ জুন। বাঙালি থেকেও অবাঙালি প্রত্যেকেরই অন্যতম পছন্দ মিষ্টি। রাজনৈতিক দল এবং কর্মী সমর্থকদের কথা মাথায় রেখে বানানো হচ্ছে রাজনৈতিক দলের প্রতীকের মিষ্টি। দক্ষিণ কলকাতা নবীনচন্দ্র অ্যান্ড সন্সে তৈরি হচ্ছে এই মিষ্টি। নলিন চন্দ্র সং এর কর্মী উৎপল মন্ডল যেমনটা জানালেন, এই মিষ্টির চাহিদা প্রচন্ড। ভুরি ভুরি অর্ডার ঢুকছে যা দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদেরকে। অন্যদিকে এই মিষ্টি বানানোর কারিগর বিশ্বজিৎ দাস আজকাল ডট ইনকে জানালেন যে বিভিন্ন ফ্লেভার দিয়ে বানানো হচ্ছে এই মিষ্টি। যার মধ্যে থেকে অন্যতম পছন্দের চকলেট ফ্লেভার। চকলেট ফ্লেভার দিয়ে বানানো হচ্ছে তৃণমূলের প্রতীকের মিষ্টি। দোকানে আসা ক্রেতাদের নজর কাটছে এই মিষ্টি। বিভিন্ন দলের কর্মী সমর্থক ছাড়াও সাধারণ আম জনতা কিনে নিয়ে যাচ্ছে এই মিষ্টি। প্রতিটা মিষ্টির দাম রাখা হয়েছে ৯০ টাকা। সাথে ফেলে বিভিন্ন ফ্লেভারের ছানা দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে এই মিষ্টি। প্রতি মিষ্টি বানাতে সময় লাগে ৩০ মিনিট থেকে ৪৫ মিনিট।

ধূলাগড়ে খুন হলেন এক ট্রাক চালক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ জুন ঃ হাওড়ার ধূলাগড়ে খুন হলেন এক ট্রাক চালক। সোমবার উমা ইটভাটায় রক্তাক্ত অবস্থায় ওই চালকের দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের তরফ থেকে জানা গেছে সন্দীপ সাউ (৪৮) নামের ওই চালক উত্তর ২৪ পরগনার দেউলির বাসিন্দা। ট্রাক নিয়ে গত পরশু বেরিয়েছিলেন। এদিন সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর ফোন মাধ্যমে জানতে পারেন পরিবারের লোকজন।

খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে আসেন। মৃতের পরিবার অভিযোগ করেন তাঁকে ভারী কিছু জিনিস দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ফোনে বাড়ির লোকের সাথে শেষ কথা হয়। তিনি জানিয়েছিলেন সোমবার সকালে বাড়ি ফিরে আসবেন। উমা ইটভাটায় বর্তমানে বেশ কয়েকটি কোম্পানি ও গোডাউন আছে। সেই সব কোম্পানির পণ্য নিতে অনেক লরি ও ট্রাক আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার থেকে ওই চালক এখানে ছিলেন। কিন্তু কেন তাঁকে খুন করা হলো তা জানা যায়নি। এই ঘটনায় খুনের মামলার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে মারাত্বক অভিযোগ বিজেপির প্রার্থী অর্জুন সিংহের

কলকাতা, ৩ জুনঃ ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে মারাত্বক অভিযোগ বিজেপির প্রার্থী অর্জুন সিংহের। পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে বিজেপির কাউন্টিং এজেন্টদের হেনস্তা করার পরিকল্পনা। বিজেপির এজেন্ট দের কাউন্টিং সেন্টারে ঢুকতে বাধা দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা অর্জুন সিংহের। নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট ব্যারকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহের। টিটাগড় পৌর সভা চেয়ারম্যান কমলেশ শাও এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ অর্জুন সিংহের। নাকা চেকিংয়ের নামে বিজেপি কাউন্টিং এজেন্ট দের বাধা সৃষ্টি করতে পারে পুলিশ বলে আশঙ্কা প্রকাশ অর্জুনের।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ কাউন্টিং সেন্টারের বাইরে অবৈধ জমায়েত করার জন্য তৃণমূল কর্মী দের ফোনে বার্তা পাঠাচ্ছেন বলে অভিযোগ অর্জুন সিংহের । ব্যারাকপুর ক্যান্তমেন্ট বোর্ড অঞ্চলে তৃণমূলের ক্যাম্প করা হচ্ছে বলে অভিযোগ অর্জুনের। নির্বাচন কমিশন কি তৃণমূল কে কাউন্টিং সেন্টারের বাইরে ক্যাম্প করার অনুমতি দিয়েছে প্রশ্ন অর্জুন সিংহের।ব্যারাকপুর কন্টোমেন্ট বোর্ড যদি অনুমতি দিয়ে থাকে তাহলে বিজেপি কে ও ক্যাম্প করতে দিতে হবে বলে দাবি অর্জুন সিংহের। নাহলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ কে এই বিষয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানালেন অর্জুন সিংহ।

তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সমর্থকদের মারধর করার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে

কুলতলী, ৩ জুনঃ ভোট মিটে গেলেও অশান্তি যেন পিছু ছাড়ছে না দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলতলির এলাকায়। রবিবার সন্ধ্যায় কুলতলির গোপালগঞ্জ এলাকায় ১৪৪ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সমর্থকদের বাড়িতে গিয়ে মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,রবিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের বাড়ির সামনে গিয়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা গালিগালাজ করতে থাকে। তারই প্রতিবাদ করেন তৃণমূলের মহিলা কর্মী কবিতা মণ্ডল। অভিযোগ, বাড়ির মধ্যে গিয়ে ওই মহিলা কর্মীকে মারধর করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।মাকে মারধোর করছে দেখে বাঁচাতে আসেন মেয়ে। অভিযোগ, তিনিও হামলার মুখে পড়েন। তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় দু'জন আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দু'জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে রবিবার রাতে কুলতলির জামতলার ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন মা ও মেয়ে।এই ঘটনায় কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আহত কবিতা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি থানার পুলিশ।আর এই হামলার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও গোটা বিষয় অভিযোগের তীর বিজেপির বিরুদ্ধে। কিন্তু বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা বিজেপি নেতা উত্তম হালদার বলেন, পারিবারিক গন্ডগোল কে রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করছে শাসকেরা। এটি একটি পারিবারিক গন্ডগোল এর সঙ্গে বিজেপি কোনমতেই যুক্ত নেই। এমনই নিম্নমানের কাজ বিজেপি করে না। শাসকদলের কর্মী সমর্থকেরা কুলতলী এলাকায় বহু বিজেপি কর্মীদেরকে মারধর করেছিল ভোটের সময়। এ রাজ্যে শাসক দলের হাতে আক্রান্ত হয় বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকেরা।

ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত দুটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা

খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস হাওড়ার পুর প্রশাসকের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ জুনঃ বর্ষার শুরুতেই হাওড়া পুরসভার দুটি ওয়ার্ডে ডায়ারিয়ার প্রকোপ, আক্রান্ত বেশ কয়েকজন। হাওড়া পুরসভার ২৭ ও ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কয়েকজন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত বলে অভিযোগ। হাওড়ার জেলা হাসপাতাল-সহ শহরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন অনেকে। পুরসভার পাইপ লাইনের কাজের জেরেই বিপত্তি বলে অভিযোগ উঠলেও পুরসভা এখনই কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায়। বিষয়টি খবর নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী। ডায়রিয়ার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি জনৈক রোগী বলেন, গত পরশু শারীরিক সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হই। কি কারণে এমন হলো জানা নেই। এদিকে, হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী বলেন, বর্ষার প্রারম্ভে এই সময়ে বিভিন্ন কারণে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়ে যায়। এই রোগ সার্বিকভাবে সব জায়গায় ঘটছে। কিছু ওয়ার্ডে বেশি সংখ্যক ডায়রিয়া হচ্ছে। পুরসভার তরফ থেকে গোটা বিষয়টি দেখে নেওয়া হবে। বর্তমানে আতঙ্কিত হওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। এই সময় এমনি ডায়রিয়া হতে পারে। সকলকে সজাগ থাকতে হবে। প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। খোলা রাস্তার খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। এই বিষয়গুলি মানলে অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। যদি কারও ডায়রিয়া হয় তাহলে একজন চিকিৎসক হিসেবে আমার উপদেশ রোগীদের ওআরএস দিতে হবে। এতে সমস্যার সমাধান হবে। জলের কোনও সমস্যা থাকলে হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে তা দেখে নেওয়া হবে। পাইপ লাইনের লিকেজ থেকে জল দূষণ হয়েছে কিনা ব্যাপারটা আমরা দেখছি। যদি কোনও সমস্যা থাকে তার দ্রুত সমাধান করা হবে।

বাগুইআটি জর্দা বাগান থেকে সন্দেহভাজন ব্যাগ উদ্ধার

বাগুইআটি, ৩ জুন ঃ বাগুইআটি জর্দা বাগানে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির জঞ্জাল থেকে সন্দেহভাজন ব্যাগ উদ্ধার। ব্যাগে মাথার খুলি, হাড় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে আসে বাগুইআটি থানার পুলিশ। ব্যাগের মধ্যে কঙ্কাল উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।সোমবার সকালে বাগুইআটি জর্দাবাগান এলাকায় একটি পরিতক্ত বাড়ির জঞ্জাল থেকে ব্যাগ ভর্তি মাথার খুলি হাড়গোড় উদ্ধার। জনবহুল অঞ্চল মাথার খুলি সমেত ব্যাগ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য। এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ব্যাগটি দেখতে পায়। দেখা যায় ব্যাগটিতে মানুষের মাথার খুলি, হাড় জাতীয় বস্তু রয়েছে। এরপরেই স্থানীয় বাসিন্দারা বাগুইআটি থানায় খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ব্যাগে মানুষের মাথার খুলি ও হাড় উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। এগুলো মানুষের মাথার খুলি আর হাড় কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ সূত্রে খবর।

শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ জুনঃ আবর্জনা পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত্যু শ্রমিকের, সোমবার বেলা ১১টা নাগাদ হাওড়া বাগনান থানা এলাকার ঘোড়াঘাটার একটি পেপার মিলের আবর্জনা পরিষ্কার করতে গিয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং আরো পাঁচ জন শ্রমিক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মৃত শ্রমিকের নাম ভাস্কর দাস। বয়স (৪৫) বৎসর। বাড়ির ঘোড়াঘাটা কামারদহ গ্রামে । জানা গিয়েছে দিন সকাল বেলা, ঘোড়াঘাটা পেপার মিলের আবর্জনা পরিষ্কার করতে নেমেছিল পাঁচ শ্রমিক হঠাৎ করে বিষাক্ত গ্যাসে অসুস্থ হয়ে পড়ে ৫ জন এদের মধ্যে চারজনকে উদ্ধার করা হয়ে গেলেও ভাস্করকে উদ্ধার করতে পারেনি কারখানার নিজস্ব লোকজন। প্রায় এক ঘন্টা পরে তাকে উদ্ধার করে বাগনান হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় ঘোড়াঘাটার ওই পেপার বিল চত্বরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে প্রশাসনের উদ্যোগ

হুগলিতে জারি হবে ১৪৪ ধারা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩ জুন ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে প্রশাসনের উদ্যোগ, হুগলিতে জারি হবে ১৪৪ ধারা। জানা যাচ্ছে হুগলি জেলার একাধিক ব্লকে প্রায় ৭২ ঘণ্টার জন্য জারি করা হচ্ছে এই ১৪৪ ধারা। প্রসঙ্গত, হুগলি ছাড়া সন্দেশখালির বিভিন্ন জায়গায় জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা। পুলিশ সূত্রে খবর, গতবারের ভোটের সময় কয়েকটি এলাকা থেকে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ উঠেছিল। সেই সব এলকাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। এরপর ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে মহকুমা শাসকের কাছে ১৪৪ ধারা জারি করার আবেদন করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। সেই মতো মঙ্গলবার ভোর পাঁচটা থেকে ৬ ই জুন সন্ধ্যা ৬ টা পযন্ত জারি করা হচ্ছে ১৪৪ ধারা। কোথায় কোথায় ১৪৪ ধারা? জানা গিয়েছে, হুগলির তারকেশ্বর,জাঙ্গিপাড়া,চণ্ডীতলা, মগড়া,বলাগড়,খানাকুল, গোঘাট ব্লক সহ একাধিক ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকে জারি করা হচ্ছে ১৪৪ ধারা। অন্যদিকে তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙা বাজার ও বাস স্ট্যান্ড, দত্তপুর মোড়, ট্যাগড়া মোড় ,তাজপুর, পিয়াসরা এবং সাহাপুর এলাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই জারি হচ্ছে ১৪৪ ধারা।

পুলিশ সূত্রে খবর, হুগলি জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করা এলাকাগুলিতে মোট ১০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে। যা বিভিন্ন এলাকায় প্রতিটি থানায় ২ থেকে ৪ সেকশন পযন্ত কেন্দীয় বাহিনী মোতায়েন করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে সোমবার থেকেই। মূলত বিগত লোকসভা কিংবা পঞ্চায়েত বা বিধান সভার ভোটের ফল প্রকাশের দিন থেকেই জেলার একাধিক এলাকায় হিংসার ঘটনা লক্ষ করা গিয়েছে। এই বছরই প্রথম ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে এই ধরনের পদক্ষেপ করা হচ্ছে। যা নিয়ে সাধরণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক হইচই পড়ে গিয়েছে। যেসব এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হচ্ছে সেই সব এলাকায় মাইকিং করে প্রচার করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তবে হিংসা রুখতে কতটা কার্যকরি হয় তা বোঝা যাবে।

বৃক্ষরোপণের আহ্বান জানিয়ে ছেলের জন্মদিন পালন করলেন খানাকুলের প্রধান শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩ জুন ঃ এটা আমাদের কাছে পরিচিত, জন্মদিন উপলক্ষে বাড়িতে ভুরিভোজের আয়োজন করা হয় ।আবার কেউ কেউ জন্মদিন পালনে দুঃস্হ মানুষদের পেটপুরে খাওয়ান ও উপহার তুলে দেন । কিন্তু হুগলি জেলার খানাকুল ব্লকের অধিন মাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছেলের ২১ তম জন্মদিন পালন করলেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে। এই উপলক্ষে পথচলতি মানুষদের মধ্যে তিনি ৫০০ গাছের চারা বিলি করে সচেতনতার ডাক দিলেন যা জনমানসে বিশেষভাবে সাড়া ফেলে দিয়েছে। জানা গেছে গত ৩১ মে খানাকুলের মাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র দীপ্তমের ২১ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে জন্মদিন পালিত হয়। ওই দিন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে দেবাশীষ বাবু খানাকুলের প্রত্যন্ত গ্রাম মাজপুর থেকে আরামবাগের মায়াপুর বাস রাস্তায় এসে আরামবাগ- কলকাতা সড়কে দাঁড়িয়ে পথচলতি মানুষদের হাতে একটি করে গাছের চারা তুলে দিলেন । তাঁর একটাই লক্ষ্য বৃক্ষরোপণ । জানা গেছে প্রধান শিক্ষক দেবাশিসবাবু ইতিপূর্বে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিশেষত করোনা আবহে, ডেঙ্গি প্রতিরোধে নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করেছেন। তিনি আগামী দিনের জন্য আরও কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। যেমন, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ করা। সবুজ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে তাঁর এই ধরনের নানান কর্মকাণ্ড। স্হানীয় মহলে তিনি বহুরূপী গোলাপসুন্দরী প্রধান শিক্ষক নামে সমধিক পরিচিত । বৃক্ষরোপণ করা যে খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ সেই বার্তা পৌঁছে দিতে ছেলে দীপ্তমকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মায়াপুর বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে ৩০০ আমগাছের চারা ও ২০০ সোনাঝুরি গাছের চারা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন ।

কলম ধরলেন ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রশাসকের চোখে বইটি উদ্বোধনী সংখ্যায় । কলকাতা প্রেস ক্লাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্নেহশীষ গাঙ্গুলী দীপেন্দু বিশ্বাস ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বইটির সম্পাদক রাজকুমার মন্ডল বলেন প্রত্যেকটা সংখ্যায় সৌরভ গাঙ্গুলীকে নিয়ে বিশেষ বিশেষ লেখা থাকবে । কলকাতাসহ বিশ্বের বিভিন্ন খেলার ওপর লেখা প্রকাশিত হবে। ছবি সুবল সাহা

তৃণমূল কর্মীকে মারধোর মিনাখায়

দুরন্ত বার্তা, মিনাখা, ৩ জুনঃ ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত, এবার তৃণমূল কর্মীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে, অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের মিনাখা বিধানসভার মুকুন্দপুর গ্রামের ঘটনা। সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বাপ্পা মন্ডল, রবিবার রাত্রিবেলা বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন হঠাৎই একদল বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতী এসে তাকে দোকান থেকে বের করে এনে তার মাথায় এলোপাতাড়ি বাঁশের বাড়ি মারতে শুরু করে। এলাকাবাসী ও প্রতিবেশীরা ছুটে এলে সেখান থেকে পালিয়ে যায় দুস্কৃতীরা, স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়েআসে। দুইজন বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে হাড়োয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী। হাড়োয়ার মন্ডল বিজেপি সহ-সভাপতি অরবিন্দ বিশ্বাস বলেন, একটা ঝামেলা হয়েছে শুনেছি সেটা পারিবারিক অশান্তি। ইচ্ছা করে রাজনৈতিক ভাবে বিজেপি দলকে কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা করছে।

রায়দীঘির সিংহের চকে হয়ে গেল ১২ দলের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩ জুনঃ বর্তমান সময়ে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে এখনকার প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা। আর রবিবার সিংহেরচক পল্লী উন্নয়ন সমিতির পরিচালনায় রায়দীঘির সিংহের চকে সুজন হালদার ও সৌরভ হালদারের উদ্যোগে দিবারাত্রের নক আউট ক্রিকেট হয়ে গেল। এই খেলায় এদিন ১২ টি দল অংশ নেয়। ফাইনাল খেলা হয় কাশীনগর ও সিংহেরচক ড্যাকি ডাডু সংঘের মধ্যে। এদিনের বিজয়ী হওয়া কাশীনগর টিমের হাতে ট্রফি ও নগদ অর্থ তুলে দেন সিংহেরচক পল্লী উন্নয়ন সমিতির সভাপতি সুরঞ্জন চক্রবর্তী। এবংরানার্স দল ড্যাকু ডাডু সিংহের চকের হাতে ট্রফি ও নগদ অর্থ তুলে দেন দয়াময় ময়রা ও তাপু মন্ডল। এদিন তৃতীয় দল হিসেবে বিবেচিত হয় বড়াশী জাগরন সংঘ। ট্রফি তুলে দেন অশোক চক্রবর্তী। ম্যান অফ দ্যা সিরিজ ও ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের ট্রফি নেন বিজয়ি দলের বিশ্বজিত। সেরা বোলার হয় রানার্স টিমের সুজন হালদার। এদিনের দিবারাত্রের এই খেলা দেখতে আশেপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বেপরোয়া যান চলাচলে দক্ষিন বারাশতে মর্মান্তিক মৃত্যু বৃদ্ধের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩ জুনঃ সোমবার বেপরোয়া যান চলাচলে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটলো এক বৃদ্ধের জয়নগরে।এদিন লরির ধাক্কায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশতে। এদিন বেলায় সাইকেলে করে বাজারে যাচ্ছিলেন দক্ষিন বারাশতের এক বৃদ্ধ সনাতন দাস। সেই সময় একটি লরি বেপরোয়া ভাবে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে ঐ বৃদ্ধের। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,এদিন নিজের সাইকেল নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন সনাতনবাবু। তখনই একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারে। তিনি ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ বারাশত এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। তাঁরা দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করে। তবে এই ঘটনায় পুলিশ ঘাতক লরির চালক সহ লরিটিকে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে। আর এই ঘটনায় মৃতের পরিবারে ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

উলুবেড়িয়ার গণনাকেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৩ জুনঃ রাত পোহালেই ভোটগণনা। বীরশিবপুরের একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হবে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা। গণনা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, গণনাকেন্দ্রকে ঘিরে একাধিক ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হবে। মূল গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তায় থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তার আগের স্তরে থাকবে রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী। তারও আগের স্তরে থাকবে লাঠিধারী রাজ্য পুলিশ। গণনাকেন্দ্র থেকে ১০০ মিটার দূর পর্যন্ত অংশ ফাঁকা রাখা হবে। পথচারীদের চলাচল করতে দেওয়া হবে না। আপাতত বীরশিবপুরে ওই কলেজেই গণনাকেন্দ্রের মধ্যে রাখা আছে ইভিএমগুলি। ইভিএম যন্ত্রের প্রহরায় আছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।মঙ্গলবারেই জানা যাবে দিল্লী দখলের লড়াই-এ কোন রাজনৈতিক দলের জয়ী প্রার্থী সংসদে যান। সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজনৈতিক মহল।

হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত দুই পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরন তুলে দিলো বন দফতর

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ৩ জুনঃ কলকাতার উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত দুই পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের ৫ লক্ষ টাকা তুলে দিলো বন দফতর।সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের ক্ষোভকে বাড়তে না দিয়ে বাঘের আক্রমনে নিহত মৎস্যজীবী অমল দন্ডপাটের বিধবা পত্নী তপতী দন্ডপাট ও বাঘের আক্রমণে নিহত আরেক মৎস্য জীবী দিলীপ সর্দারের বিধবা পত্নী শেফালি সর্দারের হাতে সোমবার ক্যানিং বনদপ্তরের অফিস থেকে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।এর আগে আদালত আদেশ দেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দিয়েছিলো বন দপ্তর। এবার দেরি করায় মৎস্যজীবীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।আর এই সব মৎস্যজীবি মানুষের পাশে থেকে তাদের প্রাপ্য অধিকারের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এপিডিআর নামে একটা মানবাধিকার সংগঠন।উল্লেখ্য,গত ৭ মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের এজ্‌লাসে সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে নিহত দুজন মৎসজীবীর বিধবা (বাঘ বিধবা)স্ত্রীদের সরকারি ক্ষতিপূরণের দাবীতে মামলার শুনানি হয়। দুটি মামলাতেই বিচারপতি রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, চার সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারী দের পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতি পূরণ নিশর্তে মিটিয়ে দিতে হবে। আবেদনকারীদের তরফে আইন জীবী ছিলেন কৌশিক গুপ্ত এবং শ্রী ময়ী মুখার্জি।প্রথম আবেদন কারীর নাম শেফালী সর্দার।সুন্দরবনের কুলতলির কাটামারি এলাকার বাসিন্দা।তিনি আদালতে আবেদন করে জানান, তাঁর স্বামী দিলীপ সরদার সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গিয়ে ২০২২ সালের ১২ই নভেম্বর বাঘের আক্রমণে মারা গেছেন।তিনি সুন্দরবনের নদীতে মাছ ও কাঁকড়া ধরার জন্য বনদপ্তরের বৈধ অনুমতিপত্র (বিএলসি)নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি বাঘের আক্রমণে নিহত হন। কিন্তু প্রায় দুবছর ধরে বনদপ্তর সহ সমস্ত সরকারি দপ্তরে আবেদন নিবেদন করেও তিনি কিছুতেই কোনো রকম ক্ষতিপূরণ পাননি। তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। আদালতে রাজ্য সরকারের আইনজীবী পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেখিয়ে বলেন যে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা আছে যে মাথায় আঘাত পেয়ে দিলীপ সরদার মারা গেছে। কাজেই বাঘের আক্রমণেই মারা গেছে এটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তাঁর এই বক্তব্যের উত্তরে বিচারপতি পোস্টমর্টেম রিপোর্টের পুরোটা পড়ে শোনান এবং পুলিশ রিপোর্ট পড়ে শোনান।

পুলিশ রিপোর্টে পরিষ্কার বলা আছে,বাঘের আক্রমণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং পুলিশই মৃতদেহ উদ্ধার করে এনে হাসপাতালে ভর্তি করে ছিলো। পোস্টমর্টেম রিপোর্টের অন্য অংশে এটাও পরিষ্কার করে দেওয়া আছে যে বাঘের আক্রমণে দিলীপ সরদারের মৃত্যু হয়েছে। কাজেই সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী অবশ্যই পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতি পূরণ দিলীপ সরদারের বিধবা স্ত্রীর প্রাপ্য। কাজেই আবেদনকারীকে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ ৫ লক্ষ টাকা অবশ্যই মিটিয়ে দিতে হবে।দ্বিতীয় মামলায় আবেদনকারী ছিলেন সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের মৈপীঠের বাঘ বিধবা তপতী দণ্ডপাট। তিনি আদালতে আবেদন করে জানান যে তাঁর স্বামী অমল দণ্ডপাট রাজ্য বনদপ্তরের অনুমতিপত্র (বিএলসি) নিয়ে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন সুন্দরবনের নদীতে। কিন্তু ২০২১ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর তাদের নৌকাতে বাঘ হামলা চালায়। অন্যরা পালিয়ে গেলেও অমলবাবু বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত হন। তারপরে ২০২২ সালের পয়লা জানুয়ারি তিনি মারা যান। এই মামলার ক্ষেত্রে সরকারি উকিলের বক্তব্য ছিল যে অমল দণ্ডপাট সরকারি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে নিষিদ্ধ কোর এলাকায় ঢুকেছিল। কাজেই তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত নয়।এই পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর আইন জীবী কৌশিক গুপ্ত আদালতকে স্মরণ করিয়ে দেন, এই আদালতের আদেশ আছে যে কোর এলাকা বা সাধারণ এলাকা যেখানেই বাঘের আক্রমণে কেউ মারা যাবে তারই সরকারি ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হবে। কাজেই তিনি কোর এলাকায় ঢুকে ছিলেন কিনা বা কোর এলাকায় মারা গেছিলেন কিনা বা তাঁর জঙ্গলের যাওয়া অনুমতি ছিল কি ছিল না, এটা ক্ষতি পূরণ দেওয়ার জন্য এটা দেখার কোন ব্যাপার নেই। অমল দণ্ডপাট বাঘের আক্রমণেই মারা গিয়েছিল পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এবং অন্য সমস্ত কাগজপত্র থেকে এটা পরিষ্কার। কাজেই ক্ষতিপূরণ তাঁর বিধবা স্ত্রী তপতীদেবীর অবশ্যই প্রাপ্য। কৌশিক বাবুর এই সওয়াল মেনে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলেন, সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার দরিদ্র মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে জঙ্গলে গিয়েছিল, মাছ ধরতে গিয়েছিল এটা পরিষ্কার। এবং এক্ষেত্রে সে অনুমতি নিয়েই গিয়েছিল। কাজেই সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অবশ্যই তাঁর ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য।বিচারপতি সব্যসাচীভট্টাচার্য তাঁর আদেশে বলেন,অমল দণ্ড পাটের বিধবা স্ত্রী তপতী দণ্ডপাটের সরকারি নিয়ম মত ক্ষতিপূরণ অবশ্যই প্রাপ্য এবং সরকারকে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে ঘোষিত পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ অবশ্যই মিটিয়ে দিতে হবে।প্রসঙ্গত মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর এর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে এই মামলাগুলো পরিচালিত হয়।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বাঘে আক্রান্ত পরিবার গুলোকে খুঁজে এনে আদালতের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার অসাধারণ ও কষ্টকর কাজটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির সদস্যরা লাগাতার করে চলেছেন। এই এপিডিআর এর উদ্যোগেই গতবছর প্রথম কলকাতা হাইকোর্টে ক্ষতিপূরণের মামলা হয়েছিল এবং এই সব্যসাচী ভট্টাচার্যের এজলাসেই ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং সেই আদেশে সব্যসাচী ভট্টাচার্য পরিস্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন কোর এলাকা হোক বা সাধারণ এলাকা হোক, বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হলে ক্ষতি পূরণ দিতেই হবে। যদি জীবিকার প্রয়োজনে আইন ভেঙেও কোন মানুষ বনে ঢুকে থাকে বা নদীতে মাছ বা কাঁকড়া ধরতে গিয়ে থাকে এবং বাঘের আক্রমনে মারা যায় তাহলে ও রাজ্য সরকারকে তাঁর মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নেই। তাঁর সেই আদেশ উদাহরণ হিসেবে সামনে এনেই এবারের এই মামলা দুটি পেশ হয়। এপিডিআর এর তরফে প্রথম মামলাটিও করেছিলেন আইন জীবী কৌশিক গুপ্ত এবং আইন জীবী শ্রীময়ী মুখার্জী।

এব্যাপারে এপিডিআরের দ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন,এখন ও বহু বাঘ-বিধবা বাকি আছেন যারা কোনো রকম ক্ষতিপূরণ পায়নি। মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে এমনকি সরকারি বিধবা ভাতাটুকু ও পায় না তাঁরা।কাজেই সুন্দরবনের মানুষের মানবাধিকার রক্ষার জন্য এপিডিআর এর এই লড়াই চলবে।আদালতের লড়াই ও রাস্তায় আন্দোলন পাশাপাশি এগিয়ে নিয়ে যাবে এপিডিআর।

আমরা চাই বাঘের আক্রমনে মৃত ও আহতের সংখ্যা কমানোর জন্য বন দপ্তর দ্রুত উদ্যোগ নিক।সরকার উদ্যোক নিক সুন্দরবনের মানুষের বিকল্প কাজের। নাহলে সুন্দরবনের মানুষের এই অধিকার ফেরানোর লড়াই তাঁরা চালিয়ে যাবে আগামী দিনেও।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৮৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

আজ ভোটরণের ফল

লোকসভার ফলাফল ছাড়া এখন আর কারোর মুখে কোনও কথা নেই। জোট ইণ্ডিয়ার অবস্থা একেবারে ভালো নয়। জোট ইণ্ডিয়া কতগুলি আসন পেতে পারে তা নিজেরাই বলতে পারছে না। তবে কংগ্রেস শাসিত অঞ্চলে তাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু সেখানেও বিজেপি থাবা বাসিয়ে রেখেছে। বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে কংগ্রেস বা বিরোধী দল আশা করতে পারছে না যে তারা আসন পেতে পারে। বিহারের লোকসভার নির্বাচনে নীতীশ কুমার এবং লালু প্রসাদ যাদব আসন পেতে পারেন। কিন্তু সেখানেও কংগ্রেস আশা প্রকাশ করছে না যে তারা আসন পাবে। বিজেপি দল বিহারে এবারে ভালো ফল করবে বলে আশা প্রকাশ করেছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বিজেপি ছাড়া বিরোধী দলের বলতে গেলে আশা একেবারে কম। ত্রিপুরা বা আসামে তৃণমূল দলের কোনও নেতা বা মন্ত্রীরা প্রচারে গিয়েছিলেন কিনা জানা নেই। তারা পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গকে প্রধান ঘাঁটি করে তৃণমূল কংগ্রেস এতকাল ধরে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে বিরোধী দলের কেউই প্রবেশ করতে পারতো না। কিন্তু হাওয়া ক্রমশ ঘুরতে শুরু করেছে। তবে গ্রামীন ভোট যাদের পকেটে পড়বে তারাই লোকসভার আসন পাবে। ভারতের অধিকাংশ ভোটাররা গ্রামে বসবাস করে। তারা কৃষক থেকে শুরু করে জেলে, শ্রমিক এবং দিন মজুর। এদের ভোটের ওপরে নির্ভর করছে নেতারা দেশ শাসন করার। তবে সবাই বলতে শুরু করেছে যে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি অনুকূলে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। ভারতের গণতান্ত্রিক সচেতনতার ভোটারদের সংখ্যা অতি নগণ্য। যারা শিক্ষিত তারা সব দিক ভাবনা চিন্তা করে ভোট দিয়ে থাকেন। কিন্তু ভারতের গ্রামীন এলাকায় অধিকাংশ ভোটাররা খেতে পরতে ঠিক মতো পায় না। তারা কাদেরকে ভোট দিল তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। তারা ভোট দেওয়ার তাই দিয়ে থাকে। বেশির ভাগ বাড়ির কর্তার হুকুমে বাড়ির মহিলারা ভোট দিয়ে থাকেন গ্রামে। শহরের মহিলাদের ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। তারা ভেবে চিন্তে ভোট দান করে থাকেন। তবে এবারে হাওয়া বিশেষ করে এক্সিটপোল বলছে বিজেপি আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমতে পারে। তবে এবার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে রাজ্যের ক্ষেত্রে এক্সিটপোল ঠিক মতো কাজ করছে না। উল্টোটাও হতে পারে। সবটাই নির্ভর করছে চার জুনের উপর। তবে এটাতো লোকসভার নির্বাচন। বিধানসভার নির্বাচন নয় যে রাজ্য সরকার পড়ে যাবে। তবে রাজনৈতিক দলকে এখন থেকে সতর্ক হয়ে পা ফেলা উচিত। জনগণের হয়ে কাজ করতে হবে এবং তাদের কোথায় অসুবিধা রয়েছে তার নিরসন করতে হবে। তবেই রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বজায় থাকবে। না হলে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। সেই দিন আসছে।

ভোজন রসিক বাঙালি

অবাঙালি বন্ধুরা মজা করে বলেন- তোমাদের বাঙলা ভাষা খুব মজার। কেন ? তোমরা বল জল খাচ্ছি। আরে, জল কী খাওয়া যায়? একটু হেসে বলি , ঠিকই , তবে আমাদের খাদ্যতালিকা যদি রপ্ত করে নিতে পারো , জীবনে কখনোই ক্ষুধার্ত থাকবে না । সে কিভাবে ? এইযে আমরা বাঙালিরা 'জল খাই'। শুধু খাই না, আমরা কেউ কেউ ডুবে ডুবে জল খাই। আর, শুধু জল কেন, বাঙালি দুধ খায়, চা খায়, কফি খায়, শরবত খায়। হ্যাঁ,হ্যাঁ, যেটা ভাবছেন, সেই শরাবও খায়। কেবল তরল পদার্থ ? বাঙালি সিগারেট খায়, বিড়ি খায়, চুরুট খায়। দুর্বল পেটরোগা মানুষ, কোন কিছু খেলে হজম হয় না, সেও কিন্তু 'গ্যাস খায়'। খাওয়ার কি শেষ আছে ? কর্তাব্যক্তিরা সুযোগ পেলে অধস্তনের 'চাকরি খায়'। বিপদে পড়ে 'খাবি খায়'। সর্বভুক্ত বলা যাবে কিনা জানি না, তবে বাঙালি নিশ্চিতভাবেই বহুভূক, বিচিত্র ভূক। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে খাওয়া- খাওয়ির বিচিত্র ফিরিস্তি। জানেন কি, বাঙালির গাড়ি পেট্রল খায় ? বিশ্বাস না হলে ড্রাইভারদের জিজ্ঞেস করুন। তাঁরা বলে দেবেন কোন মডেল তেল বেশি খায়। আকাশে ঘুঁড়ি 'গোঁৎ খায়', মাটিতে লাট্টু বনবন করে 'পাক খায়'। আর খাবে নাই বা কেন ? আর কোন্ ভাষায় কোন্ কবি খাওয়া নিয়ে সাড়ম্বরে কবিতা লিখেছেন ? ''খাই খাই কর কেন, এস বস আহারে, খাওয়াব আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।'' যাঁরা বিশ্ব সাহিত্যের ভুরিভোজের খোঁজ খবর রাখেন, তাঁরা বলতে পারবেন , এরকম 'খাই খাই' কবিতা অন্য কোনো ভাষায় আছে কিনা। বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি তো কাব্য জীবন শুরু করেছিলেন খাওয়ার কবিতা দিয়ে। '' আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি, সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে, হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।'' সুতরাং এই বাঙালি পরের মুখে 'ঝাল খাবে', মাস্টারের কাছে 'কানমলা খাবে' , বন্ধুদের কাছে 'প্যাঁক খাবে', ভয়ে 'থতমত খাবে' , এতে আর আশ্চর্য কি ? একটু পিছিয়ে যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্য অন্নদামঙ্গলে ঈশ্বরী পাটনি বর চাইলেন । কী বর ? 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' বর চাওয়ার সময়েও খাওয়ার চিন্তা ! তাহলে ? এই বাঙালি ভুল করলে 'বকা খাবে' না, আর ভালোবেসে 'চুমু খাবে' না ? ছেঁড়া চটি পরে 'হোঁচট খাবে' না ? আরো একটু পিছিয়ে যান। যোড়শ শতাব্দীতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখুন বাঙালির দৈনন্দিন আমিষ নিরামিষ খাওয়ার ফিরিস্তি !

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

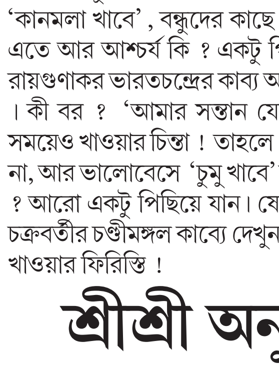

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি সার্থক সন্ন্যাসী।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন,শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। ভগবান ভগবান করলে হবে। কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়েই ভগবানের সাধনা করতে হবে। কাজকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের শরীরটাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পিতামাতাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পরিবারকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না।

পাকিস্তানের বিদেশি অঞ্চল 'আজাদ কাশ্মীর' দখল করার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো বিজেপি

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিজেপি দল নয়া সরকার গঠন করেই তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠবে কাশ্মীরের দিকে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনায় ব্যবস্থ থাকবে নয়া বিজেপি সরকার। কারণ আগামি সেপ্টেম্বর মাসে মধ্যেই কাশ্মীরে নির্বাচন করতে হবে। সেই দিকে তাকিয়ে বিজেপি সরকার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। মনে রাখা দরকার এবারে সংসদে বক্তৃতা শেষ হয়েছিল কাশ্মীর নিয়ে। সেখানে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ভুল সিদ্ধান্তের ফরে পাকিস্তান কাশ্মীরের বেশ কিছু অংশ দখল করে নেয়। কাশ্মীর ভারত না পাকিস্তানের এই নিয়ে সদ্য স্বাধীন প্রাপ্ত দেশগুলির মধ্যে দ্বন্ধ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল ঠিক সেই সময়ে জিন্না কাশ্মীর আক্রমণ করে বসল। আর ভারতে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু তা দেখেও না দেখার ভান করেছিলেন। সেই সময়ে শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় করে কট্টর হিন্দুরা যদি তীব্র সমালোচনা না করতো তাহলে নেহরু কাশ্মীরকে রক্ষা করতে ভারতীয় সেনা পাঠাতো না। পরে দেখতে পাওয়া যেত যে পুরো কাশ্মীরটা পাকিস্তানের দখলে চলে গিয়েছে। কাশ্মীরকে গ্রাস করতে না পারার একটি আফসোস এখনও রয়েছে পাকিস্তানের। তারা বরবারই কাশ্মীরকে তাদের অংশ বলে দাবি করে এসেছে। এদিকে জানতে পারা গিয়েছে যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) যে পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় তা মেনে নিল পাকস্তান সরকার। এই ঘটনাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিকেরা। এদানি প্রধানমমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পিওকে নিয়ে সরব হয়েছেন। লোকসভার আগে শেষ সংসদ অধিবেশনের সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে কথা বলেছেন। কংগ্রেসের রাজনীতির ভুলে ফলে আজকে বারতকে ভুগতে হচ্ছে কাশ্মীর নিয়ে। জম্মু কাশ্মীরের উন্নতি হচ্ছে দেখে পিওকে এর বাসিন্দারা কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইবেন বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এর একটি মাত্র মন্ত্র হচ্ছে আজাদ কাশ্মীর দখল করে নেওয়া। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে আজাদ কাশ্মীরের মানুষেরা কী মত দিচ্ছে? তারা এখন ভারতের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ চাইছে। পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে চাইছে না। এই নিয়ে পিওকে এলাকায় বিশাল বিক্ষোভ হয়েছিল। সেখানে পাকস্তান সেনা পাঠিয়ে বিক্ষোভকারীদের দমন করেছে। যদিও এখন আজাদ কাশ্মীরে আন্দোলন অব্যাহত। পাকিস্তান বরাবরই আজাদ কাশ্মীরকে আইনি দিক দিয়ে আলাদা মর্যাদা দিয়ে এসেছে পাক সরকার। অতীতে মেণ্ড্রযন ভারত সরকার কাশ্মীরকে আলাদা মর্যাদা দিত। সেই অলাদা রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নিয়েছে মোদি সরকার। কাশ্মীর যখন ভারতের রাজ্য সেখানে আলাদা মর্যাদা পাওয়ার কোনও অধিকার নেই কাশ্মীরের। অন্যান্য রাজ্যগুলি যে সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে কাশ্মীরও একই সুবিধা লাভ করতে থাকবে। লাদাখবাসীদের ইচ্ছা ছিল তারা কাশ্মীর থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হবে। সেটাই প্রধানমমন্ত্রী মোদি করে দিলেন। লাদাঘকে জম্মু কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হল। জম্মু কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে উন্নয়নকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে থাকলো মোদি সরকার। সেখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গ্রেফতার করে জেলে রাখা হয়েছে। ভারতীয় সেনাদের দিকে তাক করে পাথরে ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেনারা সেখানকার নাগরিকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে। স্কুল কলেজ খোলা হয়েছে। ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বহু জাতিক সংস্থা সেখানে হোটেল খুলেছে। তার ফলে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বিদেশী বহু পর্যটক আসতে শুরু করেছে। ফলে কাশ্মীরের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা করার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরের শাল, কার্পেট, মশলা থেকে শুরু করে আপেল এখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। ফলে আগামি কয়েক বছরের মধ্যে কাশ্মীর সবচেয়ে ধনী রজ্যে পরিণত হবে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানকার শিক্ষিত তরুণরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আজকে মুশকিলে পড়ে গিয়েছে। তারা আর তরুণদের উস্কানি দিতে পারছে না। পাক সীমান্ত পার হয়ে জঙ্গিরা প্রবেশ করতে পারছে না। ফলে আজকে কাশ্মীর খুবই শান্ত। বিরোধী দলের নেতারা সংসদের

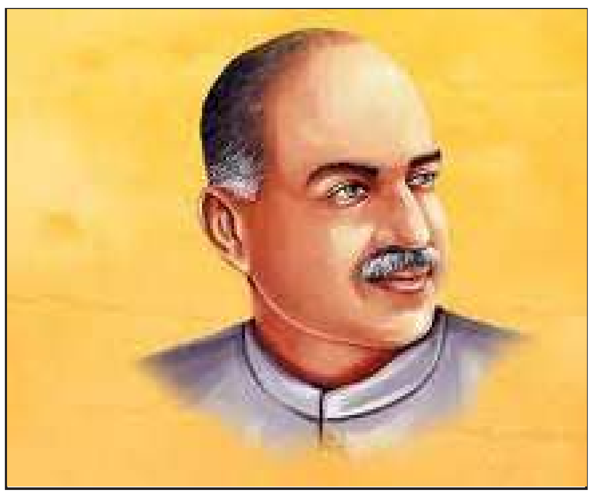

মধ্যে কাশ্মীরের ভোট করা নিয়ে চিৎকার করতে শুরু করে য়েছিল। তারা এব্যাপারে শীর্ষ আদালতে পর্যন্ত গিয়েছিল। ভারতের শীর্ষ আদালত থেকে বলা হয়েছে যে আগামি পেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা দিয়ে সেখানে ভোট করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার শীর্ষ আদালতের রায়কে মেনে নিয়েছে। লোকসভার নির্বাচনের ফলাফলের পর নয়া সংসদ অধিবেশন বসবে এবং নয়া সরকার তৈরি হবে। তখন কারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকবেন এবং কে স্বরাষ্ট মন্ত্রী হবেন তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে বহু মন্ত্রীসভার পদের পরিবর্তন হবে এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। প্রধামন্ত্রী মোদি কাউকে বেশি দিন ধরে একটি মন্ত্রী পদে রেখে দেন না। তিনি মন্ত্রী সভার পরিবর্তন করেন। কোনও সন্দেহ হলেই তাকে মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে দেন। এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়নি। মোদিকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিশাল নেটওয়ার্ক কাজ করেছিল। সেই নেটওয়ার্কের মধ্যে মোদি স্বয়ং প্রবেশ করে তাকে একেবারে ভেঙেচুরে ফেলে দিয়েছে। ফলে বিরোধী দলের নেতারা এখন অসহায়। প্রধামন্ত্রী মোদি বড় ধরনের রাজনৈতিক খেলোয়াড়। তবে তিনি বলেছেন এবারেই তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের শেষ। এরপরে নয়া প্রধানমন্ত্রী করার সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে বিজেপি দল। ২০৪৭ সালে ভারত কোনও পথ ধরে এগোতে তার ছক তৈরি করে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি খুব ধীর গতিতে খেলে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি বহু আগেই প্রবেশ করে যেত একেবারে মহারাষ্ট্র কৌশল গ্রহণ করে। কিন্তু সেটা কিন্তু করলেন না মোদি। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে টিকিয়ে রাখে দিয়েছিলেন। বহু কৌশলীরা বিজেপি দলের নেতাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে মহারাষ্ট্রের মতো কৌশল গ্রহণ করে বিদ্রোহী তৃণমূলকে তৈরি করে নয়া তৃণমূল দল তৈরি করে তার সঙ্গে বিজেপি দল জোট দিয়ে বাংলায় সরকার গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দল শক্তিশালী সংগঠন নয়। এই সব কৌশল গ্রহণ করতে হলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দলকে আগে শক্তিশালী হতে হবে। তারপরে এই সব কৌশল গ্রহণ করে সরকার ফেলে দেওয়ার কৌশল নেওয়া যেতে পারে তার আগে নয়।

ঠিক একই অবস্থা কাশ্মীরে। সেখানেও ন্যাশনাল কনফারেন্স পার্টি রয়েছে। মুফতি মহম্মদ এর পার্টি রয়েছেন। বিজেপি দল রয়েছে। যদিও বিজেপি দল সেখানে শক্তিশালী দল নয়। তবুও তারা কিন্তু সেখানকার বিরোধী দলের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। আজকেও কাশ্মীরে পণ্ডিতদের ঘরে ফেরানো সম্ভব হয়নি। তার কবে যে ঘরে ফিরতে পারবে তা কেউই বলতে পারে না। তবে এবারে বিজেপি খেলা হচ্ছে সেখানে একজন হিন্দুকে মুখ্যমন্ত্রী করার। ফারুক আব্দুল্লা, ওমর আব্দুল্লা, মুফতি মহম্মদ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু একজনও হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী হয়নি। এবারে বিজেপি সরকার কেন্দ্রে সরকার গঠন করে একজন হিন্দুকে সেখানকার মুখ্যন্তরী করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী হলে তখন কাশ্মীরের পণ্ডিতদের মনে সাহস বৃদ্ধি পাবে। তারা ধীরে ধীরে তাদের জন্মস্থানে যেখানে বসবাস করার ঘর বাড়ি পড়ে রয়েছে সেখানে ফিরতে পারবে।

এদিকে আদাজ কাশ্মীরকে নিয়ে পাকিস্তান ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছে। ১৯৪৯ সালে দখলীকৃত কাশ্মীরকে বিতর্কিত অঞ্চল বলে সরকারি নথিতে উল্লেখ করা রয়েছে। সেখানে রয়েছে আদালার প্রধানমন্ত্রী পদও। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আজাদ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী নন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদাজ কাশ্মীরকে পাকিস্তান বজ্রমুষ্টিতে আবদ্ধ করে রেখেছে। সম্প্রতি কবি আহমেদ ফারহাদকে ইসলামাদ থেকে অপহরণ করার অভিযোগ ওঠেছে পাক সরকার তথা পাক সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে। পরে পাক সরকার জানায় যে ফারহাদকে পিওকে বাহিনীর হেফাজতে রাখা হয়েছে। ইসলামাবাদের হাইকোর্ট এক মামলায় পাক সরকারের মুখ্য আইনজীবী ফেডারেল প্রসিকিউটর জেনারেল জানিয়েছেন যে ফারহাদ ২ জুন পর্যন্ত পিওকে হেফাজতে রয়েছেন। তঁকে ইসলামাবাদের আদালতে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। কারণ পিওকে তথা আজাদ কাশ্মীর বিদেশি এলাকা। হাইকোর্টের আইনজীবীর একে বিস্ময় প্রকাশ করে। আজাদ কাশ্মীর যদি বিদেশি এলাকা হয় তাহলে সেখানে পাক সেনারা অভিযান চালাচ্ছে কীভাবে। পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ না হলে সেখানে পাক সেনারা অভিযান চালাতে পারে না। সরকারি আইনজীবীর এই বক্তব্যে নানা শিবিরের সমালোচনার মুখে পড়েছেন বিচারপতিরা। সমাজ মাধ্যমে প্রবীণ সাংবাদিক হামিদ মির এর বক্তব্য হচ্ছে যে পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে আজাদ কাশ্মীরকে বিদেশি এলাকা বলে উল্লেখ করাটা নেতি বাচক। তারা ইসলামাবাদ থেকে একজন কবিকে গ্রেফতার করলো। কিন্তু সেই কথা স্বীকার করার অধিকার তাদের নেই। তারপরে পাক সরকার থেকে জানানো হল যে আজাদ কাশ্মীর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পাক সরকার জানিয়েছে যে আজাদ কাশ্মীর বিদেশি এলাকা। অর্থাৎ ওই এলাকা দখলের অধিকার তাদের রয়েছে। কিন্তু পাক আদালতের সেখানে কোনও এক্তিরায় নেই। এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধানরা কি বলতে চাইছেন তারা আজাদ কাশ্মীরকে দখল করে রেখে দিয়েছে। আজাদ কাশ্মীরের বাসিন্দারা কি তাহলে পাকিস্তানের নাগরিক নয় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এই সূত্র ধরেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ কররা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হবে। তবে তাড়াহুড়ো করে নয়। খুব ধীর গতিতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর জন্য বিদেশি তিন শক্তিশালী দেশের সহযোগিতা পাওয়ার কথা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামি এক বছরের মধ্যে আজাদ কাশ্মীরকে জম্মু কাশ্মীরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইচ্ছা প্রকাশ করছে বিজেপি সরকার। নয়া সরকার স্থিতিশীল হলেই বিজেপি কাশ্মীর নীতি গ্রহণ করবে এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নকে সফল করবে বলে নেতারা দাবি করতে শুরু করেছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে চিরকালের জন্য কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বিজেপি সরকার। আগামি ২০২৪ সালের মধ্যেই অখণ্ড কাশ্মীর রাজ্য ভারত কি স্থাপন করতে তৎপর হবে তার উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের এখন অপেক্ষা করে থাকতে হবে। তবে এবারে আজাদ কাশ্মীর নেওয়ার ব্যাপারে ভারত চিনের আর্থিক করিডরে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ভারতের শিল্পপতিরা চিনের আর্থিক করিডরে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। যদিও ভারত আগে চিনের আর্থিক করিডর তৈরি করতে নিষেধ করেছিল। কারণ ভারত চিনের কাছে যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল যে আজাদ কাশ্মীর ভারতের অংশ। এটা পাকিস্তানের নয়। আর্থিক করিডর তৈরি করতে গেলে ভারতের অনুমতি নিতে হবে। কি কৌশল গ্রহণ করে আজাদ কাশ্মীরকে ভারতের মধ্যে নিয়ে এসে দুই কাশ্মীরকে একটি প্রদেশে তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আগেই শুরু করে দিয়েছিল বিদেশ মন্ত্রক। তবে এবারে মোদির একটি মাত্র লক্ষ্য থাকবে আজাদ কাশ্মীর অধিকার নেওয়া। এ বাপারে ভারত আর কারোর সঙ্গে কোনও রকম আপোষ করতে চায় না। পাকিস্তানের প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো সেটা বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন। বারত যদি এই মুহূর্তে আজাদ কাশ্মীর দখল করার জন্য সেনা পাঠায় তাহলে তা দখল করে নিতে পারে। কিন্তু ভারত আজাদ কাশ্মীরে সেনা পাঠিয়ে দখল করতে চায় না। ভারত দেখাতে চাইছে আজাদ কাশ্মীরের জনগণ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে যায়। পাকিস্তান তাতে বাধা দিচ্ছে। আজাদ কাশ্মীরের নাগরিকদের রক্ষা করতে ভারত সেনা পাঠাতে পারে এবং আজাদ কাশ্মীরের বাসিন্দাদের জীবনকে রক্ষা করতে পারে। ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জের আইন লঙ্ঘনকারী দেশ হবে না ভারত। ভারত এখন কাশ্মীরের রাজা হরি সিংয়ের দলিলটা বের করে তা নিয়ে চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছে। তবে কি আজাদ কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নিশ্চিত

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রতিবাদে প্রত্যাখ্যান ঃ 'স্যার' হতে চাইলেন না রবীন্দ্রনাথ । ১৯১৯ সালের ৩০ মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশদের দেওয়া নাইটহুড উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কী ঘটেছিল এর আগে;এসব নিয়েই এবারের ফিরে দেখা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলাভাষী মানুষ 'কবিগুরু' বা 'বিশ্বকবি' এভাবেই সম্বোধন করে থাকেন। তাতে কবির প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা-শ্রদ্ধা যেমন প্রকাশ পায়, আপন মানুষ হিসেবেও নৈকট্যের অনুভূতি জাগে। সে তুলনায় তাঁকে 'স্যার রবীন্দ্রনাথ' বলতে বা শুনতে কেমন লাগত! 'স্যার',এর সঙ্গে মান-মর্যাদার প্রকাশ যতটা আছে, তেমনি আছে এক ধরনের সীমারেখা টানা দূরত্ববোধ। উপাধিটি ভারতে একান্তই বাণিজ্য করতে এসে রাজ্য দখল করে প্রভু বনে যাওয়া ব্রিটিশদের দেওয়া বিধায় তাতে কিছুটা কর্তৃত্বময় ভীতিও জড়িত। যা হোক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যে 'স্যার' বলতে হচ্ছে না, সে ব্যবস্থা কবি নিজেই করে গেছেন। আজ তাঁর সেই প্রতিবাদী প্রত্যাখ্যানের ১০৫তম বার্ষিকী।

১০৪ বছর ধরেই বহুবার আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রিটিশ উপাধি 'নাইটহুড' তথা 'স্যার' প্রত্যাখ্যানের ঘটনা। তাই সবারই জানা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা কাণ্ডের প্রতিবাদে কবি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ব্রিটিশদের দেওয়া খেতাব। এই রচনা কেবল শতাধিক বছরের অতীত থেকে কবির সেই একক প্রতিবাদের ঘটনা স্মৃতির আলোয় ফিরিয়ে এনে আবারও স্মরণ করার জন্য। হয়তো এ ঘটনা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে অনুপ্রেরণা জোগাবে কাউকে, এমন আশাও করা যায়।

জালিয়ানওয়ালাবাগ জায়গাটি পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরের কাছে, শিখদের পবিত্র স্বর্ণমন্দির যেখানে। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল সেখানে বৈশাখী উৎসবে অংশ নিতে সমবেত হয়েছিলেন ১০ থেকে ২০

হাজারের মতো মানুষ। শিখ, হিন্দু, মুসলিম সবাই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিশু আর নারী ছিলেন অনেক। এ উপলক্ষে তাঁরা সেদিন তাঁদের দুই নেতা সত্য পাল ও সাইফুদ্দিন কিচলুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। জায়গাটির চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রবেশপথ ছিল মাত্র দুটি। তার একটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অপর পথটি দিয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ার সেনাবাহিনী নিয়ে প্রবেশ করে নিরস্ত্র মানুষের ওপরে গুলির নির্দেশ দেন। নারকীয় অবস্থার সৃষ্ট হয়েছিল। হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল বিপুল। সেখানে কিছু কূপ ছিল। জলের উৎস। গুলি করা ছাড়াও অনেক মানুষকে সেই কূপে ফেলে তাঁদের ওপর পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়েছিল। গুম করা হয়েছিল অনেক মৃতদেহ। ব্রিটিশ সরকার পরে তাদের লোক দিয়েই এ ঘটনার জন্য একটি তদন্ত কমিটি করেছিল (ব্রিটিশরা বিদায় নিলেও তাদের দেখানো সেই পথ এখনো আমাদের দেশে অনুসৃত হয়। কোনো দুষ্কর্ম ঘটলে তার জন্য তদন্ত কমিটি করা হয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের লোকদের নিয়েই)। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, গুলি চলেছে ১ হাজার ৬৫০টি। প্রাণ হারিয়েছেন ৩৯৭ জন, আর আহত এক হাজার। অবশ্য বেসরকারি উদ্যোগেও একটি তদন্ত হয়, যাতে প্রাণহানির সংখ্যা ন্যূনতম এক হাজার বলা হয়েছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বড় রকমের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বহির্বিশ্বে। এতে ব্রিটিশ শাসকদের বর্বরতার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। তবে এরপর ভারতের জনসাধারণের ওপর ব্রিটিশ শাসকদের কঠিন নির্যাতন নেমে আসে। সামরিক আইন জারি করা হয়। বিনা কারণে লোকদের প্রকাশ্যে রাস্তায় পেটানো, চাবুক মারা, হাতে-হাঁটুতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে বাধ্য করা, বেয়নেট চার্জ, সামনে বা পেছন থেকে গুলি এমনকি নারী ও পুরুষদের নগ্ন করে দিবালোকে রাস্তা দিয়ে ঘোরানোর মতো বর্বরতা ঘটিয়েছেন সুসভ্য ব্রিটিশরা! এসবই ইতিহাসের সাক্ষী। ব্রিটিশরা অবশ্য জেনারেল ডায়ারের কাজে খুব খুশি ছিলেন। ডায়ারের জীবনী নিয়ে একটি বই লিখেছেন নাইজেল কলেট। 'বুচার অব দ্য অমৃতসর' নামের সেই বইয়ের বরাত দিয়ে বিবিসির এক প্রতিবেদনে (১৭ মে ২০১৬) উল্লেখ করা হয়েছিল যে তদন্ত কমিশনের কাছে ডায়ার বলে ছিলেন, 'আমি মনে করি যা করেছি ভালো করেছি। দ্বিতীয়বার স্পর্ধা দেখানোর আগে তারা একবার ভাববে।' লন্ডনবাসীও মনে করেছিলেন ডায়ার তাঁর কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করেছেন। এই বীর সেনানায়কের সংবর্ধনার জন্য তাঁরা তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাতে উঠেছিল ২৬ হাজার পাউন্ড। সেই টাকায় দামি রত্নখচিত এক তরবারি তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। তাতে খোদাই করে লেখা হয়েছিল 'সেভিয়ার অব পাঞ্জাব'। তিনি নাকি পাঞ্জাবের রক্ষাকর্তা। এ প্রসঙ্গে তখনকার পরিস্থিতির ওপরে একটু নজর বুলিয়ে নেওয়া যায়। ব্রিটিশদের জন্য খুব উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার সময় চলছিল। মনে সাম্রাজ্য হারানোর ভয় ধরেছিল তাদের। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে সবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ভারতে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে, ব্রিটিশদের এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ভারতীয় সেনারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া দূরে থাক, যেসব ভারতীয় সৈনিক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চরম দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সংকট নেমেছিল জনজীবনে। অপর দিকে আবার মহামারি লেগেছিল। মানুষের মনে ব্রিটিশবিরোধী ক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। নিবর্তনমূলক আইন 'ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' তো ছিলই, উপরন্তু জনতার ক্ষোভ দমন করতে 'অ্যানার্কিক্যাল অ্যান্ড রেভল্যুশনারি ক্রাইমস অ্যাক্ট' নামে আরেকটি কালো আইন করা হয়, যা 'রাউলাট অ্যাক্ট' নামে পরিচিত। এ আইনের বলে যখন ইচ্ছা, যেখান থেকে, যে কাউকে কোনো কারণ ছাড়াই তুলে নিয়ে যাওয়া, গ্রেপ্তার করা, আটকে রাখা, কোনো প্রমাণ ছাড়াই কেবল সামান্য সাক্ষ্যে বিচার করে বন্দী রাখা এমনকি দ্বীপান্তরে পাঠানোর মতো ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিলেন ব্রিটিশ শাসকেরা। এই কালো আইনের প্রতিবাদ হচ্ছিল দেশের বিভিন্ন স্থানে। জাতীয় কংগ্রেস দলের নেতা মহাত্মা গান্ধী ভাবছিলেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের। সিপাহি বিপ্লবের কথা স্মরণে ছিল ব্রিটিশদের। তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন আবার না প্রবল বিদ্রোহে ফুঁসে ওঠেন ভারতবাসী। টলে যায় তাঁদের ক্ষমতার মসনদ। ফলে বেপরোয়াভাবে তাঁরা রাউলাট অ্যাক্টের প্রয়োগ করছিলেন।

পাঠকের দরবারে

নটী বিনোদিনীর আত্মকথা

সালটা ছিল ১৮৯৩, জুলাই মাসের পড়ন্ত বেলায় জাপান থেকে কানাডা জলপথের একই জাহাজের দুই যাত্রী ছিলেন একজন গেরুয়া বসন পরিহিত সন্ন্যাসী ও আর একজন হলেন মধ্যবয়স্ক পার্সি ব্যবসায়ী। ইয়োকোহামা থেকে ভ্যাঙ্কুবার অভিমুখী জাহাজ চলেছে তার নিজের ছন্দে। ১২ দিনের যাত্রাপথেই জমে ওঠে দুজনের আলাপ। একজন যাচ্ছেন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মার্কিন মুলুকে আর অন্যজন চলেছেন শিকাগো ধর্মসভাতে ।এনাদের একজন হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যজন হলেন আধুনিক ভারতবর্ষের শিল্পের জনক জামশেদজি টাটা। সেদিনের দুইজনের আড্ডাতে উঠে এসেছিল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি ও বাণিজ্যের প্রসঙ্গ। স্বামী বিবেকানন্দের থেকে তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন দেশে ইস্পাত কারখানা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার। এছাড়াও তাদের বার্তালাপ এ উঠে আসে জাপানের দেশলাই কারখানার ব্যবসার কথা ।স্বামী বিবেকানন্দ জামশেদজি কে বলেছিলেন জাপান থেকে দেশলাই আমদানি না করে কেন নিজের দেশে কারখানা গড়ে তুলছেন না? তিনি আরও বলেন, কারখানা হলে তো দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মজবুত হবে। দেশের ছেলেরা কাজ পাবে এবং দেশের অর্থ দেশেই থাকবে।১৪ বছরের ছোট সন্ন্যাসীর কাছ থেকে এই রকম একটা অভিমত পেয়ে জামশেদজি টাটা বেশ অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁদের কথোপকথন বেশ অনেক দূর গড়িয়েছিল ।ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় জনগণ কতটা অত্যাচারিত হচ্ছে এবং যার জন্য দু'বেলা অন্ন জোগাড় করা কতটা কষ্ট সাধ্য তা নিয়ে জামশেদজির কাছে বিশদে ব্যাখ্যা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ সালে ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা দিয়ে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন স্বামী বিবেকানন্দ ।তারপর থেকে গোটা দুনিয়া তাঁকে চিনে যায় ।তাঁর এই সাফল্যে খুশি হন বোম্বাইতে বসবাসরত জামশেদজি টাটা। ততদিনে তাঁদের দুইজনের জাহাজ যাত্রার গল্প হৃদয়ে গেঁথে যায়। ১৮৯৮ সালে ২৩ নভেম্বর জামশেদজি স্বামী বিবেকানন্দকে এক পত্র লিখলেন, সেই পত্রে জানালেন ভারতের বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার চিন্তা ভাবনা করছেন। তাই তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন ভারতীয়দের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রচার পত্র লিখে দিতে.. তার মধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ায় জামশেদজির অনুরোধ গ্রহণ করতে না পারলেও ভগিনী নিবেদিতাকে দেখা করতে বলেছিলেন জামশেদজি টাটার সঙ্গে।১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ পরলোকগমন করেন। ঠিক তার দুই বছরের মধ্যেই ১৯০৪ সালে জামশেদজি টাটার মৃত্যু ঘটে ।ভারতের ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার স্বপ্ন জামশেদজি টাটা তার উত্তরসূরিদের হাতে অর্পণ করে চলে গেলেন ।১৯০৭ সালে তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে গড়ে ওঠে টাটা স্টিল। এই কারখানাটি বর্তমানে বৃহত্তম ভাবে দণ্ডায়মান বহুজাতিক সংস্থা রূপে ।১৯০৯ সালে গড়ে ওঠে টাটাদের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স যা আজ আমাদের গোটা ভারতবর্ষের গর্ব.. স্বামী বিবেকানন্দ যে ধরনের শারীরিক এবং মানসিক শক্তি ধারন করতেন তাতে তিনি অতি সহজেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁঠে যেতে পারতেন। ঈশ্বর শক্তিশালা পুরুষের বন্ধু -**রামগোপাল মিত্র**

মিষ্টিতেও রাজনীতির রং! কাস্তে হাতুড়ি তারা আর দুই ফুলের সহাবস্থান

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর , ৩ জুন ঃ এক্সিট পোলের প্রভাব এবার মিষ্টিতেও। দুই ফুলের লড়াই দেখা গেল চোপড়ার মিষ্টির দোকানেও। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার কালাগছে ওই মিষ্টির দোকানে তৃণমূল ও বিজেপির প্রতীকের সন্দেশ তৈরি হয়েছে। যা দেখতে ও খেয়ে পরখ করতে ইতিমধ্যেই ভিড় জমাচ্ছেন দুই রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা কর্মীরা। দুই দলেরই আত্মবিশ্বাস দার্জিলিং লোকসভার অধীন চোপড়া বিধানসভাতে তাদের দল এগিয়ে থাকবে। তাই মিষ্টিমুখ করাতে নিজেদের প্রতীকের এই মিষ্টিই সবার মধ্যে বিতরণ করা হবে। তবে শুধু রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরাই নন। সাধারণ মানুষও দোকানে এসে মিষ্টি চেখে দেখছেন। তবে তাদের দাবি, নিছকই কৌতুহল, মিষ্টি খাওয়ার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই, বরং নিছকই কৌতুহল বশতই তারা এই মিষ্টি খেয়ে দেখছেন বলে জানান। অন্যদিকে, শুধু বিজেপি আর তৃণমূল - কংগ্রেসের প্রতীকেরই মিষ্টি কেন, অন্য কোনও দলের মিষ্টি কেন বানাননি? সেই প্রশ্নের উত্তরে দোকানদারের স্পষ্ট জবাব, এক্সিট পোল দেখে তিনি উৎসাহিত হয়েই এই দুই প্রতীকের মিষ্টি তৈরি করেছেন। ব্যবসায়ীক চিন্তাভাবনায় এক্সিট পোল অনুযায়ী, এই দুই দলেরই লড়াই হবে, তাই এই দুই দলের কর্মীদের মধ্যেই মিষ্টি কেনার আগ্রহ থাকবে ধরে নিয়েই এই দুই প্রতীকের মিষ্টি তৈরি বলে তার দাবি। শেষ হাসি কে হাসবে তা তো সময়ই বলবে। আর কোন দলের মিষ্টির চাহিদা থাকবে তুঙ্গে তাও ৪ জুনই প্রকাশ পাবে। অন্যদিকে, বাঁকুড়া জেলার দু'টি কেন্দ্রেই ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এ কথাকে মাথায় রেখেই জুন বেদিয়ার ওই মিষ্টির দোকানে শোভা পাচ্ছে বিজেপি, তৃণমূল আর সিপিআইএমের প্রতীক চিহ্ন যুক্ত মিষ্টি। নিজেদের রাজনৈতিক বিশ্বাস মতো নিজেদের পছন্দের প্রতীক চিহ্ন যুক্ত মিষ্টি কিনে হাসি মুখে বাড়ি ফিরছেন ক্রেতারাও। ওই মিষ্টির দোকানের মালিক জয়দেব বরাট বলেন, ভোট আবহে আমরা মিষ্টির মাধ্যমে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কম-বেশী সব প্রতীকযুক্ত মিষ্টি বিক্রি আছে, তবে এই মুহূর্তে পদ্মফুল যুক্ত মিষ্টির চাহিদাই সব থেকে বেশী। তবে এতো সবের পরেও মূলতঃ খোয়া ও সন্দেশের সঙ্গে 'সার্টিফায়েড রং' ব্যবহার করেই এই মিষ্টি যে তৈরি তা জানাতে ভোলেননি তিনি।

তৃণমূলের দলীয় ব্যানার, ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ জুন ঃ তৃণমূলের দলীয় ব্যানার, ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনায় ভোটের ফলাফল ঘোষণার আগেই সরগরম হয়ে উঠলো মাথাভাঙ্গা। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা ১ নং ব্লকের কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিরহাট বাজারের। অভিযোগ গতকাল রাতের অন্ধকারে কালিরহাট বাজারে থাকা তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের সামনে লাগানো ব্যানার, ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়ার পাশাপাশি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আর এই ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে সকালে ঘটনাস্থলে যায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। পরে পুলিশ গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া ফ্ল্যাগ ফেস্টুন থানায় নিয়ে আসে। এই বিষয়ে ওই বুথের তৃণমূলের বুথ সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী মলিন মাঝি বলেন, গতকাল রাতের অন্ধকারে কালিরহাট বাজারে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের সামনে লাগানো ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন ছেড়ে দেওয়ার পাশাপাশি পুড়িয়ে দেয় বিজেপির দুস্কৃতীরা। শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তার দাবি। ফল ঘোষণা না হতেই এরকম ঘটনা সত্যিই দুঃখজনক বলে তিনি বলেন। এদিকে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি বিজেপির। বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য গোপাল বর্মন বলেন নিজেরাই এই কাজ করে বিজেপির নামে মিথ্যা অভিযোগ করছে। তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, তাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তার দাবি। তৃতীয়বারের জন্য নরেন্দ্র মোদী আবার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে তাই সেই ভয় কাটিয়ে তুলতেই তৃণমূল এমনটা করছে বলেও জানান তিনি।

যুবতীর শ্লীলতাহানি ও যুবকদের মারধর, গ্রেফতার ৪

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ জুন ঃ যুবতীকে শ্লীলতাহানি ও দুই যুবককে মারধরের অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ। রবিবার শিলিগুড়ির সেবক রোড এলাকায় ৭ থেকে ৮ জন যুবক শুভম হালদার ও তার পরিবারের উপর চড়াও হয়। দুই যুবককে মারধর এবং সেখানে থাকা এক যুবতীকে শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার অভিযোগ পেয়েই তৎক্ষনাত অভিযান চালিয়ে সেবক রোড থেকে ৪ যুবককে গ্রেফতার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত ৪ জনকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quotation for the work of & "Providing logistic support in c/w post poll L/O duty, Accommodation of CAPF, ensuing Parliament General Election-2024 ----- Electrical Works---For different PS". NIQ No: DDED/NIQ- 03 of 2024-25, submission closing date 04.06.2024 up to 12:30 PM., Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/- Executive Engineer, P.W.D Dakshin Dinajpur Electrical Division

ধানখেতে হানা দিচ্ছে হাতির দল, চিন্তিত চাষীরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার , ৩ জুন ঃ ফালাকাটা ব্লকে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হাতির হানা। খাদ্যের লোভে লাগাতার ধানখেতে হানা দিচ্ছে হাতির দল। আর এতেই চিন্তিত চাষীরা। ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দলগাঁও বস্তি এলাকায় হানা দেয় এক দল হাতি। সাবাড় করছে ধান। রবিবার রাতে ৩০ থেকে ৩৫ টি হাতির একটি দল চলে আসে ওই এলাকায়। হাতির দলটি প্রায় দশ বিঘা ধানখেত নষ্ট করে। যদিও স্থানীয় জনগণের চিৎকারে হাতিরদল জঙ্গলে চলে যায়। ওই এলাকায় হাতির হানা রুখতে বন দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। বন দপ্তরের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এদিকে খবর পেয়ে সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে যান জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মোস্তফা আলী এবং জটেশ্বর এক নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পঙ্কজ কুমার রায়। তারা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

ধস নেমে বন্ধ উত্তর সিকিম! লাচুংয়ে আটক দেড় হাজার পর্যটক

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৩ জুন ঃ বর্ষার শুরুতেই সিকিমে দুর্যোগের ঘনঘটা। উত্তর সিকিমের একাধিক রাস্তায় ধস নেমে বিপত্তি। চুংথাং থেকে লাচুং এবং গ্যাংটক থেকে মঙ্গন যাওয়ার রাস্তায় পর্যটকদের গাড়ি যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে লাচুংয়ে আটকে পড়েছেন দেড় হাজারেরও বেশি পর্যটক। বর্ষার শুরুতেই বিপত্তি পাহাড়ি রাজ্যে। নাগাড়ে চলা ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে উত্তর সিকিমে ধস নেমেছে বলে খবর। উত্তর সিকিম যাওয়ার পথে জাতীয় সড়ক কার্যত অবরুদ্ধ। পর্যটকদের গাড়ি ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সূত্র মারফত খবর পাওয়া যাচ্ছে, লাচুংয়ে কমপক্ষে দেড় হাজার পর্যটক আটকে পড়েছেন। জানা যাচ্ছে, উত্তর সিকিম যাওয়ার রাস্তায় ভূমিধস নেমেছে। একাধিক পাহাড়ি রাস্তায় বড় বড় চাঁই পড়ে রয়েছে। বিভিন্ন রাস্তায় মাঝখান থেকে ফেটে গিয়েছে। তার মধ্যেই চলছে ভারী বৃষ্টিপাত। এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে শনিবার থেকেই চুংথাং থেকে লাচুং যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে সিকিম প্রশাসন। পরবর্তী নোটিশ জারি না করা পর্যন্ত নর্থ সিকিমের পথে কোনও পর্যটকদের গাড়ি যেতে দেওয়া হচ্ছে না। রবিবার থেকে ফের একবার কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে সিকিমে। স্থানীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত কয়েকদিন চলবে ভারী বৃষ্টিপাত। দুর্যোগ বাড়তে থাকলে প্যাকিয়ং বিমানবন্দর থেকে উড়ান পরিষেবাও বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বলে খবর প্রশাসন সূত্রে। এদিকে, লাচুং বেড়াতে গিয়ে দুর্ভোগের শিকার হাজারেরও বেশি পর্যটক। ধসের জেরে সিকিমের এই পর্যটন স্থলে আটকে পড়েছেন বহু মানুষ। প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। আপাতত লাচুংয়ের হোটেলগুলিতেই সকলের থাকার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। আবহাওয়ার উন্নতি না হলে সড়কপথে পর্যটকদের নামিয়ে আনার কোনও ঝুঁকি নিয়ে রাজি নয় প্রশাসন। এদিকে, এই মুহূর্তে নতুন করে আর লাচুং ভ্রমণের পারমিট দেওয়া হচ্ছে না পর্যটকদের। সোমবারও সিকিমেরর উত্তর এবং পূর্ব অংশে নতুন করে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টির পাশাপাশি ঝড়েরও সতর্কতা রয়েছে। নাগাড়ে চলা এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে তিস্তার জলস্ফীতি শুরু হয়েছে। শনিবার বিকেল থেকে জলস্তর ক্রমশ বিপদসীমার ঊর্ধ্বে উঠতে শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, তিস্তার জলস্তর বেড়েছে গজলডোবার পরে দোমহনি এলাকায়। সিকিমের মাঝিতার গ্রামে খানিখোলা ঝোরা উপচে গিয়েছে বলে খবর। দু'চাকার যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই দুর্যোগের জেরে ব্যাহত হচ্ছে সিকিমগামী রেললাইন তৈরির কাজ। সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত রেল প্রজেক্টের ক্যানেল কার্যত ভাসছে। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবারই আগাম বর্ষা প্রবেশ করেছে সিকিমে। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ঢুকতে শুরু করেছে উত্তর পূর্ব ভারতের এই রাজ্যে। বর্ষা শুরুর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই প্রবল বৃষ্টিপাত সিকিম। আর তার জেরেই ভাসছে একাধিক এলাকা। ধস নেমে দেখা দিয়েছে বিপত্তি। গ্যাংটক থেকে মঙ্গন এবং চুংথাং থেকে লাচুং যাওয়ার রাস্তায় পর্যটকদের গাড়ি যাতায়াত করতে দেওয়া হচ্ছে না।

বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ করতে গিয়ে তড়িদাহত হয়ে মৃত দুই

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া , ৩ জুন ঃ হোটেলে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ করতে গিয়ে তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু হল দুই ইলেকট্রিক মিস্ত্রির। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার হেতাগড়া এলাকায় রবিবার সন্ধ্যার ঘটনা এটি। নিহতদের নাম অশোক দিগর ও বরুণ শিকারি। সোমবার ভোরে খবরটি প্রকাশ্যে আসে। জানা গেছে, গত দু'দিন আগে ঝড়ের তাণ্ডবে হেতাগড়ার ওই হোটেলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপরই ওই দুই যুবক আসেন হোটেলে কাজ করতে। স্থানীয় বাসিন্দা তাঁরা। হোটেলেই কারেন্টের কাজ করার সময় তড়িদাহত হন। হোটেলের কর্মীরা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বাঁকাদা গ্রামপঞ্চায়েতের দিঘিরপাড়া এলাকায় বাড়ি ছিল অশোক দিগরের, বরুণ শিকারির বাড়ি এই গ্রামপঞ্চায়েতের চিতরং গ্রামে। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন বরুণের কাকা প্রশান্ত শিকারি। তিনি বলেন, শুনলাম হোটেলে কাজ করতে গিয়ে শক খেয়েছে। বুঝলাম না কীভাবে এত কিছু ঘটে গেল! খবর পেয়ে আসেন অশোকের বাড়ির লোকও। এই প্রসঙ্গে হোটেলের ম্যানেজার রাজীব লোহার বলেন, আমাদের হোটেলে ২-৩টে আলো জ্বলছিল না। সেগুলি ঠিক করছিল। কোনওভাবে শক লাগে। তারপরই দেখলাম হঠাৎ করে দু'জন পড়ে গেল।

মালদা মেডিকেল চত্বরে সদ্যজাতের মুণ্ডু, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা , ৩ জুন ঃ আবারও মালদা মেডিকেল কলেজ চত্বরে দেখা মিলল সদ্যজাতের মুণ্ডুর। রবিবার রাতে ওই মুণ্ডু নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় এক কুকুরকে। যদিও সোমবার সকাল থেকে এলাকায় ওই সদ্যোজাতের মুণ্ডু দেখা যায়নি দাবি স্থানীয়দের। উল্লেখ্য, এর আগেও মালদা মেডিকেল চত্বরে সদ্যোজাতের দেহ ও মুন্ডু দেখা গেছে । স্থানীয়দের অনুমান, হয়তো কোনও জায়গা থেকে সদ্যোজাতের মুন্ডু টেনে নিয়ে এসেছিল ওই কুকুরটি। বারবার এই ধরনের ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে, মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন এলাকায় কোথাও বেআইনিভাবে সদ্যজাতের দেহ ফেলা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন ও মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টির দিকে নজর দেওয়ার অনুরোধ জানান স্থানীয় লোকজন।

GENERAL NOTICE

THE CITY CIVIL COURT AT CALCUTTA BEFORE THE Ld. CHIEF JUDGE
Act XXXIX Case No. 117 of 2022
IN THE GOODS OF:
Atam Singh Sabharwal, Son of Late Dhera Singh Sabharwal, resided at 26B Camac Street, P.S. Park Street, Kolkata-700016.
And ...Deceased
IN THE MATTER OF,
Gurpreet Kaur, daughter of Late Atam Singh Sabharwal, residing at at 26B Camac Street, P.S. Park Street, Kolkata-700016.
... Petitioner

WHEREAS: the abovementioned petitioners have filed the application on 22.11.2022 before the aforesaid Court under the provision of Indian Succession Act, 1925 for the grant of Succession Certificate of Rs. 45,58,189.50/- in respect of the Estate of Atam Singh Sabharwal who died on 01.04.2007 at 26B, Camac Street, Kolkata-700016.

Notice hereby given that any person having any interest in the Estate of the deceased above named may appear in the Court of Ld. Chief Judge, City Civil Court, Calcutta on 28.day of June 2024 at 10.30 A. M. either in person or through agent and may filed objection if any there against. In default the application will be heard and determined exparte in accordance with law.

Seal

By Order
Chief Administrative Officer
City Civil Court, Calcutta

বাড়ির উঠোনে বাঘের পায়ের ছাপ, আতঙ্কে রাধানগর গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার , ৩ জুন ঃ রাতের বেলা বন্য জন্তুর গর্জন এবং সকালে পায়ের ছাপ দেখে আতঙ্ক ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের রাধানগর গ্রামে। গ্রামবাসী এবং বনদপ্তরের কর্মীরা পায়ের ছাপ দেখে, বাঘের পায়ের ছাপ বলেই মনে করছেন। এর ফলে ভয়ের পরিবেশ গ্রামজুড়ে। রাতে বন্য জন্তুর গর্জন শুনতে পান রাধানগরের বাসিন্দা প্রশান্ত রায়, সকালে প্রশান্ত বাবুর স্ত্রী উঠোন ঝাড়

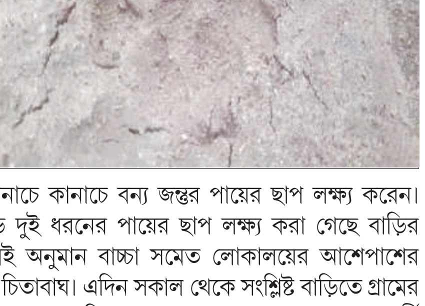

দেবার সময় বাড়ির আনাচে কানাচে বন্য জন্তুর পায়ের ছাপ লক্ষ্য করেন। সেখানে ছোট এবং বড় দুই ধরনের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করা গেছে বাড়ির উঠোনে। তাই সকলেরই অনুমান বাচ্চা সমেত লোকালয়ের আশেপাশের ঝোপেই লুকিয়ে রয়েছে চিতাবাঘ। এদিন সকাল থেকে সংশ্লিষ্ট বাড়িতে গ্রামের মানুষেরা দলে দলে ভিড় করছেন চিতার পায়ের ছাপ দেখতে। তবে গৃহকর্ত্রী সুমিত্রা দেবী যথেষ্ট আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন। গ্রামবাসীরা দাবি জানিয়েছেন, এলাকায় ট্রাপ ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারি চালাক বনদপ্তর। এরপর ভল্কা রেঞ্জ এর কর্মীরা পায়ের ছাপের নমুনা সংগ্রহ করে অনুমান করেছেন যে ওটি চিতাবাঘের পায়ের ছাপ হতে পারে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় বনকর্মীরা সজাগ দৃষ্টি রাখছে।

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE/HCD/P.W.Dte. invites Offline Short Notice of Quotation for the work of Name of Works: 1. Erection of 01(One) no. Temporary Kitchen Shed cum 01(One) no. Dining Hall to be installed at Kamarpukur S.R.S. Vidya Mahapith Vill- Kamarpukur, **PS-Goghat**, Dist- Hooghly. under Hooghly Construction Division , PWD for Security forces in ensuing Lok Sabha Election-2024 under the jurisdiction of SP, Hooghly Rural PD. 2. Erection of 01(One) no. Temporary Kitchen Shed cum 01(One) no. Dining Hall to be installed at Harishchak High School at Harishchak under Sabalsinghapur GP, **PS - Khanakul**, Dist- Hooghly. under Hooghly Construction Division ,PWD for Security forces in ensuing Lok Sabha Election-2024 under the jurisdiction of SP, Hooghly Rural PD. **Tender Reference No. WBPWD/EE/HCD/ SHORT NIQ 08/2024-25.** Last Date and time limit of the application : **04.06.2024from 1.00 p.m**. Last Date and time limit for issue of quotation paper : **04.06.2024 from 2.00 p.m**. Last Date and time limit for submission of quotation paper : **04.06.2024 up to 3.00 p.m**. Date and time of opening of quotation : **04.06.2024 at 4.00** p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ and other documents to be downloaded from: http://wbpwd.gov.in/home/tender.html

Sd/- J.Sikdar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division
Chawkbazar, Hooghly.

NOTICE is hereby given that **2 Share Certificate Nos.** 9, Distinctive Nos. 41-45 and No. 76, Distinctive Nos. 451-455, and **Agreement for sale** of our Flat No. 7A at Meghdoot Co-operative Housing Society Ltd. 12, Rowland Road, Kolkata-700 020 had been lost. Related G.D.E. No. 167 dt. 3.6.2022 had been lodged with Ballygunge Police Station, Kolkata. If anybody finds the same, inform to : **J. P. Vohra & Co. at aforesaid address, Phone : 9831152940.**

হাসপাতাল সাফাই করলেন বিএসএফ কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে হাসপাতাল সাফাই করলেন বিএসএফ কর্মীরা। বিএসএফ- এর ১৯৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে সাফাই অভিযান চালানো হলো রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে। এদিন রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে থাকা জঙ্গল ও আগাছা পরিষ্কারের পাশাপাশি আবর্জনা সাফাই অভিযান করা হয়। এদিন একসাথে প্রচুর বিএসএফ জওয়ানদের সাফাই কাজে হাত লাগান।

স্কুল শিক্ষকের কাছে টিউশন না পড়ায় প্র্যাকটিক্যালে নম্বর কম, অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গ গৃহ শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সদস্যদের

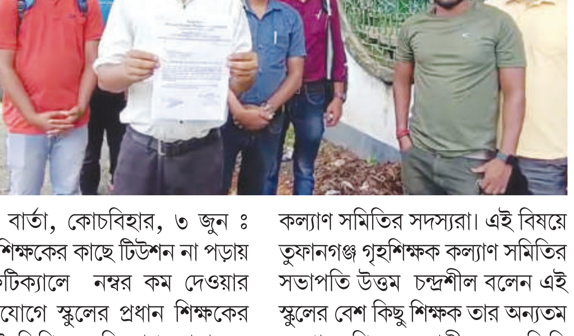

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ জুন ঃ স্কুল শিক্ষকের কাছে টিউশন না পড়ায় প্র্যাকটিক্যালে নম্বর কম দেওয়ার অভিযোগে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট লিখিত অভিযোগ জানালেন পশ্চিমবঙ্গ গৃহ শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। সোমবার তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্র নারায়ন মেমোরিয়াল হাই স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক আশীষ বলের বিরুদ্ধে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ড. রামকৃষ্ণ প্রামানিকের নিকট লিখিত অভিযোগ জানান পশ্চিমবঙ্গ গৃহ শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। এই বিষয়ে তুফানগঞ্জ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির সভাপতি উত্তম চন্দ্রশীল বলেন এই স্কুলের বেশ কিছু শিক্ষক তার অন্যতম ভূগোল শিক্ষক আশীষ বল তিনি প্রাকটিক্যাল নম্বরের প্রলোভন দেখিয়ে স্কুলের ছাত্রদের টিউশন পড়াচ্ছে এবং প্র্যাকটিক্যালের নম্বর বৈষম্যভাবে দিচ্ছে যারা ওনার কাছে টিউশন পড়েছে তাদের প্র্যাকটিক্যালে ৩০-এ ৩০ দেওয়া হয়েছে আর যারা উনার কাছে টিউশন পড়েনি তাদের প্রাকটিক্যালে খুবই কম নম্বর দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছি আমরা। তিনি আরো বলেন, পশ্চিমবঙ্গে যে শিক্ষার অবস্থা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা শিক্ষা দপ্তর ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে এবং স্কুলগুলোও তার মধ্যে বাদ পড়েনি। এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রধান শিক্ষককে অভিযোগ জানানো হলো এবং তিনি আশ্বাস দিলেন খুব দ্রুতই শিক্ষকদের নিয়ে তিনি একটি মিটিং করবেন এবং শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করাবেন। এরপরেও যদি স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন পড়ানো বন্ধ করা না হয় তাহলে হাইকোর্ট পর্যন্ত যেতে বাধ্য হবে জানান পশ্চিমবঙ্গ গৃহ শিক্ষক কল্যাণ সমিতি সভাপতি । এই বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলে তিনি ক্যামেরার সামনে মুখ খোলেননি। প্রধান শিক্ষক ড. রামকৃষ্ণ প্রামানিক বলেন উনারা একটি লিখিত অভিযোগ জমা করলেন স্কুল শিক্ষকদের নিয়ে দ্রুতই একটি মিটিং ডাকা হবে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ জুন ঃ শিলিগুড়ি উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ের চলতি বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করা ছাত্রদের

সংবর্ধনা দেওয়া হলো। এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মেয়র গৌতম দেব, অরিন্দম রায়, প্রণব ভট্টাচার্য্য সহ প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্ত, রনজয় দাসের উপস্থিতিতে ছাত্রদের উৎসাহ প্রদান করা হলো। অনুষ্ঠানে গৌতম দেবের বক্তব্য আগামীতে আরো ভালো ফল করতে স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকাদের আরো একাগ্রতা হবার অনুরোধ জানান। এর পাশাপাশি ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সর্বদা পাশে থাকবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। এমনটাই বক্তব্য দিতে গিয়ে জানান গৌতম দেব।

দান্ত ভায়াপার কেন্দ্র লিমিটেড

CIN : L51226WB1982PLCO35467
রেজি. অফিসঃ ১, ক্রুকড লেন,
নিচতলা, রুম নং- জি-২,
কলকাতা - ৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইলঃ dantavyapar@hotmail.com

বিজ্ঞপ্তি

বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('AGM') বুধবার, ২৬.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ১, ক্রুকড লেন, নিচতল, রুম নং- জি-২, কলকাতা - ৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গে তার নিবন্ধিত অফিসে এজিএম ডাকার নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসা লেনদেনের জন্য। কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ২০.০৬.২০২৪ থেকে ২৬.০৬.২০২৪ (উভয়দিন সহ) এজিএমের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে। কোম্পানিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('NSDL') এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। একজন ব্যক্তি যার নাম ১৯.০৬.২০২৪ (কাট-অফ তারিখ) পর্যন্ত সদস্যদের সুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের রেজিস্টারে নিবন্ধিত হযেছে শুধুমাত্র পোলব্যালটের মাধ্যমে এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল সকাল ০৯.০০ থেকে শুরু হয়। ২৩.০৬.২০২৪ বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত ২৫.০৬.২০২৪ তারিখে। এছাড়াও, যারা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেননি, সেই সদস্যদের সভায় ভোট দিতে সক্ষম করার জন্য সভায় ব্যালটপোলের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়া যাবে।

কোনো প্রশ্ন থাকলে, আপনি সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং www.evoting.nsdl.com -এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য দূরবর্তী ই- ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল উল্লেখ করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুনঃ ১৮০০-২২২-৯৯০ বা এখানে যোগাযোগ করুন ব্যবসার সময় কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
দান্ত ভায়াপার কেন্দ্র লিমিটেডের
জন্য স্বা /- (প্রকাশ কুমার সাউ)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩.৬.২০২৪

বিধাননগর থেকে উদ্ধার ময়ূর,চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ জুন ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধান নগর থেকে উদ্ধার ময়ূর। এই ঘটনায়

ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো গোটা এলাকায়। জানা গেছে এদিন এক ব্যক্তি তার বাড়ির ছাদে একটি ময়ূর দেখতে পান। এর পরেই ওই ব্যক্তি ময়ূরটি উদ্ধার করে এবং তড়িঘড়ি খবর দেন পুলিশকে। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা চলে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর পুলিশ গিয়ে ময়ূরটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। অপরদিকে বিধাননগর থানার পুলিশের তরফ থেকে খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা। এরপর বন কর্মীরা গিয়ে ময়ূরটিকে উদ্ধার করে বনবিভাগে নিয়ে যায়। ঘোষপুকুর রেঞ্জ সূত্রে জানা গেছে উদ্ধার হওয়া ময়ূরটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে তবে তার আগে শারীরিক পরীক্ষা করা হবে। তবে কোথা থেকে ময়ূরটি লোকালয়ে এলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও বনদপ্তর।

ব্যবসায়ী হত্যায় অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে ফালাকাটায় মহাসড়ক অবরোধ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার , ৩ জুন ঃ আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার কালীপুর গ্রামে চাষের জমিতে হাত-পা বাঁধা, গলায় ফাঁস লাগানো ও মাটিতে বসা অবস্থায় উদ্ধার হয় দিলীপ সরকার নামে এক ব্যবসায়ীর দেহ। স্থানীয়দের অনুমান ব্যবসায়ীকে কেউ বা কারা হত্যা করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ও খুনিদের গ্রেফতারের দাবিতে সোমবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন স্থানীয় মানুষজন। এই অবরোধে শামিল হন স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও। এদিনের অবরোধের জেরে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়কে যানচলাচল। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দিলীপকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। দেহ উদ্ধারের ঘটনার দু'দিন পরেও কেউ ধরা না পড়ায় এদিন সকালে পুঁটিমারি বাজারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মৃতের পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা পুঁটিমারি মোড়ে জড়ো হন। ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার নির্মীয়মাণ মহাসড়কের ওপর গাছের ডাল ফেলে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ শুরু করেন। অনেকের হাতেই ছিল প্ল্যাকার্ড। দিলীপ সরকারের খুনিদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে বলে স্লোগান তোলেন সবাই। এদিন সকাল সোয়া ১০টা থেকে পৌনে ১২টা পর্যন্ত প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে চলে অবরোধ। এই অবরোধের জেরে রাস্তায় আটকে পড়ে শ'য়ে শ'য়ে যানবাহন। অফিস টাইমে হওয়ায় নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তিতে পড়তে হয় যথেষ্ট। এদিকে পথ অবরোধের খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। আগামী দু'দিনের মধ্যে দুস্কৃতীদের গ্রেফতারের আশ্বাস দেয় পুলিশ।

এবার নদীয়ায় আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া , ৩ জুন ঃ এবার আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার নদীয়ায়। ভোট গণনার আগে একাধিক অস্ত্র উদ্ধার করছে নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলা। সেইরকমই নদীয়ার হাঁসখালি থানার পুলিশ অস্ত্র এবং গুলি সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃত ওই ব্যক্তির নাম মোঃ জিয়ারুল রহমান বয়স ৪৩ বছর। আরও জানা যায় গোপনসূত্রে খবর পায় হাঁসখালি থানার পুলিশ ওই ব্যক্তির কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। তারপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই একটি দেশি বন্দুক এবং এক রাউন্ড কার্টুজ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর ওই ব্যক্তিকে হাঁসখালি থানার বগুলা স্টেশন পাড়া থেকে অস্ত্র সমেত গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ আরও জানায় ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত করে দেখা গেছে ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে গাড়িতে পুলিশ স্টিকার লাগিয়ে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা আদায় করতো। তবে অস্ত্র সহ গ্রেফতার হওয়ার পর সোমবার হাঁসখালি থানার পুলিশ ধৃত ওই ব্যক্তিকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে আদালতে পাঠিয়েছে।

রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ যুবতী

দুরন্ত বার্তা, মালদা , ৩ জুন ঃ হরিশ্চন্দ্রপুরে বাড়ি থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ যুবতী। ১০ দিন ধরে মেয়ের খোঁজ না পাওয়ায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে মা। দ্বারস্থ থানায়। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, নিখোঁজ যুবতীর নাম তাপসী শর্মা (২২)। তার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পেমা গ্রামে। নিখোঁজ যুবতীর মা হীরা শর্মা বলেন, আমার মেয়ে বোবা। কথা বলতে পারে না। তবে সবকিছু বুঝতে পারে। পাঁচ মাস আগে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পিপলা গ্রামে বিয়ে হয়েছিল। মেয়ে আমার কাছে থাকত। কয়েকবার একাই শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছিল। গত ২৫ মে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরেনি। আত্মীয় স্বজন ও শ্বশুরবাড়িতে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন সন্ধান পাচ্ছিল না। কোথায় আছে?কি অবস্থায় আছে? কিছুই জানি না।

বিপুল পরিমাণ তাজা বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩ জুন ঃ মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানার মালিবাড়ি ১ নম্বর অঞ্চলের চুয়াপাড়া এলাকার বিপুল পরিমাণ তাজা বোমা উদ্ধার হল। ঘটনাটি সোমবার সকালের। জানা গেছে, রাস্তার পাশের একটি পাটের জমিতে প্লাস্টিকের জার রাখা ছিল। একই সঙ্গে পাশে রাখা ছিল একটি বস্তাও। সেই বস্তার ভিতরে প্রচুর পরিমাণে তাজা সকেট বোমা উদ্ধার হয়েছে। যার জেরে আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর খবর দেওয়া হয় পুলিশে। তাঁরা এসে বোমার জায়গাটি ঘিরে রাখে পুলিশ। খবর দেওয়া হয়েছে বম্ব স্কোয়াডকে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার ভোটের গণনা। তার আগে এহেন তাজা বোমা উদ্ধার নিতান্তই চিন্তা বাড়িয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে ঘাসিয়াড়া মৌজা, জে এল ২৩, এল.আর খাতিয়ান - ৯৯, ৩১৫ দাগ-৯৮১, যথাক্রমে দুটি পাওয়ার দলিল সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিসে ০২-০৫-২০১১ তারিখে ও ০১-০৫-২০১০ তারিখে হয় দলিল নং-৯২০ ও দলিল নং-৯১৩, প্রথম দলিলের অত্র পাওয়ার দাতা দীলিপ মণ্ডল ও গ্রহীতা - ১) সারথি মণ্ডল, ২) ভানু মণ্ডল ওরফে আরতী মণ্ডল, এবং দ্বিতীয় দলিলের দাতা ১) কুন্তি বালা মণ্ডল, ২) মহাদেব মণ্ডল ও গ্রহীতা- ১) গোবিন্দ মণ্ডল, ২) বলরাম, ৩) বানুরাম মণ্ডল উক্ত দুটি পাওয়ার দলিলের বিষয়ে যদি কারোর কোন আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে আগামী ৭ দিনের মধ্যে ৯৮৩১১৮২৭২৯ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারন জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সোনা, বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে নিলাম করা হবে। একটি অনলাইন পোর্টাল **https://gold.samil.in**-এর মাধ্যমে **14/06/2024** তারিখে নিলাম হবে। যদি উপরে উল্লিখিত তারিখে কোনো কারণে ই-নিলাম বাস্তবায়িত না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলির যে কোনও বা সমস্ত আইটেমের ক্ষেত্রে, রুপিক পরবর্তী যে কোনও তারিখ/সেগুলিতে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইটেমগুলির ই-নিলাম/ব্যক্তিগত বিক্রয় পরিচালনা করবে।

ঋণের তালিকা (LOS ID)

12005399, 12010185, 12010614, 12010817

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - **1800 419 8000**

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার

রুপিক ক্যাপিট্যাল প্রাইভেট লিমিটেড

বিজ্ঞান - পরিবেশ

ত্বকের প্রদাহ সারবে জীবন্ত কোষ দিয়ে তৈরি যন্ত্রে

বর্তমানে পেসমেকারসহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্র অগণিত মানুষের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করছে। এসব বৈদ্যুতিক যন্ত্র কিছুটা ভারী ও অনমনীয় হওয়ায় কখনো কখনো জটিলতা তৈরি করে। সেই সংকট মোকাবিলা করতে জীবন্ত কোষ ও কৃত্রিম টিস্যু ব্যবহার করে বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্র তৈরি করছেন বিজ্ঞানীরা। শরীরে আলাদাভাবে যন্ত্র বসানো হলেও যন্ত্রগুলোর সঙ্গে কোষের সংযোগ থাকে না। আর তাই মানুষের কোষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকবে, এমন যন্ত্র নকশা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। দীর্ঘ গবেষণার পরে জীবন্ত

বায়োইলেকট্রিক যন্ত্রের একটি পরীক্ষামূলক সংস্করণ তৈরি করেছেন তারা। যন্ত্রটি অনেক ওয়ানটাইম ব্যান্ডএইডের মতো ত্বকে লাগানো যায়। বিজ্ঞানী জিয়াউন শি বলেন, 'আমরা খুব উত্তেজিত। এ যন্ত্র তৈরিতে দেড় দশক সময় লেগে গেছে। মানুষের শরীরের সঙ্গে বৈদ্যুতিক যন্ত্র যুক্ত করা বেশ কঠিন। মানুষের কোষ জীবন্ত। আর তাই সেন্সরযুক্ত পাতলা নমনীয় ইলেকট্রনিক সার্কিটযুক্ত যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। যন্ত্রটি ট্যাপিওকা স্টার্চ ও জেলাটিন থেকে তৈরি জেল দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। ফলে যন্ত্রটি ত্বকে স্থাপন করা হলে ব্যাকটেরিয়া কার্যকর উপায়ে প্রদাহ কমায়। যন্ত্রে থাকা সেন্সর ত্বকের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতাও পর্যবেক্ষণ করতে পারে।'এরই মধ্যে ইঁদুরের ওপর যন্ত্রটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করেছেন বিজ্ঞানীরা। যন্ত্রটি নাম রাখা হয়েছে অ্যাকটিভ বায়োইন্টিগ্রেটেড লিভিং ইলেকট্রনিকস বা অ্যাবলেন। এই যন্ত্র দেড় বছর বা তার বেশি সময় ধরে ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। যন্ত্রটি যখন প্রয়োজন, তখন ব্যবহার করা যাবে।

এ বিষয়ে বিজ্ঞানী সেইউন কিম বলেন, এই যন্ত্র ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষত দ্রুত সারাতেও ব্যবহার করা যাবে। বিভিন্ন টিস্যু ও কোষের প্রদাহ ও রোগে এই যন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ আছে। ভবিষ্যতে এই যন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কের নিউরণের সঙ্গেও সংযোগ করা সম্ভব।

অবৈধ মদের ঠেকে আগুন

শিলিগুড়ি, ৩ জুনঃ অবৈধ মদের ঠেকে আগুন, আতঙ্ক এলাকাজুড়ে। সন্ধ্যা হলেই নিয়ম করে খোলে ঠেকের তালা। তারপরই শুরু হয় অবৈধ মদের রমরমা কারবার। রবিবার সেই ঠেকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটল। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালেও তা পুরোপুরি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনায় আতঙ্কে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাগরাকোট এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের কথা বড়সড় দুর্ঘটনা হাত থেকে রেহাই মিলল। তাদের কথায়, সন্ধ্যা নামতেই ওই ঠেকে বহিরাগতদের আড্ডা জমে। পথ চলা দায় হয়ে ওঠে মহিলাদের। সেক্ষেত্রে ওই এলাকা থেকে অবৈধ মদের ঠেক সরিয়ে ফেলার আর্জি জানিয়েছেন তারা। জানা গিয়েছে, বাগরাকোট এলাকার ওই অবৈধ মদের ঠেকে একদিকে যেমন মদের আসর বসে তেমনই চলে জুয়ার আসর।

খোঁজ মিলেছে সবচেয়ে দূরবর্তী ছায়াপথের

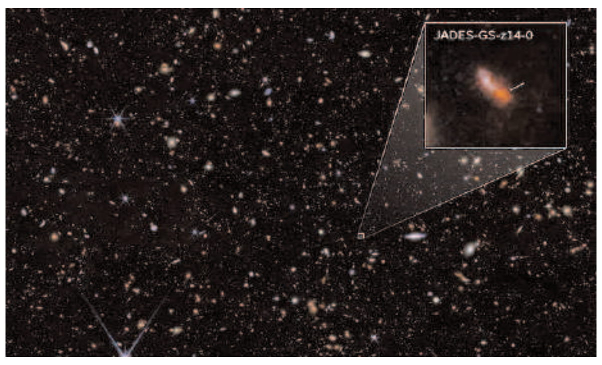

চোখ যত দূরে যায়, তত দূরে কি সব দেখা যায়? আকাশের নীল আকাশ পেরিয়ে যে অন্ধকার মহাকাশ সেখানে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে কোটি কোটি ছায়াপথ আর নক্ষত্র। মানবমন হাজার বছর ধরে সেই রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই মহাকাশে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ নজর রাখছে দূরের অনেক অচেনা ছায়াপথের ওপর। সবচেয়ে দূরের এক ছায়াপথ শনাক্ত করছে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ। আগের খোঁজ পাওয়া দূরের ছায়াপথের নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙেছে জেমস ওয়েব। জেডস-জিএস-জেড ১৪-০ নামে পরিচিত ছায়াপথের খোঁজ মিলেছে। সেই ছায়াপথের তারাগুচ্ছের মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাংয়ের ২ কোটি ৯০ লাখ বছর পরে বিকশিত হওয়া শুরু করে। যদি মহাবিশ্বের বয়স ১ হাজার ৩৮০ কোটি বছর হয়, তাহলে নতুন শনাক্ত করা ছায়াপথটি এমন অবস্থায় আছে যখন মহাবিশ্ব বর্তমান বয়সের মাত্র ২ শতাংশে অবস্থান করছিল। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ তার বিশাল ৬.৫ মিটার প্রশস্ত আয়না ও সংবেদনশীল ইনফ্রারেড যন্ত্র ব্যবহার করে নতুন ছায়াপথের খোঁজ দিয়েছে। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ এর আগে বিগ ব্যাংয়ের ৩ কোটি ২৫ লাখ বছর পরে বিকশিত একটি ছায়াপথের খোঁজ দিয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানী কারনিয়ানি পিসা বলেন, 'সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে নতুন ছায়াপথের আকার ও উজ্জ্বলতা। সবাইকে চমকে দিয়ে জেমস ওয়েবের মাধ্যমে আমাদের কল্পনার বাইরের দূরত্বে ছায়াপথের খোঁজ পাওয়া গেছে। জেমস ওয়েবের মাধ্যমে ১৬০০ আলোকবর্ষ দূরের এই ছায়াপথের খোঁজ মিলল। অনেক আলোকিত ছায়াপথ বড় আকারের কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে গেলে গ্যাসের মাধ্যমে আলো উৎপন্ন করে। নতুন ছায়াপথের আলোকমাত্রা কিছুটা ভিন্ন। আমরা বিশ্বাস করছি ছায়াপথের আলো কিছুটা নবীন তারার কারণে তৈরি হয়েছে। এত বেশি তারার আলোর অর্থ হচ্ছে ছায়াপথের ভর সূর্যের ভরের চেয়ে কয়েক কোটি গুণ বেশি। আমরা প্রশ্ন করছি, প্রকৃতি কীভাবে বিগ ব্যাঙের ৩০ কোটি বছরের কম সময়ে এত উজ্জ্বল, বিশাল ও বড় ছায়াপথ তৈরি করতে পারে?'

১ হাজার কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ২০২১ সালে চালু করা হয়। মহাজাগতিক এলাকার বিশাল অংশ দূর থেকে দেখার জন্য নকশা করা হয় জেমস ওয়েবকে। প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহাবিশ্বের শুরুর সময়কার নক্ষত্র খুঁজে বের করা। নতুন ছায়াপথে জেমস ওয়েব উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অক্সিজেনের খোঁজ পেয়েছে। বলা যায় নতুন শনাক্ত করা ছায়াপথটি বেশ পরিপক্ক। ছায়াপথের প্রথম দিকে অক্সিজেনের উপস্থিতি একটি আশ্চর্যজনক বিষয় বলা যায়। অনেক বড় তারা সেখানে একাধিক প্রজন্মে রূপান্তরিত হয়ে গেছে বলা যায়। ছায়াপথের নামের অংশ জেডস মানে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ অ্যাডভান্স ডিপ এক্সট্রাগ্যালাক্টিক সার্ভে। মহাজগতের প্রথম কয়েক কোটি বছর অনুসন্ধান করার জন্য টেলিস্কোপটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

আর জেড১৪ বলতে রেডশিফ্ট ১৪ বোঝায়। রেডশিফ্ট শব্দটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দূরত্ব বর্ণনা করতে ব্যবহার করেন। দূরবর্তী ছায়াপথ থেকে আসা আলো মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কারণে কতটা দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে প্রসারিত হচ্ছে তা নির্দেশ করে। দূরত্ব যত বেশি, প্রসারণ তত বেশি। প্রাচীনতম ছায়াপথের আলো অতিবেগুনি ও দৃশ্যমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে ইনফ্রারেড আকারে প্রসারিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সান্তা ক্রুজের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ব্রান্ট রবার্টসন বলেন, 'আমরা এই ছায়াপথটি আরও ১০ গুণ বেশি ক্ষীণ আলোর হলেও শনাক্ত করতে পারতাম। যার অর্থ আমরা মহাবিশ্বের আরও ছায়াপথের খোঁজ পাব, যাদের বয়স সম্ভবত প্রথম ২০০ মিলিয়ন বছরের মধ্যে হবে। নতুন ছায়াপথের তথ্যাদি 'আর্কাইভ' সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন বাঙালি উদ্বাস্তদের

কাঞ্চনপুর, ৩ জুন ঃ মানুষ হিসেবে মানবিক আবেদন নিয়ে ডেপুটেশনে শামিল হয়েছেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার পেকুছড়ার বাঙালি উদ্বাস্তরা। তাঁদের নাআছে খাদ্য, নাআছে জল, ঘর। কাপড়, বাঁশ আর পলিথিন দিয়ে তৈরি করা ঘরে জীবনযাপন করছে শতাধিক পরিবার। জানা গিয়েছে, প্রায় ২০ বছর যাবত আনন্দবাজার, দশদা, গছিরাম পাড়া, জয়শ্রী প্রভৃতি এলাকা থেকে জাতি দাঙ্গার কারণে ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছে বাঙালি শতাধিক পরিবার। এখন তাঁদের একমাত্র ভরসা সেই বাঁশ ও পলিথিনের তৈরি আস্তানা। পানিসাগর মহকুমার পেকুছড়া গ্রামে প্রায় একমাস যাবত বসবাস করছে এই উদ্বাস্ত বাঙালি পরিবারগুলি। তাঁদের প্রতি বনদপ্তরের আক্রোশ অব্যাহত রয়েছে। কখনও পানীয় জলের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া,কখনওবা বসতঘর ছিঁড়ে ফেলে পরিষ্কার করে ফেলা হয়। এভাবেই চলছে তাঁদের জীবন সংগ্রাম। আর্থিক অবস্থাও ভালো নেই। তাই ২৮টি পরিবারের সদস্যরা টাকা-পয়সা একত্রিত করে কোনওক্রমে মাত্র তিনটি পরিবার এসেছে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিতে। কোনওভাবেই যাতে তাঁদের তুলে না দেওয়া হয়, এই আর্জি জানাতে। একদিকে চলছে রোদ-বৃষ্টির খেলা, অপরদিকে চলছে মানুষের জীবন সংগ্রাম। এর মধ্যে তিনটি নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের। ৬ জুন যদি তাঁরা নিজেদের আস্তানা গুটিয়ে না ফেলেন, তবে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে উচ্ছেদ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এঁরা ভারতীয় নাগরিক এবং ভারতের নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার রয়েছে। সোমবার পেকুছড়ার এই সব পরিবারগুলির পক্ষ থেকে এক মানবিক ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে উত্তরের জেলাশাসকের কাছে। এখন উত্তরের জেলাশাসক মানবিক আবেদনে সাড়া দেন কিনা এবং কী ধরনের সাড়া দেন তাই দেখার।

শিশুকন্যার ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ৩ জুন ঃ সভ্য সমাজ ব্যবস্থার নগ্ন চিত্র আবারো প্রকাশ্যে এলো সাড়ে তিন বছর বয়সি এক শিশু কন্যার সঙ্গে যৌন নিপীড়নের ঘটনায়। অভিযুক্ত ধর্ষক নিজেও নাবালক বলে জানা গেছে। গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানায় সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। অভিযুক্তকে জালে তোলার প্রয়াস করেছে, দাবি পুলিশের। জানা গিয়েছে, খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানাধীন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকায় সাড়ে তিন বছরের এক শিশুকন্যা তারই প্রতিবেশী ১৭ বছরের এক কিশোরের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। গোটা ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর তেলিয়ামুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ওই নাবালিকার পরিবারের তরফে। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি রাজীব দেবনাথ জানিয়েছেন, আইপিসির ৩৭৬ (৩) এবং পোকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় মামলা গ্রহণ করে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। গোটা ঘটনাকে ঘিরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক চঞ্চল্য বিরাজ করছে।

স্মারক উন্মোচন

নয়াদিল্লি, ৩ জুনঃ ভারতীয় রেলওয়ের গতি শক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (জি এস ভি) ভাদোদরা নোকিয়া, প্লাসার ইন্ডিয়া এবং জ্যাকবের সাথে শিল্প এবং একাডেমিয়ার মধ্যে অংশীদারিত্বকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করার জন্য সহযোগিতায় প্রবেশ করেছে। শ্রী রাঘব সহগাল (প্রেসিডেন্ট ক্লাউড অ্যান্ড নেটওয়ার্ক সার্ভিসেস, নোকিয়া) এবং প্রফেসর মনোজ চৌধুরী (ভাইস-চ্যান্সেলর, জিএসভি), মিঃ সিগফ্রিড ফিঙ্ক (ব্যবস্থাপনা পরিচালক) এর মধ্যে রেল ভবন, নয়াদিল্লিতে তিনটি সমঝোতা স্মারক (সমঝোতা স্মারক) স্বাক্ষরিত হয়েছে প্লাসার ইন্ডিয়া) এবং প্রফেসর মনোজ চৌধুরী (ভাইস-চ্যান্সেলর, জিএসভি) এবং শ্রী অনিল রিলান (ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পুরো সময়ের ডিরেক্টর - জ্যাকবস) এবং প্রফেসর মনোজ চৌধুরী (ভাইস-চ্যান্সেলর, জিএসভি)। এই সমঝোতা স্মারকগুলি শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, রেল, যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স এবং আইটি মন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়, যিনি গতি শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলরও। শ্রীমতী জয়া বর্মা সিনহা, চেয়ারপারসন এবং সিইও, রেলওয়ে বোর্ড এবং রেলওয়ে বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে, শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, ''আমি আনন্দিত যে এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশের -এর সমান একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। আজ তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হচ্ছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এগিয়ে আসার জন্য আমি নকিয়া, প্লাসার ইন্ডিয়া এবং জ্যাকবকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তীব্র শিল্প-একাডেমিয়া অংশীদারিত্বের উপর ফোকাস করা। এটি শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে তাদের শেষ বছরের মধ্যে চাকরির জন্য প্রস্তুত হতে সক্ষম করবে।নোকিয়ার সাথে সমঝোতা স্মারকটি ৫৬ যোগাযোগের ক্ষেত্রে গবেষণার সাথে সহযোগিতার উপর ফোকাস করবে যার মধ্যে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ডস ডেভেলপমেন্ট, স্মার্ট ফ্যাক্টরিঅটোমেশন, ল্যাবস এবং নোকিয়ার ''ডিজিটাল টুইনস এবং নকিয়ার '' নেটওয়ার্ক অ্যাজ কোড পরিবহন এবং লজিস্টিক সেক্টর, ফাইবার সেন্সিং এবং এআই, অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক প্ল্যানিংয়ের জন্য প্ল্যাটফর্ম।

বরপেটা রোড ও পাঠশালা স্টেশনের মধ্যে ডাবল লাইন সেকশন চালু

মালিগাঁও, ৩ জুনঃ ২ ও ৩ জুন, ২০২৪ তারিখে বরপেটা রোড ও পাঠশালা স্টেশনের মধ্যে নতুনভাবে স্থাপন করা ডাবল লাইনের সতর্কতামূলক পরিদর্শন করলেন চিফ কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিসিআরএস) শ্রী জনক কুমার গার্গ। এই পরিদর্শনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল এই সেকশনের নবনির্মিত রেলওয়ে পরিকাঠামোর সুরক্ষা ও দক্ষতা নিশ্চিত করা। নতুন করে স্থাপিত দ্বিতীয় লাইনটি নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ভায়া রঙিয়া রুট দিয়ে আরও বেশি পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচলে সহায়ক হবে এবং ট্রেনের ক্রসিং সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। রঙিয়া হয়ে নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ১৪২.৯৭ কিমি ডাবল লাইন প্রকল্পের একটি অংশ হলো বরপেটা রোড ও পাঠশালা সেকশনের কাজ। এই প্রকল্পে ৭৫টি মেজর ব্রিজ, ৩৮টি মাইনোর ব্রিজ ১৯টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বরপেটা রোড থেকে পাঠশালা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ২১.৪০ কিমি। এই সেকশনে ০১টি মাইনোর ও ১৬টি মেজর ব্রিজ নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখানে ০৫টি লেভেল ক্রসিং রয়েছে যার মধ্যে ০২টি স্পেশাল ক্লাস মানবযুক্ত (ট্রাফিক), ০১টি স্পেশাল ক্লাস ও ০২টি ''এ ক্লাস মানবযুক্ত (ইঞ্জিনিয়ারিং) লেভেল ক্রসিং রয়েছে। দ্বিতীয় লাইনটি বৈদ্যুতিকীকরণের সাথে চালু করা হয়েছে। চিফ কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিসিআরএস) সেকশনটির রেলওয়ে ব্রিজ, ট্র্যাক ফিটিংস, পি-ওয়ে অ্যাসেট, ইলেকট্রনিক ইন্টার-লকিং, রিলে রুম, কেবিন, লেভেল ক্রসিং পরিদর্শন করেন। সরুপেটা ও বরপেটা রোডে যথাক্রমে ২ বে এবং ১০ বে যুক্ত নতুন প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্ম শেড সহ সরুপেটা, গুয়াগাছা ও বরপেটা রোড স্টেশনে যাত্রী সুবিধার জন্য যুক্ত করা ৩-মিটার প্রশস্ত নতুন ফুট ওভার ব্রিজ চালু করা হয়েছে।

গুয়াগাছা ও বরপেটা রোড স্টেশনে একটি করে মহিলাপুরুষ শৌচালয় ও সরুপেটা রেলওয়ে স্টেশনে ০৩টি মহলি০৪টি পুরুষ শৌচালয়েরর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে সরুপেটা ও বরপেটা রোড স্টেশনে ০২টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণের পাশাপাশি উভয় স্টেশনই যাত্রীদের জন্য উপযুক্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ট্রেনে যাত্রীদের বোর্ডিং ও ডি-বোর্ডিং-এর জন্য প্ল্যাটফর্মগুলির উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ভায়া রঙিয়া ডাবলিং প্রকল্পের ১৪২.৯৭ কিমি-এর মধ্যে ইতিমধ্যে ৯১.২১ কিমি চালু করা হয়েছে।

এর পূর্বে নিউ বঙাইগাঁও থেকে বিজনির মধ্যে ১৭.৫৩ কিমি সেকশন, পাঠশালা থেকে নলবাড়ির মধ্যে ২৬.৯১ কিমি সেকশন, বিজনি থেকে সরভোগের মধ্যে ১৮.৯৯ কিমি সেকশন এবং চাংসারি থেকে আগিয়াঠুরির মধ্যে ৭.৪৮ কিমি সেকশন এবং বাইহাটা থেকে চাংসারির মধ্যে ১০.১৫ কিমি সেকশন যথাক্রমে ৩০ আগস্ট, ২০২২, ২৪ মে, ১৩ জুন এবং ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে এবং ২০ মার্চ, ২০২৪ তারিখে চালু করা হয়েছিল। এছাড়াও, আজ বরপেটা রোড ও পাঠশালার মধ্যে ২১.৪০ কিমি চালু করা হয়।

সমগ্র সেকশনটি সম্পূর্ণ হলে আঞ্চলিক ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

ব্যাগের মধ্যে মাথার খুলি, চাঞ্চল্য

বাগুইআটি, ৩ জুনঃ বাগুইআটি থানার অন্তগত জর্দা বাগানে বাড়ির পরিত্যক্ত জঞ্জাল থেকে সন্দেহভাজন ব্যাগ উদ্ধার। স্থানীয় বাসিন্দারা ব্যাগে মধ্য থেকে মাথার খুলি, হাড় দেখতে পেয়ে বাগুইআটি থানায় খবর দেয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বাগুইআটি থানার পুলিশ। ব্যাগের মধ্যে কঙ্কাল উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বাগুইআটি থানার পুলিশ। সোমবার সকালে বাগুইআটি জর্দাবাগান এলাকায় একটি পরিতক্ত বাড়ির জঞ্জাল থেকে ব্যাগ ভর্তি মাথার খুলি হাড়গোড় উদ্ধার হয়। জনবহুল অঞ্চল মাথার খুলি সমেত ব্যাগ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ব্যাগটি দেখতে পায়। দেখা যায় ব্যাগটিতে মানুষের মাথার খুলি, হাড় জাতীয় বস্তু রয়েছে। এরপরেই স্থানীয় বাসিন্দারা বাগুইআটি থানায় খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ব্যাগে মানুষের মাথার খুলি ও হাড় উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে নিশ্চিত করে এখনই বলা সম্ভব নয় এগুলো মানুষের মাথার খুলি কিনা। মেডিক্যাল ছাত্র ছাত্রীরা ব্যবহার করে থাকতে পারে। রয়েছে পেনের দাগ। পরিত্যক্ত বাড়িতে দীর্ঘদিন পড়ে রয়েছে। বাড়ির মালিকানা কেউ এখানে থাকে না। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে খতিয়ে দেখা হবে। এগুলো মানুষের মাথার খুলি আর হাড় কি না তা পুলিশের পক্ষ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

Name Change

I, BHUPATI CHANDRA DAS, SON OF LATE BHAGABAN DAS, RESIDING AT VILL & PO-RUDRANAGAR, PS-SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS - 743373, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHUPATI DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024. THAT BHUPATI CHANDRA DAS AND BHUPATI DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BENZAMIN NIRMAL GOMES, S/O MICHEL GOMES, R/O 258, P. K GUHA ROAD, RAM VILLA, BLOCK C, 2ND FLOOR, DUMDUM CANT, KOLKATA - 700028, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BENJAMIN NIRMAL GOMES, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024, THAT BENZAMIN NIRMAL GOMES AND BENJAMIN NIRMAL GOMES ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KETAN KUMAR SHANGHAVI (OLD NAME), SON OF MANGALDAS AMRITLAL SHANGHAVI, RESIDING AT 33/2 SARAT BOSE ROAD, PO-LALA LAJPAT RAI SARANI, KOLKATA - 700020, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KETAN SHANGHAVI(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT KETAN KUMAR SHANGHAVI AND KETAN SHANGHAVI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, AJOY GHOSH AND AJAY GHOSH & AJOY KR GHOSH (OLD NAME), SON OF AJIT KUMAR GHOSH, RESIDING AT RAJIBPUR, PO RAJIBPUR, ASHOKENAGAR, NORTH 24 PARGANAS-743702, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJOY KUMAR GHOSH (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT AJOY GHOSH AND AJAY GHOSH & AJOY KR GHOSH ALSO AJOY KUMAR GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SOUMITA DAS, W/O GOURAB POREL, RESIDING AT BL-4, FL NO-10E, 59, JESSORE ROAD (SOUTH), MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS-700132, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOUMITA DAS POREL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT SOUMITA DAS AND SOUMITA DAS POREL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RAMA DARI, W/O LATE DIPAK DARI, R/O SOUTH SANKRAIL, PO & PS SANKRAIL, HOWRAH - 711313, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUMA DARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024, THAT RAMA DARI AND RUMA DARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KRISHNA BHATTACHARYA (OLD NAME), WIFE OF DEBNATH BHATTACHARJEE, RESIDING AT 3/82 AZADGARH,REGENT PARK, KORKATA-700040, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRISHNA BHATTACHARJEE (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024. THAT KRISHNA BHATTACHARYA AND KRISHNA BHATTACHARJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PARTHA PRAMANICK, S/O LATE TARAPADA PRAMANICK, R/O 68, R.B. GHOSH ROAD, KHOSHBAGAN, PS BURDWAN, PURBA BARDHAMAN, PIN-713101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARTHA KUMAR PRAMANICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024, THAT PARTHA PRAMANICK AND PARTHA KUMAR PRAMANICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NAKUL CHANDRA SAMUI AND NAKUL CH SAMUI (OLD NAME), SON OF LATE YUGOL SAMUI, RESIDING AT VILL-BIRUPUR, PO-BIRSHIBPUR, PS- ULUBERIAHOWRAH-711316, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAKUL SAMUI(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT NAKUL CHANDRA SAMUI AND NAKUL CH SAMUI ALSO NAKUL SAMUI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I DEEPA DIPAKKUMAR (OLD NAME), WIFE OF DIPAK KUMAR KAR, RESIDING AT HIG IIA 2/4 PHASE II,1050/2 SURVEY PARK, PO-SANTOSHPUR, PS-SURVEY PARK, KOLKATA -700075, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEEPA KAR (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT DEEPA DIPAKKUMAR AND DEEPA KAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Surojit Ghorui (old name) S/O Biswajit Ghorui, residing at Vill.- Purba Thakuranichak, P.O.- Thakuranichak, P.S.- Khanakul, Dist.- Hooghly, Pin- 712613, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Surajit Ghorui (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/06/2024. Surajit Ghorui (new name) and Surojit Ghorui (old name) both are same identical person.

Name Change

I SUJEET SINGH, S/O LAL BABU SINGH, R/O FLAT NO 503, 95A, SRI ARABINDA ROAD, SALKIA, PS GOLABARI, HOWRAH -711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUJEET KUMAR SINGH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024, THAT SUJEET KUMAR SINGH AND SUJEET SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Dhwani Devang Manek (Old Name) W/o of Devang Manek resident of 15 A Ramesh Mitra Road, Ekta Bldg, Flat No 503, P.O & P.S. Bhowanipur, Kolkata – 700025, WB shall henceforth be known as Dhwani Manek (New Name) vide affidavit dated 31.05.24 before the Notary Public at Kolkata. Dhwani Devang Manek (Old Name) and as as Dhwani Manek (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shafique Mohammad (old name) S/O Ramzan Mia, residing at 32/B Karl Marx Sarani, P.S.- Watgunge, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Saffique (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/06/2024. Md Saffique (new name) and Shafique Mohammad (old name) both are same identical person.

Name Change

I SWAPAN KUMAR BHADRA, S/O LATE NILRATAN BHADRA, R/O 136, M.G. ROAD, NORTH DUMDUM, PO NANDAN NAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700083, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN BHADRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024, THAT SWAPAN KUMAR BHADRA AND SWAPAN BHADRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Dhriti Devang Manek (Old Name) D/o of Devang Manek resident of 15 A Ramesh Mitra Road, Ekta Bldg, Flat No 503, P.O & P.S. Bhowanipur, Kolkata – 700025, WB shall henceforth be known as Dhriti D. Manek (New Name) vide affidavit dated 31.05.24 before the Notary Public at Kolkata. Dhriti Devang Manek (Old Name) and as Dhriti D. Manek (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shabnam Banu (old name) W/O Md Saffique, residing at Flat No-2, 32/B Karl Marx Sarani, P.S.- Watgunge, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shabnam Bano (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/06/2024. Shabnam Bano (new name) and Shabnam Banu (old name) both are same identical person.

Name Change

I BABLU KUMAR PAL, SON OF AJIT PAL, RESIDING AT VILL-RAUTARA, PO-SODEPUR, PS-PURSURAH, HOOGHLY RURAL-712415, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BABLU PAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT BABLU KUMAR PAL AND BABLU PAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SWETHA BARAT (OLD NAME), WIFE OF RABINDER PRASAD, RESIDING AT SAI NIWAS, UTTARAYAN COLONY, GOPALPUR, PO-ASANSOL, PS-ASANSOL (SOUTH), PASCHIM BARDHAMAN-713304, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWEATA PRASAD (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT SWETHA BARAT AND SWEATA PRASAD BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mala Mazumder (old name) W/O Prakash Mazumder, residing at Rambandh, Burnpur, Asansol, Barddhaman, Pin- 713325, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mala Majumder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/06/2024. Mala Majumder (new name) and Mala Mazumder (old name) both are same identical person.

Name Change

I NABRATNA JHA, S/O NARENDRA KUMAR JHA, R/O D-20/5, BELUR HOUSING, EAST SAPUIPARA , BALLY, HOWRAH -711227, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NABRATAN KUMAR JHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024, THAT NABRATAN KUMAR JHA AND NABRATNA JHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK SHAMSAD (OLD NAME), SON OF AHMED HUSSAIN, RESIDING AT PAIGAMBARPUR, SIWAN-841226, BIHAR, INDIA. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAMSAD AHMAD (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024. THAT SK SHAMSAD AND SHAMSAD AHMAD BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Prakash Majumder (old name) S/O Late Bijan Mazumder, residing at Rambandh, Burnpur, Asansol, Barddhaman, Pin- 713325, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Prakash Mazumder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/06/2024. Prakash Mazumder (new name) and Prakash Majumder (old name) both are same identical person.

Name Change

I,SOURINDAR SINHA, C/O SOMNATH SINHA, RESIDING AT VIJAYA ENCLAVE, 226 GARIA GARDEN, PO-GARIA, SOUTH 24 PARGANAS -700084, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOURINDRA SINHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024. THAT SOURINDAR SINHA AND SOURINDRA SINHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SK SHAMSAD (OLD NAME), SON OF AHMED HUSSAIN, RESIDING AT PAIGAMBARPUR,SIWAN-841226, BIHAR, INDIA. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAMSAD AHMAD (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024. THAT SK SHAMSAD AND SHAMSAD AHMAD BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Kasim (old name) S/O Md Elyas, residing at 14/1/H/5, Moulana Md Ali Road, Kolkata - 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Qasim (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/06/2024. Md Qasim (new name) and Md Kasim (old name) both are same identical person.

Name Change

I AISHI BHATTACHARYYA, D/O DEBIPRASAD BHATTACHARYYA, R/O MRIZAPUR PRANTICK NURSING HOME, BASIRHAT COLLEGE, BASIRHAT -1, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743412, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AISHI BHATTACHARYA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024, THAT AISHI BHATTACHARYA AND AISHI BHATTACHARYYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHWETA SINGH, WIFE OF KUMAR AVINASH, RESIDING AT FLAT NO-1606,16TH FLOOR,TATA AVENIDA BLOCK II G, ACTION AREA II,PO- NEW TOWN, NORTH 24 PARGANAS - 700156, WEST BENGAL. DO HERE BY INFORM THAT MY MINOR SON AARAV (OLD NAME) SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AARAV SINGH (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT AARAV AND AARAV SINGH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHWETA (OLD NAME), WIFE OF KUMAR AVINASH, RESIDING AT FLAT NO-1606,16TH FLOOR,TATA AVENIDA BLOCK II G, ACTION AREA II, PO- NEW TOWN, NORTH 24 PARGANAS - 700156, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHWETA SINGH(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT SHWETA AND SHWETA SINGH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I KHUSBHU KUMARI, WIFE OF RAM PRAKASH OJHA, Having DL NO JH-05/2010/0002778 and adhaar no 750966753683 , RESIDING AT 9/B OMDA RAJA LANE,1ST FLOOR,FL-104, PO TANGRA, KOLKATA-700015, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHUSHBU OJHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 03/05/2024.THAT KHUSHBU KUMARI AND KHUSHBU OJHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

কার দখলে কাঁথি? তৃণমূল প্রার্থী বলে দিলেন সেই উত্তর

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ৩ জুন ঃ 'কে জিতবে কাঁথি লোকসভা?' কোটি টাকার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অপেক্ষা করতে হবে আর মাত্র ২৪ ঘণ্টা। তবে কাঁথির সম্ভাব্য ফল কী হতে পারে তা নিয়েই এখন সরগরম কাঁথির প্রত্যেকটি অলিগলি, চায়ের ঠেক রাজপথ। বাদ যায়নি পাড়ার ক্লাবও। কারণ এই লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভাই সৌমেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয় সৌমেন্দু কাঁথির হ্যাট্রিক করা সাংসদ শিশির অধিকারীর ছোট ছেলেও বটে। অপরদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূল কংগ্রেসের পরীক্ষিত সৈনিক তথা পটাশপুর বিধানসভার বিধায়ক ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক। সারা রাজ্যের একাধিক সমীক্ষা যখন বলছে কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। সেই সময় সমস্ত এক্সিট পোলের সমীক্ষা উড়িয়ে দিয়ে উত্তম বারিকের দাবি, কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন, ২০২১ সালে

তিনি যে পটাশপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জিতেছেন, সমস্ত সমীক্ষায় তা উল্টো দেখানো হয়েছিল। আবার ২০২৩ এ (২০২১ এর বিধানসভার নিরিখে) বিজেপির শক্ত ঘাঁটি খেজুরি থেকে তিনি জেলা পরিষদ আসনে জয়যুক্ত হয়েছেন। তখনও সমীক্ষায় দেখানো হয়েছিল তিনি হারছেন। তাই তিনি বলেছেন, বিভিন্ন সমীক্ষা করা হয় প্যাকেট (টাকা দিয়ে) ভিত্তিক হয়েছে)। ২০২১ এ কোনও সমীক্ষায় বলেনি পটাশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করবে। ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেউ বলেনি, খেজুরির ৫৫ নম্বর জেলা পরিষদ আসন তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করবে। কাঁথি নিজেদের জেতা আসন ধরে রাখতে যেমন মরিয়া তৃণমূল - কংগ্রেস। ঠিক অধিকারীদের তেমনই নিজেদের জেতা আসন ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা। ফলত কাঁথি লোকসভা আসনে লড়াই সেয়ানে সেয়ানে ও হাড্ডা হাড্ডি যে হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এমনটাও মনে করছেন জেলা রাজ্যের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের একাংশ। তবে, ভোটের ফল যাই হোক না কেন তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তার লেস নেই বললেই চলে উত্তমের। ভোটের পরই রেমাল ঝড়ে সৈকত নগরী দীঘায় যেমন তাঁকে দেখা গেছে নিশ্চিন্তে সভাধিপতির দায়িত্ব পালন করতে, ঠিক তেমনি ভোট প্রচারের পরও নিজের বাইকে করে গোটা এলাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। কারণ তিনি একশো ভাগ আশাবাদী কাঁথি লোকসভা কেন্দ্র থেকে শেষ হাসি হাসবে তৃণমূল কংগ্রেস। অপর দিকে ফল ঘোষণার আগের দিনও নিজেকে কর্মী ও নেতৃত্বের সাথে ব্যাস্ত দেখা গেল কাঁথির দলীয় জেলা কার্যালয়ে। জেলা সভাপতির বিধায়ক এবং কর্মীদের সঙ্গে কাউটিং সেন্টারের এজেন্ট সহ নানা বিষয়ে তদারকি করছেন এই তরুণ প্রার্থী নিজেই। জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ১০০। আর গণনা কেন্দ্রে যাতে শাসকদল কারচুপি করতে না পারে সেই দিকেও বিশেষ নজর থাকবে বলে জানান সৌমেন্দু। কিন্তু ফল ঘোষণার আগে তিনি যে কিছুটা উৎকণ্ঠায় রয়েছেন তা ও নিজমুখে স্বীকার করে নেন। ভোটের পর হিংসা করার জন্য শাসকদল থাকবে না বলেও দাবি করেন বিজেপি প্রার্থীর।

গাড়ির বনেট ও সিটের মধ্যে লুকিয়ে গাঁজা পাচারের ছক, গ্রেফতার পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ জুন ঃ গাড়ির বনেট ও সিটের মধ্যে লুকিয়ে গাঁজা পাচারের ছক। পাচারের আগেই গাঁজা সহ এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করলো প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। বিভিন্ন সময়ে পাচারের ক্ষেত্রে নিত্যনতুন পথ অবলম্বন করে পাচারকারীরা। এবারে পুলিশের চোখে ধূলো দিতে গাঁজার প্যাকেট গাড়ির বনেট ও সিটের নীচে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যদিও কোন লাভ হয়নি পাচারকারীর। খবর পেয়েই প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ মহানন্দা ব্রিজ সংলগ্ন হিলকার্ট রোডে অভিযান চালায়। সেখানে একটি যাত্রীবাহী চারচাকা গাড়ি দেখতে পেয়ে সন্দেহ হয় পুলিশের। গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি নিতেই উদ্ধার হয় ৫ প্যাকেট গাঁজা। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় গাড়ির চালককে। ধৃতের নাম রঞ্জন দে। বালুরঘাটের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া গাঁজার ওজন ৩৫ কিলো। যার বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা। এই গাঁজা কোচবিহার থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় তা পাচারের পরিকল্পনা ছিল। তবে তার আগেই গাঁজা সহ পাচারকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিন সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

দিলীপ ঘোষের জয়ের লক্ষ্যে হোমযজ্ঞের আয়োজন পূর্ব বর্ধমানে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ জুন ঃ বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের মঙ্গল কামনায় ও জয়ের লক্ষ্যে হোমযজ্ঞের আয়োজন করা হলো সোমবার বিকেলে। মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণা, ঠিক তার কয়েক ঘণ্টা আগেই পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপি কার্যকর্তাদের তরফে শহর বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে হোমযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। দুর্গাপুর বিধানসভার বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই জানান, দুই মাস যাবৎ আমরা প্রচার করেছিলাম লোকসভা ভোটের। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণা, তাই আমাদের প্রার্থী দিলীপ ঘোষের মঙ্গল কামনার্থে ও জয় যাতে দিলীপদার পক্ষেই থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা হোমযজ্ঞের আয়োজন করি। বিধায়ক আরো বলেন, বাংলায় শান্তি ফিরে আসুক, খুনাখুনি বন্ধ হোক, বাংলার সমৃদ্ধি ফিরে আসুক, নির্বাচনদের সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে তার সমাপ্তি ঘটুক, জয় দিলীপ ঘোষের সমর্থনে থাকুক সেই মর্মেই হোমযজ্ঞের আয়োজন। আমরা যা এক্সিট পোল দেখলাম তাতে করে বলাই যায় বিপুল জনসমর্থন পেয়ে মোদীজি আবারো প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক সিট নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। এই এক্সিট পোল ঠিক হলে দেশ কে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদে থানা ঘেরাও

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩ জুন ঃ আদিবাসী পরিবারের মা মেয়ের পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। সেই বিবাদে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল আসানসোলের বারাবনিতে। বারাবনি থানার এক পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ঘেরাও করলেন বারাবনি থানা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ললিতা মুর্মুর একজন ইসিএল কর্মী। তাঁর স্বামী নেই। তাঁর এক পালিত পুত্র রয়েছে এবং তাঁকেই তাঁর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ললিতা মুর্মুর মেয়ে তাঁর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে এসে সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি শুরু করেন। কেন মা তাঁর পালিত সন্তানতে যাবতীয় সম্পত্তি লিখে দিচ্ছেন, সেই অভিযোগ তুলে থানার দ্বারস্থ হন ললিতার মেয়ে। অভিযোগ, মেয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে বাড়িতে গিয়ে পুলিশ গিয়ে ললিতাকেই হুমকি দিতে থাকেন। অভিযোগ, ললিতার সঙ্গেই দুর্ব্যবহার করেছেন থানার এক এএসআই। ওই পুলিশ আধিকারিককে ক্ষমা চাইতে হবে, এই দাবি নিয়ে সোমবার সকাল থেকে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আদিবাসী সমাজ।

বিশ্বশান্তি ও মানব কল্যাণের কামনায় হরিদাসপুরে ২৪ প্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ জুন ঃ পঞ্চপীঠের বীরভূমের মাটিটাই আলাদা। এই পবিত্র পূণ্যভূমিতে বৈশাখ থেকে চৈত্র বছরভর গ্রামে গ্রামে নির্ধারিত সুচিতে অনুষ্ঠিত হয় ২৪ প্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন। ধর্মীয় বাতাবরণে গ্রামের মানুষজনের সম্মিলিত সহযোগিতায়টিকে থাকে গ্রামীণ সংহতি। বিশ্বশান্তি ও মানব কল্যাণের কামনায় বীরভূমের দুবরাজপুর ব্লকের অন্তর্গত হরিদাসপুরে ২৪ প্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হল। এই ক'দিন ২৪ প্রহর ব্যাপী চলে অখন্ড হরেকৃষ্ণ নাম। বিকেলে গৌরমন্ডলী উৎসবে মিলিত হয় গ্রামের মা-মেয়েরাও। এলাকার সাত-দশটি গ্রামের সুধী ভক্তরা ভিড় করে গৌরমন্ডলী ও পালা গান সংকীর্তনের আসরে। গ্রামের এই ২৪ প্রহর নাম যজ্ঞের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বর্তমানে রানা পরিবার সেই পরম্পরা বজায় রেখেছেন। উত্তরসূরিরা এই ২৪ প্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন, নাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান গ্রামের মানুষের সহযোগিতা নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন আজও। এখন এই নাম যজ্ঞের উৎসব সারা গ্রামের উৎসব। গ্রামীণ সংহতি রক্ষায় এই নাম সংকীর্তন এখন সার্বজনীন রূপ পেয়েছে। গ্রামের প্রতিটি পরিবারে আসে আত্মীয়-পরিজন- বন্ধু- বান্ধবরা। ধর্ম আজও মানুষকে রক্ষা করে। আর এই বিশ্বাসে সমাজ-সংসারের শান্তি ও মঙ্গল কামনায় নাম সংকীর্তনে ব্রতী হন গ্রামীণ মানুষজন।

নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত স্ট্রেচ পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ৩ জুনঃ পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে আজ অর্থাৎ ০৩.০৬.২০২৪ হলুদ লাইনের নোয়াপাড়া থেকে

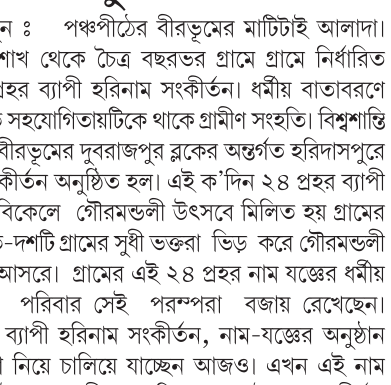

বিমানবন্দরের মধ্যে প্রসারিত পরিদর্শন করেছেন। শ্রী রেড্ডি মেট্রো রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এই প্রসারিত একটি বিস্তৃত পরিদর্শন করেন। তিনি নোয়াপাড়া থেকে এই পরিদর্শন শুরু করেন। এই পরিদর্শনের সময়, শ্রী রেড্ডি যশোর রোড স্টেশনে যাওয়ার পথে ভায়াডাক্ট, ট্র্যাক, র‍্যাম্প ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। তিনি যশোর রোড স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। স্টেশন পরিদর্শন শেষে, শ্রী রেড্ডি সুড়ঙ্গের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য যশোর রোড স্টেশন থেকে বিমানবন্দর স্টেশন পর্যন্ত একটি ট্রলি পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শন শেষ করার পর জেনারেল ম্যানেজার আজ বিমানবন্দরে মেট্রোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও করেন। শ্রী রেড্ডি বিমানবন্দর স্টেশন পর্যন্ত এই প্রসারিত কাজের সার্বিক অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সিউড়ি হাসপাতালে ধুন্ধুমার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ জুন ঃ সিউড়ি সদর হাসপাতালে প্রশিক্ষণরত নার্সকে মারধরের অভিযোগ মৃত রোগীর আত্মীয়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ গত ৩০ মে সিউড়ি সদর হাসপাতালে শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে ভর্তি হয়েছিলেন এক বৃদ্ধ। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে তাকে সিউড়ি সদর হাসপাতাল থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। রাজি হয়নি রোগীর পরিবার, আজ ওই রোগীর মৃত্যু হলে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এবং বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে রোগীর আত্মীয়রা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে। হাসপাতালের ওয়ার্ডের মধ্যে থাকা এক প্রশিক্ষণরত না আসলে সেই সময় মারধরের অভিযোগ। রোগীর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ঘটনার খবর পেয়ে ইতিমধ্যে সেখানে উপস্থিত হয় সে সিউড়ি থানার পুলিশ। দুই তরফের পক্ষ থেকেই পাওয়া অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে হাসপাতালে পক্ষ থেকে।

দুটি সুতলি মোড়ানো বল উদ্ধারে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়ার আগে এক বাড়ি থেকে গোলাকার দুটি সুতলি মোড়ানো বল উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর পৌরসভার অন্তর্গত ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে। সূত্রের খবর, গতকাল রাতে ওই এলাকার উজ্জ্বল বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হঠাৎই পুলিশ হানা দেয়, আর সেখান থেকে উদ্ধার হয় পরপর দুটি গোলাকার সুতলি বল। তবে পুলিশের প্রথমে প্রাথমিক ধারণা হয়, এটি হয়তো বোম হতে পারে তারপর সাথে- সাথেই গোলাকার সুতলি বল দুটি উদ্ধার করে পুলিশ প্রশাসন। পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উজ্জ্বল বিশ্বাসকে আটক করা হয়। অন্যদিকে সোমবার সকালে উজ্জ্বল বিশ্বাসের বাড়িতে গেলে পরিবারের কেউ না থাকায় প্রতিবেশীরা জানান। তারা জানতে পারেন পুলিশ এসে গোলাকার সুতলি বল দুটি উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। তবে প্রথমে অনেকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হলেও, যদিও এই ঘটনায় এখনো তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে, শান্তিপুর থানার পুলিশ প্রশাসন।

জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি এবং তৃণমূল প্রার্থীর মতামত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ জুন ঃ একদিকে যখন গণনার চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে, অন্যদিকে, তখন উৎকণ্ঠার প্রহর গুনছেন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। স্ট্রং রুমের ইভিএম বাক্সে বন্দী রয়েছে তাদের ভাগ্য। আগামীকাল সেই বাক্স খুললে বোঝা যাবে শেষ হাসি কে হাসলো। তার আগে উৎকন্ঠায় রয়েছেন বিজেপি তৃণমূল এবং বাম-কং জোট প্রার্থীরা। যদিও জলপাইগুড়িতে মূল লড়াই দ্বিমুখী অর্থাৎ বিজেপি-তৃণমূল। তবে বামপ্রার্থী কত শতাংশ ভোট কাটেন তার ওপরও যুযুধান দুই দলের প্রার্থীর ভাগ্য কিছুটা নির্ভর করছে। তবে ফলাফল নিয়ে আশাবাদী বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ জয়ন্ত রায়। জলপাইগুড়ির বেশ কয়েকটি ভবনে বিজেপির কাউন্টিং এজেন্টদের রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ভবনগুলি ঘুরে দেখেন জয়ন্তবাবু। তার দাবি, জয় তো নিশ্চিত বটেই, বাড়বে ব্যবধানও। প্রসঙ্গত গত লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ভোটে বিজয়ী হয়েছিলেন তিনি। যদিও তৃণমূল প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়ের দাবি, এবার হাওয়া ঘুরে গেছে, জিতবেন তিনিই। এরই পাশাপাশি এদিন, লক্ষ্য করা গেল খোস মেজাজে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়। এদিন দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে খোশ মেজাজে দেখা গেলো তাকে। এর পরেই নিত্যদিনের মতোই যান ধূপগুড়ি গার্লস কলেজে। এই কলেজের তিনি ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। বর্তমানে ধূপগুড়ির তৃণমূল বিধায়ক তিনি। কলেজে গিয়ে দেখা করেন সহকর্মীদের সাথে। আড্ডা দেন ছাত্র- ছাত্রীদের সাথেও। সেখান থেকে সোজা চলে যান নিজের দাবি বাসভূমি বামনটারি গ্রামের বাড়িতে সেখানে মা কে প্রণাম করে চলে যান জলপাইগুড়ি স্ট্রং রুম পরিদর্শনে।

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে বর্ধমান ষ্টেশন থেকে অবৈধ স্টল ও ট্রলি উচ্ছেদ রেলের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ জুন ঃ বর্ধমান জংশনের মত গুরুত্বপূর্ন ও জনবহুল ষ্টেশনে যাত্রী চলাচলের সুবিধার্থে ও তাদের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে রবিবার মাঝ রাতে বে আইনী ভাবে দীর্ঘদিন ধরে বসা স্টল ও ট্রলিগুলিকে ভেঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হল রেলের পক্ষ থেকে। রবিবার রাত থেকেই এই নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বর্ধমান ষ্টেশনে। রেল সূত্রে জানা গেছে স্টল ও ট্রলি মিলিয়ে মোট ৩৫ টি দোকানকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ টি ষ্টল এবং ১৯ টি ট্রলি ছিল। রেলের পক্ষ থেকে এই উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও হয়। রবিবার রাতে। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, বেআইনি দোকানগুলিকে তাদের দখলদারি ত্যাগ করার জন্য আগেই নোটিশ দিয়েছিল পূর্ব রেল। কিন্তু এরা এদের দখলদারি বজায় রেখে যাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি করেই চলেছিল। বর্ধমান একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন। অগণিত মেল, এক্সপ্রেস এবং লোকাল ট্রেনের জংশন পয়েন্ট বলা যেতে পারে। অসংখ্য রেলযাত্রী প্রতিনিয়ত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন প্রশস্ত প্ল্যাটফর্মকে অপরিসর করে তোলা এই বেআইনি দোকানগুলির জন্য। এমনকি এই বেআইনি বিক্রেতারা ১ নং প্ল্যাটফর্মের রিফ্রেশমেন্ট রুমটিকেও দখল করে নিয়েছিলেন। এসমস্ত অবৈধ দখলদারদের স্টেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে উচ্ছেদ করে বর্ধমান স্টেশনের প্লাটফর্মকে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, 'যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করাই হল রেলের প্রাথমিক লক্ষ্য। রেলের জায়গা দখল করে যাত্রীদের অসুবিধা আর করতে দিতে নারাজ রেল মন্ত্রক। তাই যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য প্ল্যাটফর্ম অবৈধ দখলদারিমুক্ত করতে পূর্বরেল বদ্ধপরিকর। যাত্রীদের কাছে আরও অনুরোধ যে, এ জাতীয় দখলদারির প্রতিবাদ করুন যাতে আপনাদের যাতায়াত ও স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত না ঘটে। এদিকে উচ্ছেদ হওয়া স্টল ও ট্রলি মালিকদের দাবী, তারা বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে বর্ধমান প্ল্যাটফর্মে ব্যবসা করে আসছেন। রেলের এই কাজ অমানবিক। এই স্টল ও ট্রলিগুলির সাথে জড়িত রয়েছে বহু পরিবার। তারা সব পথে বসে গেল। রেলের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা ক্রমাগত প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানানো হয়েছে হকার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য, ১ জুন চূড়ান্ত নোটিশ লাগিয়েছিল রেল। তাতে বলা হয়েছিল শনিবার বিকেল ৫ টা থেকে রবিবার বিকেল ৫ টার মধ্যে অর্থাৎ ২৪ ঘন্টার মধ্যে বর্ধমান ষ্টেশনের ১ নং থেকে ৮ নং প্ল্যাটফর্মের সমস্ত অবৈধ স্টল ও ট্রলিগুলি সরিয়ে না-নিলে সেগুলি সরিয়ে দেবে রেল। প্রয়োজনে ভেঙেও দিতে পারে। এতে দোকানের কোনও সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতি হলে তার দায়ভার রেল নেবে না। ওই স্টল ও ট্রলিগুলির মধ্যে বে আইনিভাবে আইআরসিটিসির লোগো ব্যবহার করা হয়েছিল, যার অনুমোদন রেল তাদের দেয় নি। তাছাড়া রেলের বিদ্যুৎ ব্যবহার করেই ওই স্টলগুলি চলছিল এতদিন। তাই রেলের পক্ষ থেকে এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রেলের টেন্ডার অনুযায়ী যারা আইআরসিটিসির অনুমোদন পেয়েছে কেবল তারাই এবার থেকে প্ল্যাটফর্মে ব্যবসা করতে পারবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ ব্যবসাদারদের সরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে আসছিলেন আইআরসিটিসির অনুমোদিত স্টলের ব্যবসায়ীরা। তাদের অভিযোগ ছিল যে মোটা টাকা কর দিয়ে তারা আইন অনুযায়ী রেলের প্ল্যাটফর্মে ব্যবসা করছেন। কিন্তু অবৈধ ব্যবসাদারদের জন্য তাদের বিক্রিবাটা অনেক কমে যাচ্ছে। অথচ প্রতি বছর তাদের লাইসেন্স রিনিউ করতে একটা মোটা টাকা রেল কে দিতে হয়। সেক্ষেত্রে তারা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। অথচ অবৈধ দোকানদাদের রেলকে কোন টাকা পয়সা দিতে হয় না, ফ্রি তে রেলের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। আর তাদের বিদ্যুৎ বিল দিতে হয় মোটা টাকার। অবৈধ দোকানদাররা এতদিন ফ্রিতে রেলের জায়গা ও বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ব্যবসা করে মুনাফা লুঠছিলেন। যদিও উচ্ছেদ হওয়া দোকানদারদের দাবী, প্রায় ৬০-৭০ বছর ধরেই তাদের পূর্ব পুরুষদের আমল থেকে ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। তখন অনুমোদন নেওয়া ছিল। তাদের দাবী তাদের জন্য বিকল্প কিছু ব্যবস্থা করা হোক রেলের পক্ষ থেকে।

স্নান করতে নেমে ভাগীরথীতে তলিয়ে গেল কিশোর

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৩ জুন ঃ ফের ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক কিশোর। ঘটনার জেরে এলাকায় ছড়ালো ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকেল প্রায় তিনটে নাগাদ নবদ্বীপ পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান ঘাটের পাশে। তলিয়ে যাওয়া ওই কিশোরের নাম সঞ্জয় সাহা। বয়স আনুমানিক ১৭। তার বাড়ি নবদ্বীপ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাচীন মায়াপুর মহাপ্রভু কলোনী এলাকায়। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, পেশায় সেলুন কর্মী সঞ্জয় কাজ সেরে বিকেল প্রায় তিনটে নাগাদ শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান গঙ্গার ঘাটে, সেখানে অন্যান্য যুবকদের সঙ্গে একটি টিউব নিয়ে স্নান করতে করতে হঠাৎই ভাগীরথীর গর্ভে তলিয়ে যায় ওই কিশোর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমান কৃষ্ণ সাহা ও স্থানীয় দুই কাউন্সিলর সুজিত সাহা এবং ঝন্টু লাল দাস। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় নবদ্বীপ থানায়। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ বাহিনী ও বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের কর্মীরা। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ডুবুরি কে নামিয়ে খোঁজ চালানো শুরু হয়। যদিও বা সন্ধ্যা সাড়ে ছটা পর্যন্ত তলিয়ে যাওয়া কিশোরের কোন সন্ধান পায়নি বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী এক যুবক প্রসেনজিত মন্ডল জানান, সেই সময় আমরাও স্নান করছিলাম। হঠাৎ দেখি ওই ছেলেটি গঙ্গায় তলিয়ে গেছে। তলিয়ে যাওয়ার খবর ঘাটে স্নান করতে আসা মানুষদের কাছে পৌঁছাতেই বেশ মানুষ ওই কিশোরের খোঁজ পেতে তল্লাশি চালাতে শুরু করে গঙ্গায়। কিন্তু তার কোনওরকম খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিশোরের তলিয়ে যাওয়ার খবর পেতেই ঘটনাস্থলে আসেন নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহা। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি বলেন, পুরসভার পক্ষ থেকে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। মানুষকে আরো বেশি সতর্ক হতে হবে নইলে এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব নয়। তিনি জানান এভাবে একটি তরতাজা প্রাণ চলে যাবে কেউ ভাবতেই পারেনি। আমরা দলীয় এবং পুরসভার পক্ষ থেকে ওই কিশোরের পরিবারের পাশে আছি এবং থাকবো। উল্লেখ্য, গত মার্চ মাস থেকে আজ পর্যন্ত নবদ্বীপের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট সহ মায়াপুরে স্নান করতে নেমে গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা নিহাতই কম নয়। মার্চের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত এযাবকালে ভাগীরথী নদীতে সলিল সমাধির ঘটনা প্রায় ১২-১৪।

সেতু ভেঙে বিপত্তি--ব্যাহত যান চলাচল

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩ জুন ঃ বড়জোড়ার হাট আশুড়িয়া - বিষ্ণুপুর ভায়া পখন্না রাস্তার কাঁটাবাঁধ মোড়ের কাছে একটি সেতুর একাংশ ভেঙে পা। এর ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে সেতু পরিদর্শনে আসেন বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জি। তারপরই তিনি পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাত্রীবাহী বাস ও ভারি যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। ফলে এই রুটের যাত্রী পরিষেবা ভীষণ ভাবে ব্যাহত হয়। এই রুটে শিল্পাঞ্চলের পন্যবাহী ভারী ভারী ১০ চাকা ১২ চাকার ডাম্পার ও লরি চলাচল করে। বিধায়ক অলক মুখার্জী বলেন, এই সড়ক পথটি দুর্গাপুর থেকে সোনামুখী ও বিষ্ণুপুর যাবার শর্টকাট রাস্তা। সেকারনে যাত্রীবাহী বাস, পন্যবাহী গাড়ি এবং অসংখ্য ছোটো গাড়ি যাতায়াত করে। সোমবার সরেজমিনে দেখার পর অলোকবাবু বলেন সেতুটি একটি সেচ ক্যানেলের উপর নির্মিত হয়েছে বেশ কয়েক দশক আগে। গত সপ্তাহে ভারী ঝড় বৃষ্টির কারনেই সেতুর একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। এই অবস্থায় যানবাহন চলাচল করা ঝুঁকি হয়ে যাবে। তাই ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে ছোটো গাড়ি ধীর গতিতে চলতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছে বলে জানান বিধায়ক। পাশাপাশি যাতে দ্রুত মেরামত করা হয় তার জন্য জেলা শাসক ও সংশ্লিষ্ট পূর্ত দফতরকে বলেছেন বলেও জানান। এখন বিপদজনক অবস্থায় ঝুলে রয়েছে সেতুটি।

মেমারিতে শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার বৃদ্ধ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ জুন ঃ লোকনাথপুজোর দিন ঘটে গেল এক আমানবিক ঘটনা। সাত বছরের এক শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে তার প্রতিবেশী এক প্রৌঢ়কে গ্রেপ্তার করলো মেমারি থানার পুলিশ। রবিবার রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি ১ ব্লকের অন্তর্গত দেবীপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা তপন পাত্রকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশুটি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। রবিবার রাত ৯ টা নাগাদ পাড়াতেই লোকনাথ বাবার পূজার অনুষ্ঠান চলছিল, সেখানেই শিশুটি অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করছিল। অভিযোগ, ৬২ বছরের ওই বৃদ্ধ তপন পাত্র মেয়েটিকে আইসক্রিমের প্রলোভন দিয়ে এবং তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে। এরপর শিশুকে নিয়ে সে মেয়েটির বাড়ির দিকে যাবার সময় অন্ধকার গলিতে মেয়েটির মুখ চেপে ধরে এবং যৌন হেনস্থা করে। মেয়েটির জেঠিমা বিষয়টি লক্ষ্য করে। তাদের মেয়েকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সন্দেহ হওয়ায় ওই বৃদ্ধার পিছু নেয় এবং দেখে তাঁদের বাচ্চাকে নির্যাতন করছে। জেঠিমার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে, ওই বৃদ্ধকে ধরে উত্তম মাধ্যম দেয়। এরপর থানায় খবর দিলে মেমারি থানার পুলিশ এসে বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার রাতেই শিশুটির বাড়ির লোক তপন পাত্রের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে যায়। সোমবার সকালে শিশুটির মায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান আদালতে পাঠায় মেমারি থানার পুলিশ। প্রতিবেশীরা জানান, দেবীপুর এলাকার স্বর্ণ ব্যবসায়ী তপন পাত্রের পৈত্রিক বাড়ি মেমারি থানার বেনাপুর গ্রামে। ঘরে স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তানের একজনের বিয়ে হয়ে গেলেও আর এক কন্যা সন্তান বিবাহ উপযুক্তা। এর আগেও বৃদ্ধের বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ ওঠায় সে পৈত্রিক ভিটে ত্যাগ করে, বর্তমানে দেবীপুর স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে থাকছিল। আর এখানে এসেও একই ধরনের অভিযোগ ওঠায় গ্রামের মানুষ চাইছেন এই অমানবিক কর্মের জন্য ওই বৃদ্ধের উপযুক্ত শাস্তি হোক। ধৃত তপন পাত্রকে ১২ জুন পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ পস্কো আদালতের।

স্লিপার ক্লাসের ভাড়া ১৭০০০, জুনেই নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ছাড়ছে ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ জুন ঃ এক ট্রেনে চেপেই একাধিক গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন আপনি। চলে যাবেন বৈষ্ণোদেবী থেকে হৃষিকেশ, মথুরা থেকে বৃন্দাবন। রেলের দেওয়া এই বিশেষ ট্রেন ছাড়বে উত্তরবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে। সব প্রস্তুতি শেষ। ভাড়া থেকে রুট-সব তথ্যই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে। এই ট্রেনে চেপে একেবারে নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করা যাবে একাধিক জায়গায়। ভারতীয় রেলওয়ের ক্যাটারিং ও টুরিজম বিভাগ নিয়ে এসেছে এক সুযোগ। মোট ৯ দিনের এক ভ্রমণ নিয়ে আসা হয়েছে পর্যটকদের জন্য। এই তালিকায় থাকছে জম্মু কাশ্মীরের বৈষ্ণোদেবী, উত্তর প্রদেশের মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা। এ ছাড়াও দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার ও ঋষিকেশও একই সঙ্গে ঘুরে দেখা যাবে এই স্পেশাল ট্রেনে চেপেই। কোথায় থাকবেন, কী খাবেন, ট্রেনের নিরাপত্তা, ভ্রমণ বীমা সংক্রান্ত কোনও বিষয় নিয়েই চিন্তা করতে হবে না। পর্যটকদের জন্য সব ব্যবস্থাই করবে রেল। আগামী ২৪ জুন নিউ জলপাইগুড়ি থেকে প্রথম যাত্রা শুরু করবে এই বিশেষ ট্রেন। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, স্লিপার ক্লাসের ভাড়া হবে ১৭০০০ টাকা ও স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসের ভাড়া হবে ২৯৫০০ টাকা। রেলের তরফে যে সূচি জানানো হয়েছে, তার থেকে জানা যাচ্ছে, এনজেপি থেকে যাত্রা শুরু হওয়ার পর ট্রেন থামবে মালদা টাউন, রামপুরহাটের মতো স্টেশনগুলিতে। এছাড়া দুমকা, ভাগলপুর, জামালপুর, কিউল, পাটনা স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপতে পারবেন যাত্রীরা। রেলের তরফে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত নামে যে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, তারই আওতায় এই ভারত গৌরব ট্রেনের যাত্রা শুরু করছে।

কৃষকদের মারধরের অভিযোগ বিএসএফের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, রানিগঞ্জ, ৩ জুন ঃ বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন সীমান্ত এলাকার কৃষকরা। তাঁদের মারধরের অভিযোগ উঠল বিএসএফ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। এরই প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন তারা। সোমবার সকালে বামনাবাদ সীমান্তে প্রবেশ করার সময় একাধিক কৃষককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। সেই সময় আহত হন আজমত শেখ সহ চার-পাঁচজন কৃষক। প্রতিবাদে ধনিরামপুর বাজারে পথ অবরোধ করা হয়। ঘটনার পর চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সাগরপাড়া ধনিরামপুর বাজার এলাকায়। কৃষকদের দাবি, বিএসএফ সকালবেলা সীমান্তে প্রবেশ করতে দিতে দেরি করে। তার জেরে কাজের সময় নষ্ট হয়। শ্রমিক নিয়ে গেলে কার্যত লোকসান হয়ে যায়।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-১৫-২৪, তারিখ ৩১.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজটি আর্থিকভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল লাইসেন্সধারী নামী ঠিকাদারদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **স্থানসহ কাজের নাম** : এএসএন - আসানসোলে ডোমোহানি কলোনি, বুধা কলোনি ও চেলিডাঙ্গা কলোনির পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সম্প্রসারণ এবং এলটি ভূগর্ভস্থ কেবল। **টেন্ডার মূল্য** : ১,১৯,৩৬,৮৮২.৬১ টাকা। **বায়নামূল্য** : ২,০৯,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য** : শূন্য। **বন্ধের তারিখ ও সময়**: ২৮.০৬.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। **কাজ শেষের সময়সীমা**: ৬ মাস। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে।

(ASN-70/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ও/এসি/টি/৭১ থেকে ৭৩/২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ৩১.০৫.২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন: **ক্রমিক নং. ১, কেস নং : ও-এসি-টি-৭১-২৪-২৫, কাজের নাম** : এএসএন গুডস শেডের জন্য ওপেন টেন্ডার - ওয়াটার স্প্রিঙ্কলারের ব্যবস্থা, পিএম-১০ অ্যানালাইজার ইনস্টলেশন ও পরিবেষ্টিত বায়ুর গুণগত মান পরীক্ষা করতে ডিজিটাল ডিসপ্লে। **টেন্ডার মূল্য** : ১,৬০,৮৮,৭৩৯.৭৫ টাকা। **বায়নামূল্য** : ২,৩০,৪০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, কেস নং : ও-এসি-টি-৭২-২৪-২৫, কাজের নাম**: এইএন/২/এএসএন-এর অধীনে (i) কুলটিতে এমএসডিএসি দ্বারা ডুয়াল ডিটেকশনের ব্যবস্থা, (ii) থাপরনগরে এমএসডিএসি দ্বারা ডুয়াল ডিটেকশনের ব্যবস্থা, (iii) কুমারডুবিতে এমএসডিএসি দ্বারা ডুয়াল ডিটেকশনের ব্যবস্থা, (iv) ছোট আম্বানায় এমএসডিএসি দ্বারা ডুয়াল ডিটেকশনের ব্যবস্থা ও (v) কালুবাথানে এমএসডিএসি দ্বারা ডুয়াল ডিটেকশনের ব্যবস্থা স্থাপন করা। **টেন্ডার মূল্য** : ৪৯,৭৪,৬১৮.৭৫ টাকা। **বায়নামূল্য**: ৯৯,৫০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৩, কেস নং : ও-এসি-টি-৭৩-২৪-২৫, কাজের নাম**: সীতারামপুর-প্রধানখুন্টা (ডাউন ডিসি)-র জন্য ওপেন টেন্ডার - টিআরডি/এসি/(পি)-ডিইএন/১/এএসএন-এর অধীনে ৪.৪২০ কিমি। **টেন্ডার মূল্য** : ৮৮,৫৯,৫৮৪.৫৪ টাকা। **বায়নামূল্য**: ১৭,২০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ** : ১২ মাস (ক্র. নং ১ এর জন্য), ৬ মাস (ক্র. নং ২ এর জন্য) ও ৬ মাস (ক্র. নং ৩ এর জন্য)। **বন্ধের তারিখ ও সময়**: ২৮.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা প্রতিটির জন্য। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-তে দেখা যাবে।

(ASN-69/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এসএওএলডি/কন/এইচডব্লুএইচ/টিএন/০৫/২০২৪, তারিখ ৩০.০৫.২০২৪। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা বৈধ কন্ট্রাক্টর্স সংস্থাদের থেকে অথবা ওপেন সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশন সংস্থাদের থেকে, অংশীদারি সংস্থা ইত্যাদি থেকে ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। **টেন্ডার নং** : এসএওএলডি-কন-০৫-২০২৪-এইচডব্লুএইচ। **কাজের নাম**: পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনের পূর্ব জংশনে বাইপাস লাইনের সাথে যুক্ত নাওয়াপাড়া ও নবাব মোড় স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং কাজ এবং যে কোনও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং কার্যকলাপের সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট কাজ। **টেন্ডারের আনুমানিক মূল্যমান** : ১৩,১৮,৩১,৮৭৮ টাকা। **বায়নামূল্য জমা**: ৮,০৯,৩০০ টাকা (এক্সেম্পশন ছাড়া এমএসই/এনএসআইসি, অথবা আমাদের অনুকূলে)। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য** : ০.০০ টাকা। **অফার ও বায়নামূল্যের বৈধতা** : টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়**: ২৪.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। **কাজ শেষের মেয়াদ** : ১২ মাস। উপরিউক্ত ই-টেন্ডারের তারিখ অথবা তার পূর্বে ই-টেন্ডার ওয়েবসাইটে অনলাইন নথিপত্রের মূল্য এবং বায়নামূল্য অনলাইনে টেন্ডার জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের বিষয়ে টেন্ডার জমা করার জন্য টেন্ডার সাপেক্ষ -তে উপরিলিখিত সকল নথি সহ সম্পূর্ণ টেন্ডার ডকুমেন্টস সংরক্ষণ হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারে জমা দিতে জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল প্রাপ্তি হবে তা সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিবরণ, যোগ্যতার মানদণ্ড সকল মৌলিক তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে সময় সময় ইত্যাদি যার কোন সংশোধনী (যদি থাকে) সহ বিস্তারিত তথ্য www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-এর কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে।

(CON-22/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সুযোগ না পাওয়ার অভিমান! বিশ্বকাপ দেখতেই চান না রিয়ান

নিউ ইয়র্ক, ৩ জুনঃ হইহই করে চলছে টি-২০ বিশ্বকাপ। রবিবার বিশ্বকাপের বল মাঠে গড়িয়েছে। দেখতে দেখতে ইতিমধ্যে ৪টি ম্যাচ হয়ে গিয়েছে (এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া অবধি)। আগামী বুধবার টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ। আইরিশদের বিরুদ্ধে এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করবেন রোহিত-বিরাটরা। ভারতীয় অনুরাগীরা এবং দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা যখন চাইছেন বিশ্বকাপ আসুক টিম ইন্ডিয়ায়, সেই সময় রাজস্থান রয়্যালসের এক অলরাউন্ডার অবাক করা মন্তব্য করে বসলেন। ভারতের তরুণ প্রতিভা জানিয়েছেন, তিনি এ বারের বিশ্বকাপ দেখতে চান না। কে বললেন এমন কথা? আর কেনই বললেন এমন কথা? 'বিশ্বকাপ দেখতেই চান না' এমন মন্তব্য করা ক্রিকেটার ১৭তম আইপিএলে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন। তিনি হলেন রাজস্থান রয়্যালসের রিয়ান পরাগ। বছর ২৩ এর ক্রিকেটার সম্প্রতি অন্য বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। আসলে কয়েকদিন আগে তাঁর এক ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানে দেখা গিয়েছিল তিনি ইউটিউবে বলিউড তারকা সারা আলি খান ও অনন্যা পান্ডেদের 'হট' লিখে সার্চ করেছিলেন। এ বার তিনি বিশ্বকাপ দেখতে চান না বলে বিতর্কে জড়ালেন। ভারত আর্মির সঙ্গে এক আলাপচারিতায় রিয়ান পরাগকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁর মতে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে কোন চার দল উঠতে পারে? ওই প্রশ্নের উত্তরে রিয়ান বলেন, ''মনে হতেই পারে আমি পক্ষপাতী হয়ে উত্তর দিচ্ছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমি বিশ্বকাপ দেখতেই চাই না। আমি শুধু দেখব শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ কে যেতে। আর তাতেই আমার শান্তি। যখন আমি বিশ্বকাপের দলে থাকব, তখন এই সব বিষয় নিয়ে ভাবব। তখন দেখা যাবে সেমিফাইনালে কারা ওঠে।' অসমের ক্রিকেটার রিয়ান পরাগ নিজেও আত্মবিশ্বাসী তিনি ভারতীয় টিমে খেলার যোগ্য। এর আগে তিনি পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ''আমাকে টিমে নিতেই হবে। আমার বিশ্বাস একদিন দেশের হয়ে খেলবই। কবে সুযোগ পাব তা নিয়ে অবশ্য পরোয়া করি না।''

বিরাট-রোহিত-সূর্যরা টিমকে প্রতিবন্ধী করে দিয়েছে

বিস্ফোরক মন্তব্য দেশের প্রাক্তনীর

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ক্যালেন্ডার বলছে আজ ৩ জুন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গিয়েছে। বুধবার নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রয়েছে বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ। এ বছর রোহিত ব্রিগেডের কাছ থেকে বিশ্বকাপ ট্রফির প্রত্যাশা করছেন ভারতীয় সমর্থকরা। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ করেই দেশের এক প্রাক্তন অলরাউন্ডার বলেছেন, ভারতীয় টিমে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদবরা টিমকে প্রতিবন্ধী করে দিয়েছেন। ভারতের বিশ্বকাপ যাত্রা শুরুর আগে এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন দেশের কোন প্রাক্তনী? ভারতীয় ক্রিকেট মহলে এখন চর্চা চলছে বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার একাদশ কেমন হবে? বিশ্বকাপের সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে দেশের প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান জানিয়েছেন, তাঁর মতে ভারতের একাদশে আরও বোলিং বিকল্প থাকা উচিত। যেহেতু রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদবরা বোলিং করেন না, তাই তাঁরা

ভারতীয় টিমকে হ্যান্ডিক্যাপ করে দিয়েছেন। ইরফান বলেন, ''বিশ্বকাপে ভারতের যে টিম বাছাই করা হয়েছে, তা থেকে দুই রকমের দল খেলাতে পারে। সেখানে এক ক্ষেত্রে অক্ষর পটেলকে ধরে মোট ছ'জন বোলারকে খেলানো যেতে পারে। আর অপর ক্ষেত্রে চার জন প্রধান বোলারের পাশাপাশি হার্দিক পান্ডিয়া ও শিবম দুবেকে খেলানো যেতে পারে। ভারতের কাছে আরও এক বিকল্প রয়েছে। যে নেটে বল করলেও, ম্যাচে তেমন বল করেনি। ও যশস্বী জয়সওয়াল। শিবম দুবেও আইপিএলে তেমন বল করেনি। কিন্তু নেটে নিয়মিত বোলিং অনুশীলন করেছে। যাতে বিশ্বকাপে এক বা দুই ওভার বল ও করতে পারে।'' দেশের প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফানের মতে, হার্দিক যদি ৩-৪ ওভার বল করেন, তা হলে সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে। কিন্তু বিরাট, রোহিত ও সূর্যকুমাল বোলিং করেন না। যার ফলে দলে একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। ইরফান বলেন, ''হার্দিক যদি তিন-চার ওভার বল করে, তা হলে সমস্যা মিটে যাবে। আমাদের অন্য ব্যাটাররা যেমন-রাহিত, বিরাট ও সূর্য বল করে না। তাই দলকে ওরা হ্যান্ডিক্যাপ করছে। যদি এই তিনজন বোলিং করতে পারে, তা হলে দলেরই লাভ হত। আমরা যদি অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইংল্যান্ডের কথা ধরি তা হলে ওদের টপ সাত প্লেয়ারের মধ্যে অনেক অলরাউন্ডার রয়েছে। মইন আলি, লিয়াম লিভিংস্টোন এবং উইল জ্যাকস। সব সময় বোলিং বিকল্প বেশি রাখা ভালো।''

যে কারণে ভারতীয় দলের কোচ হতে চান, খোলসা করলেন গৌতম গম্ভীর

আবু ধাবি, ৩ জুনঃ ক্রিকেট মহলে জোর আলোচনা। ভারতীয় দলের পরবর্তী কোচ হতে চলেছেন গৌতম গম্ভীর। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এখনও সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়নি। বোর্ড কর্তাদের কেউ কোনও বিবৃতিও দেননি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে চুক্তি শেষ হতে নেতৃত্বেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নাইট রাইডার্স। এ বার মেন্টর হয়ে ফিরেছিলেন গৌতম গম্ভীর। ফিরেই সাফল্য। দীর্ঘ ১০ বছর পর ট্রফির স্বাদ পেয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ভারতীয় দলের কোচ হিসেবেও গৌতম গম্ভীরকেই তাই অনেকে চাইছেন। গম্ভীর নিজেও চাইছেন ভারতীয় দলের কোচ হতে।

চলেছে। তার অনেক আগেই অবশ্য কোচ চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আবেদনের সময়সীমাও পেরিয়ে গিয়েছে। গৌতম গম্ভীর আবেদন করেছেন কিনা তাও নিশ্চিত করা হয়নি। যদিও ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালের পর বোর্ড সচিব জয় শাহর সঙ্গে গৌতম গম্ভীরের আলোচনা, জল্পনা বাড়িয়েছে। আকারে ইঙ্গিতে যেন গম্ভীর বুঝিয়ে দিলেন, তিনিই কোচ হতে চলেছেন! সদ্য ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে তৃতীয় ট্রফি জিতেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এর আগে দুবার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ জিতেছিল কেকেআর। ২০১২ ও ২০১৪ সালে গৌতম গম্ভীরের এর কারণও জানালেন। আবু ধাবিতে এক ইভেন্টে গৌতম গম্ভীর বলেন, ''আমিও চাই ভারতীয় দলের কোচ হতে। এর চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু হতে পারে না। আসলে বলা যায়, জাতীয় দলকে কোচিং করানোর চেয়ে বড় বিষয় কীই বা হতে পারে! ১৪০ কোটি ভারতীয়র প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ। ভারতীয় দলকে কোচিং করানো মানে সারা বিশ্বেই বড় সম্মানের।'' তিনি কী ভাবে ভারতকে বিশ্বকাপ জিততে সাহায্য করতে পারেন, এই প্রসঙ্গও ওঠে। গম্ভীর বলেন, ''বিষয়টা আমি নই, ১৪০ কোটি ভারতবাসীই পারে ভারতকে বিশ্বকাপ জয়ে সাহায্য করতে।''

আমেরিকার পিচ নিয়ে চিন্তার কথা শোনালেন দ্রাবিড়

নিউ ইয়র্ক, ৩ জুনঃ টি-২০ বিশ্বকাপ ঘিরে দলের ক্রিকেটারদের রীতিমতো সতর্ক করলেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারতীয় দলের বর্তমান কোচ বলেছেন, আমেরিকার পিচ খুব একটা সুবিধার হবে না। ফ্ল্যাট পিচে আইপিএল শেষ করে ভারতীয় দল টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছে। এখানকার পিচগুলো ভারতীয় পিচের মতো হবে না, এটাই স্বাভাবিক। যে কারণে ভারতীয়রা আমেরিকায় এসে কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করবে, এটাই স্বাভাবিক। বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার আগে একমাত্র ওয়ার্ম আপ ম্যাচ জিতেছেন রোহিতের দল। দ্রাবিড় জানান, আমেরিকার পিচগুলো অনেকটা নিচু ও স্লো। এর মধ্যে গ্রুপপর্বে ভারতের যে চারটি খেলা আছে, তার তিনটিই নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। যে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে

মাত্র ৫ মাসে। ফলে নবনির্মিত এই স্টেডিয়ামে খেলাটা সবার কাছেই সমান চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের বিপক্ষে এই মাঠেই ম্যাচটি জিতেছে ভারত। খেলা শেষে উইকেটের মূল্যায়ন করেছেন ভারতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়। এরপর খেলোয়াড়দের নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন। তিনি সতর্ক করেছেন, খেলোয়াড়রা যেন পিচের অবস্থা বুঝে ব্যাটিং ও ফিল্ডিং করেন। উইকেটের মূল্যায়ন করে দ্রাবিড় বলেছেন, ''এই স্টেডিয়ামের পিচ এবং আউটফিল্ড অনেকটা নরম।'' আর পিচের বিষয়ে দ্রাবিড়ের মূল্যায়ন, ''এটি অত্যন্ত স্লো টার্নার হতে চলেছে।'' ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দ্রাবিড় বলেন, ''মাটি একটু নরম। তাই আমি মনে করি, খেলোয়াড়রা হ্যামস্ট্রিং এবং কাফ ইনজুরিতে পড়তে পারে।'' দ্রাবিড় বলেছেন, ওর ক্রিকেটারদেরও নিশ্চিত করতে হবে যে, খেলেয়াড়রা দেখেশুনে খেলবে। দ্রাবিড় আরও বলেন, ''মাঝেমাঝে কিছুটা নরম। কিন্তু আমি মনে করি, আমরা সত্যিই ভালভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং পরিচালনা করব।'' বাংলাদেশ ম্যাচে দলের পারফরম্যান্সে খুশি সেটিও জানান দলের হেডস্যার।

ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার ইতি টানলেন স্কালোনি

কোপা আমেরিকার শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে নামার আগে সুখবর পেলেন আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার ইতি টেনে লিওনেল স্কালোনি জানালেন, যত দিন আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) চাইবে ততদিন জাতীয় দলের কোচ হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন তিনি।

বুয়েনস আইরেস, ৩ জুনঃ বিশ্বকাপজয়ী কোচ স্কালোনির একটি মন্তব্যের জেরেই আর্জেন্টিনার ডাগ আউটে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা জেগেছিল। গত নভেম্বরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে ব্রাজিলের বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়ের পর তিনি বলেছিলেন, সরে দাঁড়ানোর কথা ভাবছেন। জানুয়ারিতে স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, অন্তত কোপা আমেরিকার শেষ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে রাজি হয়েছেন স্কালোনি। আগামী ২০ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে হবে লাতিন আমেরিকার ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের এই লড়াই। রবিবার সাংবাদিকদের ৪৬ বছর বয়সী কোচ জানিয়েছেন, কোপা আমেরিকার পরও ডাগ আউটে থাকতে চান তিনি। ''বছরটা খুব ভালো ছিল না। আমার মনে হয়েছিল, এটা থামার সময়। নিজের সব প্রাণশক্তি নিয়ে আজ আমি এখানে, সত্যি বলতে কী নভেম্বরে ব্যাপারটা তেমন ছিল না। যত দিন এএফএ প্রেসিডেন্ট চাইবেন এখানে আমি থাকি, থাকব।'' অধিনায়ক লিওনেল মেসির ফিটনেসের সবশেষ অবস্থা জানালেন স্কালোনি। কথা বললেন, ২৯ সদস্যের দলে রোমার তারকা ফরোয়ার্ড পাওলো দিবালার না থাকা নিয়েও। ''মেসি পুরোপুরি ফিট। সে কাল অনুশীলনের জন্য দলে যোগ দেবে। আমাদের বিশেষ স্নেহের একজন দিবালা। তবে আমরা সব সময়ই বলি, সবার আগে দল। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু পজিশনে আমাদের সমস্যা রয়েছে। তাই তাকে যুক্ত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা জানি সে আমাদের কি দিতে পারে। পুরো পৃথিবীর সব ব্যথা নিয়েও আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।'' আগামী ৯ জুন প্রীতি ম্যাচে একুয়েডরের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। এর পাঁচ দিন পর তারা খেলবে গুয়েতেমালার বিপক্ষে। পরে ২০ জুন কোপা আমেরিকায় নিজেদের প্রথম ম্যাচে কানাডার বিপক্ষে খেলবে স্কালোনির দল। 'এ' গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ চিলি ও পেরু।

ইউরোতে ডি জংয়ের খেলা এখনও অনিশ্চিত

চোট থাকলেও ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ংকে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শুরু থেকে পাওয়ার আশায় আছে নেদারল্যান্ডস। তাদের সেই চাওয়া ঝুলছে অনিশ্চয়তার সুতোয়। এখনও যে পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারবেন বার্সেলোনার এই তারকা মিডফিল্ডার। টুর্নামেন্টে খেলতে পারবেন না কিনা এটা নিয়ে সংশয়ে আছেন তিনি নিজেই।

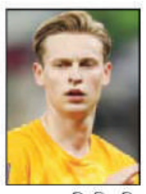

আমস্টারডাম, ৩ জুনঃ চোট থাকলেও ফ্রেঙ্কি ডি জংকে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শুরু থেকে পাওয়ার আশায় আছে নেদারল্যান্ডস। তাদের সেই চাওয়া ঝুলছে অনিশ্চয়তার সুতোয়। এখনও যে পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারবেন বার্সেলোনার এই তারকা মিডফিল্ডার। টুর্নামেন্টে খেলতে পারবেন না কিনা এটা নিয়ে সংশয়ে আছেন তিনি নিজেই। জার্মানিতে আগামী ১৪ জুন পর্দা উঠবে এবারের ইউরোর। টুর্নামেন্টে ডাচদের পথচলা শুরু হবে একদিন পর, পোল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। গত মরসুমে তিনবার অ্যাঙ্কেলের চোটে পড়া ডি ইয়ংকে আসছে এই টুর্নামেন্টে দলে রেখে একরকম জুয়া খেলেছেন ডাচ কোচ রোনাল্ড কুমান। সেই বাজিতে তার হেরে যাওয়ার শঙ্কা বাড়ছে। শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞ মিডফিল্ডারকে না পেলে বড় ধাক্কাই খাবে নেদারল্যান্ডস। ডাচ ক্যাম্পে রবিবার অনুশীলন শেষে ডি জং সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খোলাসা করেছেন তার বর্তমান অবস্থা। ''আমি এখনও ফিট নই। তাই বলতে পারছি না, আমি ভালো করছি। অ্যাঙ্কেল ঠিক আছে, কিন্তু এর চোট ভালোভাবে সেরে ওঠা প্রয়োজন। কারণ এটা দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হওয়া উচিত নয়। এখনো দলের সঙ্গে কিছু করছি না। ফিজিওর সঙ্গে চোট কাটিয়ে ওঠার অনুশীলন করছি। আলাদা অনুশীলন করছি। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে অ্যাঙ্কেলের অবস্থা কেমন। তারপর দেখব কবে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারি। হ্যামবার্গে পোল্যান্ডের বিপক্ষে ডাচদের প্রথম ম্যাচের আগে ফিট হয়ে উঠবেন কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে সংশয় প্রকাশ করেন ডি জং। ''এটা সবসময়ই একটা বড় প্রশ্ন। আমি বলতে চাইছি, আপনি এখন যদি পুরোপুরি ফিট না থাকেন এবং দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে না পারেন, তাহলে সব সময়ই প্রশ্ন উঠবে কখন এবং আদৌ সময়মতো সেরে উঠবেন কিনা। কেউ ঠিক জানে না। কবে খেলতে পারব, আমি সত্যিই বলতে পারব না। এর কারণ এমন নয় যে, আমি বলতে চাই না, যদিও আমি এটা জানি। আসলে বলা মুশকিল।''

স্থগিত ৮৬'র বিশ্বকাপে মারাদোনার জেতা সোনার বলের নিলাম

বুয়েনস আইরেস, ৩ জুনঃ ১৯৮৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপে সোনার বল জিতেছিলেন দিয়েগো মারাদোনা। সেই ট্রফির নিলাম হওয়ার কথা ছিল ফ্রান্সে। কিন্তু আইনি জটিলতায় আপাতত সেই নিলাম স্থগিত হয়ে গিয়েছে। মারাদোনার সেই সোনার বল চুরি হয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ করেছে তাঁর পরিবার। সেই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিলাম হবে না বলে জানিয়েছে ফরাসি নিলাম সংস্থা 'আগুট্রেস'। নিলাম সংস্থা একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিলাম বন্ধ করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল মারাদোনার পরিবার। কিন্তু আদালত তাঁদের আর্জি খারিজ করে দেয়। তার পরেও মারাদোনার সোনার বল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। নিলামের ক্ষেত্রে কোনও রকম অস্বচ্ছতা রাখা হবে না। যে হেতু সোনার বলের মালিকানা ঘিরে একটি আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছে, তাই আপাতত নিলাম স্থগিত রয়েছে। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পরেই নিলাম হবে। মারাদোনার জেতা সোনার বল দীর্ঘ দিন আগে চুরি হয়ে গিয়েছিল। ২০১৬ সালে তা আবার সামনে আসে।

৫টা টুর্নামেন্ট পেয়েছ, ট্রফি কই? বাবরকে ওপেন চ্যালেঞ্জ প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারের

ইসলামাবাদ, ৩ জুনঃ গত বারের বিশ্বকাপের রানার্স বাবর আজমের পাকিস্তান। কিন্তু এ বার গ্রিন আর্মি টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য কতটা তৈরি? পাক টিম নিয়ে সমালোচনা থামছেই না। গত কয়েকদিন ধরে পাকিস্তানের উইকেটকিপার ব্যাটার আজম খানকে নিয়ে বিরাট আলোচনা হয়েছে। তাঁর ভারী চেহারার জন্য বিদ্রুপের শিকার হতে হয়েছে। তবে ক্যাপ্টেন বাবর আজমকে তিনি পাশে পেয়েছেন। কিন্তু পাক টিম এখন ছন্দে নেই। যা ভাবাচ্ছে সে দেশের প্রাক্তনীদের। পিসিবির প্রাক্তন চেয়ারম্যান রামিজ রাজা এর আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ হারের জন্য টিম ম্যানেজমেন্টকে ধুয়ে দিয়েছিলেন। এ বার পাকিস্তানের এক টক শো এর এক অংশের ভিডিয়ো ভাইরাল। যেখানে বিশ্বকাপের জন্য বাবর আজমকে খোলা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন পাকিস্তানের বিশ্বজয়ী এক তারকা। ২০০৯ সালে বিশ্বকার জিতেছিল পাকিস্তান। ওই টিমের এক সদস্য আহমেদ শেহজাদ। তিনি বাবর আজমকে এ বার বিশ্বকাপ জেতার জন্য খোলা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার আহমেদ শেহজাদকে বলতে শোনা যায়, ''আমি যদি পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের শৃঙ্খলাপরায়ণতা কথা বলি, তা হলে সকাল হয়ে যাবে। আমরা কখনও কাউকে কিছু বলি না। কিন্তু অবশ্যই ক্রিকেটের কথা উঠলে বলব। যদি তুমি বলো যে তুমিই প্রাইম ক্রিকেটার, যদি তুমি বলো তোমার থেকে বড় কেউ নয়, তা হলে বিশ্বকাপ জিতে দেখাও। ৫টা টুর্নামেন্ট পেয়েছ। এ বার বিষয়টা সকলের চোখে পড়ছে। আমাদের বিষয়টা প্রত্যেককে বলা দরকার।'' এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপে বাবর আজমের পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ বৃহস্পতিবার। বিশ্বকাপের যুগ্ম আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রয়েছে গ্রিন আর্মির উদ্বোধনী ম্যাচ। তারপর রবিবার রয়েছে এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের হাইভোল্টেজ ভারত ও পাকিস্তান ম্যাচ।

সুপার ওভার নাটকীয়তায় ওমানকে হারাল নামিবিয়া

বার্বাডোজ, ৩ জুনঃ এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের তৃতীয় ম্যাচই সেরার তালিকায় নাম লেখাল। বার্বাডোজে গ্রুপ বি'র ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ওমান ও নামিবিয়া। এমন একটা ম্যাচ, যা দু দলই শুধু নয়, ক্রিকেট প্রেমীরাও দীর্ঘ সময় মনে রাখতে বাধ্য হবে। মাত্র ১০৯ রানের পুঁজি নিয়েও ম্যাচ গড়াল সুপার ওভারে! ম্যাচটা নির্ধারিত ২০ ওভারেই জেতার সুযোগ ছিল দু-দলের কাছে। যদিও সব এমন নাটকীয় হবে, কেউই যেন প্রত্যাশা করতে পারেননি। ওমান জান প্রাণ লড়িয়ে খেলেছে। ছোট্ট ভুলে জয়ের সুযোগ হাতছাড়া তাদের। প্যানিক পরিস্থিতি থেকে দুর্দান্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে নামিবিয়া। নামিবিয়া এবং ওমান। দু দলই এর আগে বিশ্বকাপ খেলেছে। বড় মঞ্চে খেলার অভিজ্ঞতা তাদের রয়েছে। নামিবিয়ার অলরাউন্ডার ডেভিড উইজের অভিজ্ঞতাও অনেক। বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের পাশাপাশি সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন। কলকাতা নাইট রাইডার্সের এই প্রাক্তনীই সুপার ওভারে নামিবিয়ার সুপার হিরো হয়ে উঠলেন। বিস্তারিত না বললে এই ম্যাচের গভীরতা বোঝা কঠিন। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন নামিবিয়া ক্যাপ্টেন জেরার্ড এরাসমাস। আর প্রথম ওভারেই হ্যাটট্রিকের মুখে দাঁড়িয়েছিলেন নামিবিয়ার বাঁ হাতি পেসার রুবেন ট্রাম্পেলম্যান। ওভারের প্রথম ডেলিভারিতেই লেগ বিফোর করেন কাশ্যপ প্রজাপতিকে। দ্বিতীয় বলে গোল্ডেন ডাক ওমান

অধিনায়ক আকিব ইলিয়াস। অন ফিল্ড আম্পায়ার ছিলেন ভারতের মদনগোপাল। দুটোই দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত। আকিব ইলিয়াস রিভিউ নিলেও লাভ হয়নি। নিজের দ্বিতীয় ওভারেই নাসিম খুশিকে ফেরান ট্রাম্পেলম্যান। স্পেলের প্রথম দু-ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে ৩ উইকেট ট্রাম্পেলম্যানের। এরপর ময়দানে নামিবিয়া স্পিনার। ৩৭ রানেই চতুর্থ উইকেট হারায় ওমান। ছোট ছোট পার্টনারশিপে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। দলীয় ৬৮ রানে ওমান শিবিরে পঞ্চম ধাক্কা দেন নামিবিয়া ক্যাপ্টেন এরাসমাস। স্লগ ওভারে দুর্দান্ত বোলিং ডেভিড উইজের। ১৮তম ওভারে জোড়া উইকেট, সব মিলিয়ে ৩ উইকেট নেন। ওমান মাত্র ১০৯ রানেই অলআউট। নামিবিয়ার বাঁ হাতি পেসার ট্রাম্পেলম্যান নেন ৪ উইকেট। বোর্ডে মাত্র ১০৯ রানের পুঁজি। ওমানও প্রথম ওভার থেকেই মরণ কামড় দেয়। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই উইকেট নেন বিলাল। নামিবিয়ার ফ্রাইলিঙ্ক ও ডেভিন জুটি ক্রমশ জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় নামিবিয়াকে। ওমান ক্যাপ্টেন জুটি ভাঙেন দলীয় ৪২ রানে। ওমান তিনটি ক্যাচ ফসকে নিজেদের চাপ বাড়ায়। নামিবিয়া ক্যাপ্টেন এরাসমাস ও জান ফ্রাইলিঙ্ক ক্রিজে থাকায় স্বস্তিতেই ছিলেন তাঁরা। এই জুটি ভাঙতেই চাপ বাড়ে। শেষ ওভারে টার্গেট দাঁড়ায় ৫ রান। ক্রিজে সেট ব্যাটার ফ্রাইলিঙ্কের সঙ্গে অভিজ্ঞ ডেভিড উইজে। প্রথম বলেই ফ্রাইলিঙ্ককে ফেরান মেহরান। তৃতীয় ডেলিভারিতে জেন গ্রিনকে ফেরান। শেষ বলে ২ রানের টার্গেট। কিপার উপরে দাঁড়িয়ে। স্ট্রাইকে উইজে। দুর্দান্ত বল, কিপারের হাতে লেগে সেখানেই। ম্যাচ টাই করতে ১ রান প্রয়োজন। বাই রান নিতে দৌড়ন উইজে। কিপার বল ধরলেও রান আউট করার সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন। ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। নামিবিয়ার হয়ে সুপার ওভারে ব্যাটিং নামেন অভিজ্ঞ ডেভিড উইজে। সঙ্গী এরাসমাস। সুপার ওভারে ২১ রান তোলে নামিবিয়া। উইজের অবদান ৪ বলে ১৩ রান। দু-রান নিয়ে খাতা খোলে ওমান। দ্বিতীয় বলেই নাসিম খুশির উইকেট নেন উইজে। এরপর নামিবিয়ার জয় ছিল সময়ের অপেক্ষা। সুপার ওভারে ১ উইকেটে মাত্র ১০ রান করে ওমান। দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু নামিবিয়ার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com